ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-157 ■ 16 March, 2025 ■ আগরতলা ১৬ মার্চ, ২০২৫ ইং ■ ২ চৈত্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সম্প্রতিকালে ১০ হাজারের বেশি যুবক অস্ত্র সমর্পণ করেছে

প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আসামে শান্তি ফিরে এসেছে ঃ অমিত শাহ

নয়াদিল্লি /গুয়াহাটি, ১৫ মার্চ ।। ধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে অসমে উন্নয়ন দ্রুত গতিতে এগুচ্ছে এবং রাজ্যে শান্তি ফিরে এসেছে। পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী আজ শনিবার গোলাঘাট জেলার অন্তর্গত দেড়গাঁওয়ে ১৬৭.৪ কোটি টাকা ব্যয়ে সংস্কারকৃত বহু সুবিধা সংবলিত অত্যাধুনিক ‘লাচিত বড়ফুকন পুলিশ অ্যাকাডেমি’র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একথা বলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ। পাশাপাশি, এদিন অ্যাকাডেমি চত্বরে প্রস্তাবিত দ্বিতীয় পর্যায়ের ৪২৫.৪৮ কোটি টাকায় নির্মীয়মাণ আবাসন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তিনি।

এদিন তিনি বলেন, অসমের সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। ছাত্রাবস্থায় বহুবার অসমে এসেছি। হিতেশ্বর শইকিয়ার (তদানীন্তন কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী) আমলে অসমে এসে প্রতিবাদী কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে পুলিশের লাঠির ঘা খেয়েছি। তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী (প্রয়াত) ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে স্লোগান তোলার অপরাধে অসমের কারাগারে আমাকে সাত দিন রুটি খেতে হয়েছিল। আজ সেই পরিবেশ পরিস্থিতি নেই। অসম এখন আন্দোলন বিবর্জিত রাজ্য। এখন নেই জঙ্গিপনা, অস্ত্রের ঝনঝনি। কেবল উন্নয়ন আর উন্নয়ন। অসম এখন সম্পূর্ণ সুরক্ষিত রাজ্য। অপরাধ বহুগুণ কমেছে, বলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

তিনি বলেন, ‘মুঘলদের আক্রমণ থেকে অসমকে রক্ষাকারী বীর সেনাপতি লাচিত বড়ফুকনের কথা শুনেছি আমার যখন বয়স সাত। এর পর আমার স্নাতক শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত আমি তাঁর সম্পর্কে কিছুই পড়িনি। তার কারণ লাচিত বড়ফুকনকে অসমেই সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। কিন্তু আজ লাচিতকে গোটা দেশের মানুষ চেনেন। কয়েকটি রাজ্যের বিদ্যালয়ে পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এখন ২৩টি ভাষায় লাচিত বড়ফুকনের জীবনী অনুবাদ হয়েছে। লাচিত বড়ফুকনের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাংবিধানিক সংস্থাকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করছে বিজেপি ঃ প্রদেশ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মার্চ ।। সাংবিধানিক সংস্থাকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করছে আরএসএস পরিচালিত বিজেপি সরকার। প্রশাসনকে ব্যবহার করে অবাধে ভোটাধিকার লুট করে নেওয়ার ঘটনার মাধ্যমেই শাসক বিজেপি ফলাফলকে নিজেদের অনুকূলে নিয়েছে। এর বিরুদ্ধে আগামী ২০২৮ সালের নির্বাচন পর্যন্ত ধারাবাহিক আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস। আজ প্রদেশ কংগ্রেসের তরফ থেকে এক বিবৃতিতে এই বার্তা দিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা। এদিনের বিবৃতিতে শ্রী সাহা বলেন, বিজেপির রাজনৈতিক অভিভাবক বা মূল চালিকাশক্তি আর এস এস তার জন্মলগ্ন থেকেই এ দেশে হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং মনুবাদী সংবিধান চালুর লক্ষ্যে কাজ চালিয়ে আসছিল। এ সময়ে লক্ষ্য পূরণে খুব দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে ২০১৪ পরবর্তী সময়ে প্রধানমন্ত্রী মোদিজী সরকারে আসীন হওয়ার পর সকল মুখোশ খুলে রেখে দেশের প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র সাংবিধান প্রতিষ্ঠান সমূহ, বিচারালয়, প্রতিরক্ষা ও সামরিক ক্ষেত্র, উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্র সহ নির্বাচন কমিশনে তাদের নিজস্ব অনুগতদের বসানো ও মতাদর্শ প্রচারে ব্যবহার করে আসছে। এসবের নানা নিদর্শন ইতিমধ্যেই জনসমক্ষে চলে এসেছে। প্রায় সব ক্ষেত্রগুলিতেই শাসক বিজেপি তার শাসন ব্যবস্থা ধরে রাখা ও নির্বাচন সমূহের জয়লাভ করার কাজে নগ্নভাবে ব্যবহার করে চলছে।

তাঁর কথায়, জাতীয় নির্বাচন কমিশন স্বাধীন নিরপেক্ষ ভূমিকা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পালন করতে পারছে না। বিজেপি বা সরকারের সহযোগী সংস্থা হিসেবেই কাজ করে আসছে। এই সাংবিধানিক সংস্থাকে দলীয় স্বার্থে যাতে ব্যবহার করা যায়, তার জন্য মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আদেশ অমান্য করে সংবিধান সংশোধন করে মোদি, অমিত শাহ”রা নিজেদের মন পছন্দের কমিশনার নিয়োগের ক্ষমতা হাতে তুলে নিয়েছে। তাই তো ২০১৪ সালের পরবর্তী সময়গুলিতে কি লোকসভা নির্বাচন বা রাজ্যে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্বচন কমিশন, সরকারি প্রশাসন যন্ত্র, কালো টাকার ব্যবহার, মাসুল পাওয়ার, নির্বাচনি বিধি বহির্ভূত ঘৃণা ভাষণ, ভোটার লিস্টে কারচুপি, ভোট যন্ত্রের অপব্যবহার এসবের আশ্রয় নিয়ে নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করা ও ফলাফল পাল্টে দিয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০১৮-র পরবর্তী সময়ে রাজ্যের কোনও নির্বাচনেই অবাধ ও শান্তিপূর্ণ হয়নি। প্রশাসনকে ব্যবহার করে অবাধে ভোটাধিকার লুট করে নেওয়ার ঘটনার মাধ্যমেই শাসক বিজেপি ফলাফলকে নিজেদের অনুকূলে নিয়েছে। গত বছর লোকসভা নির্বাচনের পরবর্তী সময়ে জাতীয় ক্ষেত্রের একটি অসরকারি প্রতিষ্ঠিত সংস্থা হিসাব করে দেখিয়ে দিয়েছে শুধু ২০১৯-র লোকসভা নির্বাচন এবং ২০২৪-র লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি দল যথাক্রমে ৩৭ হাজার কোটি এবং ৬০ হাজার কোটি কালো টাকার বেশি ব্যবহার করেছে শুধু ২০২৪-র নির্বাচনের প্রাক্কালে নির্বাচক মণ্ডলীকে বিভ্রান্ত করে তুলতে প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা বিজেপি দলের জাতীয় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

হোলি উৎসব

রাজ্যে পৃথক যান দুর্ঘটনায় আহতের সংখ্যা ১০ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মার্চ।। হোলি উৎসবকে ঘিরে রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় যান দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন সাত জন। পুলিশ সূত্রে খবর জানা গেছে।

হোলির উৎসবে পৃথক যান দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছে তিনজন যুবক। পৃথকভাবে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনায় আহতদের সঠিকভাবে চিকিৎসা প্রদানে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন দমকলবাহিনীর কর্মীরা। শান্তির বাজার দমকলবাহিনীর কর্মীদের এই ধরনের ভূমিকায় সকলে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

ঘটনার বিবরনে জানা গিয়েছে, আজ শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত বীরচন্দ্রমনু ড্রপগেইট এলাকায় টি আর ০১ বি এম ০৫৫৬ নাম্বারের মারুতিগাড়ী ও টি আর ০৩ পি ৪৮৪৪ নাম্বারের বাইকের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। ওই দুর্ঘটনায় বাইক চালক ও মারুতি চালক আহত হয়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে শান্তির বাজার দমকলবাহিনীর কর্মীরা দ্রুততার সহিত ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। এই দুর্ঘটনায় আহতরা হলো নবীর হোসেন ও তেজস্বী দেবনাথ।

অপরদিকে একইদিনে শনিবার রাত্রিবেলায় শান্তির বাজার মহামুনি রোড এলাকায় টি আর ০৩ ডি ৪৭৪৯ নাম্বারের বাইক পথে থাকা একটি কুকুরের সঙ্গে সংঘর্ষহয়ে গুরতর আহত হয়। দুর্ঘটনায় শুভঙ্কর দাস নামে বাইকচালক গুরতর আহত হয়। এই দুর্ঘটনার খবরপেয়ে শান্তির বাজার দমকলবাহিনীর কর্মীরা দ্রুততারসহিত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে আহত যুবককে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধারকরে চিকিৎসার জন্য শান্তির বাজারজেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। আজকের দিনে পৃথকভাবে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনায় আহতদের সঠিকভাবে চিকিৎসা প্রদানে সাহায্যের হাত বারিয়ে দেন দমকলবাহিনীর কর্মীরা। শান্তির বাজার দমকলবাহিনীর কর্মীদের এই ধরনের ভূমিকায় সকলে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

এদিকে, কৈলাসহর এসবিআই ব্যাংকের সংলগ্ন এলাকায় ভয়াবহ যান দুর্ঘটনা ঘটে। ওই দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয় এক ব্যক্তি। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, একটি লরি এসে সজুরে একটি পিলারের মধ্যে ধাক্কা মারে, যার ফলে রাস্তার লাইটটি ভেঙ্গে এক বাইক আরোহীর উপর পড়ে। ফলে শ্রীচরন দেবব্রতা নামে ওই বাইক আরোহী গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হন। ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করতে পেরে শত শত মানুষ এসে ঘটনাস্থলে জড়ো হয়। পাশাপাশি আহত ব্যক্তিকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য কৈলাসহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে তিনি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পাশাপাশি ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে কৈলাসহর থানার পুলিশ। এসে দুর্ঘটনাগ্রস্থ গাড়ি সহ গাড়ির চালক প্রণয় দত্তকে ঘটনাস্থল থেকে কৈলাসহর থানায় নিয়ে যায় পুলিশ।

অন্যদিকে, কৈলাসহর জলাই এলাকায় দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছে দুজন।বর্তমানে তারা জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে রয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, জলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের জিআরএস গৌরমনি মাহিষ্য দাসের বাইকে করে স্ত্রী পূর্ণিমা শীলকে নিয়ে নিজ বাড়ির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। পূর্ণিমা শীল গৌরনগর আবহমান সিএলএফের একজন সদস্যা। তাঁর প্রশিক্ষণ ছিল ওই এলাকায়। উনার স্বামী তাঁর প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার পর বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তখনই ঘটে এই দুর্ঘটনা। কুমারঘাট এর দিক থেকে দ্রুত গতিতে একটি বাইক কৈলাশহরের উদ্দেশ্যে আসছিল। এই দুটি বাইকের মধ্যে ঘটে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উত্তর পূর্বে বিনিয়োগের প্রসারে মুখ্যমন্ত্রী ডা. সাহাকে কনভেনার করল ডোনার মন্ত্রক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মার্চ।। উন্নয়নের দিশায় আরো একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে বিনিয়োগের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক (মিনিস্ট্রি অফ ডেভেলপমেন্ট অফ নর্থ ইস্ট রিজিয়ন) একটি উচ্চ পর্যায়ের টাস্ক ফোর্স গঠন করেছে, যেখানে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহাকে কনভেনর (আহ্বায়ক) হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

গত ২১ ডিসেম্বর, ২০২৪ ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় নর্থ ইস্টার্ন কাউন্সিলের ৭২তম প্লেনারি অধিবেশন আয়োজিত হয়। আর এই গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনে উত্তর পূর্ব রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীদের নিয়ে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে বিনিয়োগের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করতে একটি উচ্চ-স্তরের টাস্ক ফোর্স গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

সেই মোতাবেক ডোনার মন্ত্রক থেকে একটি উচ্চ-স্তরের টাস্কফোর্স গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আর এই টাস্ক ফোর্সে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহাকে কনভেনর হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। এর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় ডোনার মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ডিয়া, মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা, নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিও এবং সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাংকে টাস্ক ফোর্সের সদস্য হিসেবে রাখা হয়েছে।

টাস্ক ফোর্সের রেফারেন্সের শর্ত অনুসারে ৬ মাসের মধ্যে এনইসির কাছে রিপোর্ট জমা দেবে এই টাস্ক ফোর্স। উত্তর পূর্বাঞ্চলে ইনভেস্টমেন্ট ইকোসিস্টেম, পলিসি, ইনসেনটিভ, পরিকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিতে জোর দেওয়া হয়েছে। কৃষি, পর্যটন, লজিস্টিকস, আইটি এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির মতো অগ্রাধিকার ক্ষেত্রগুলির জন্য পছন্দসই বিনিয়োগের সম্ভাবনা হিসেবে উত্তর পূর্বের অবস্থানের দরুণ একটি কৌশলগত রোডম্যাপ তৈরির কথা বলা হয়েছে। কৃষি-প্রক্রিয়াজাতকরণ জোন, পর্যটন সার্কিট, আইটি পার্ক এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলির প্রসারের লক্ষ্যে বিনিয়োগ ক্লাস্টারগুলি তৈরি করতে গুরুত্ব দিয়েছে ডোনার মন্ত্রক। মূলত, সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রগুলি প্রসারে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জনতার হাতে আটক দুই প্রতারক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মার্চ।। দুই প্রতারককে আটক করে কৈলাসহর থানার পুলিশের হাতে তুলে দিল জনতা।

ফাইনান্সের নাম করে হাজার হাজার টাকা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে লুটে খাচ্ছিল দুই যুবক। ধর্মনগরের এক প্রতারক অপর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষকের হাতে আক্রান্ত ছাত্র হাসপাতালে চিকিৎসাধীন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মার্চ।। বিশ্বকর্মা এসবি স্কুলে শিক্ষক জয়মণি চাকমার হাতে আক্রান্ত হয়েছে এক ছাত্র। বর্তমানে আহত ছাত্র গন্ডাছড়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। ছাত্রের পিতা জানান, শিক্ষকের হাতে আগেও মারধরের শিকারও হয়েছে ওই ছাত্র এবং পূর্বে একই শিক্ষক মারধর করে এক ছাত্রের মৃত্যু ঘটিয়েছিল।

এই ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত ছাত্রের খোঁজ নেয়। ছাত্রের বাবা জানান, অভিযুক্ত শিক্ষক জয়মণি চাকমার বিরুদ্ধে মামলা করার হয়েছে।

টিএমসিতে দুই দিনের শিশুর শরীরে সফল অস্ত্রোপচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মার্চ।। মাত্র দুইদিনের শিশুর পেটের বাইরে থাকা অন্ত্রকে স্বাভাবিক করে তুললেন ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শিশু শল্য বিশেষজ্ঞ ডাঃ অনিরুদ্ধ বসাক।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গোমতী জেলার চিওপারা এলাকার বাসিন্দা মা রিমা চাকমা ও বাবা অভিজিত চাকমা ২৯ জানুয়ারি গন্ডাছড়া হাসপাতালে এক শিশু পুত্রকে জন্ম দেন। কিন্তু শিশুটির জন্ম নেওয়ার পর পেটের বাইরে সব তন্ত্র বাইরে ছিল। কারন, জন্মগতভাবে শিশুটির মাস-পেসিতে ত্রুটি ছিল। মেডিকেল ভাষায় এটিকে বলে - ‘গেস্ট্রোক্রাইশিস” এটা খুবই বিরল রোগ। শিশুটি জন্ম হওয়ার পরই গন্ডাছড়া হাসপাতাল থেকে কুলাই হাসপাতালে স্থানান্তর করেন চিকিৎসক। সেখান থেকে শিশুটিকে টি. এম. সি হাসপাতালের শিশু শল্য শিকিৎষক ডাঃ অনিরুদ্ধ বসাকের কাছে স্থানান্তর করা হয়েছে। ওই দিন রাতেই শিশুকে ভর্তি করানো হয়েছিল। ডা. বসাক জানান, ওই শিশুটির অবস্থা খুবউ জটিল এবং তৎক্ষনাৎ অস্ত্রোপচার না করলে বাঁচানো সম্ভব নয়। গত ১ ফেব্রুয়ারী শিশুটিকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন ডা. বসাক। প্রায় ২ ঘন্টা চলে অস্ত্রোপচার এবং এ বিরল রোগী থেকে স্বাভাবিক করে তুললেন ডাঃ বসাক। প্রায় ১মাস ধরে বাচ্চাটিকে ভর্তি রেমে চিকিৎসা করেন অনিরুদ্ধ বসাক। অবশেষে, একমাস মাস পর বাচ্চাটি এখন সুস্থ আছে। বর্তমানে শিশুটি স্বাভাবিক ভাবেই প্রস্রাব ও পায়খানা করে। বাচ্চাটিকে এক-দুদিনের মধ্যেই ছুটি দেওয়া হবে বলে জানান ডাঃ অনিরুদ্ধ বসাক।

সারমেয় হত্যায় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মার্চ।। সারমেয় হত্যায় অভিযুক্ত বাদর জমাতিয়াকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। ওই অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন ডাঃ রনবীর রায়, পসম এবং কে নাইন সংস্থার প্রতিনিধিরা। তারা পৃথক পৃথকভাবে পুলিশ এবং প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

প্রসঙ্গত, গত ১১ মার্চ তেলিয়ামুড়া থানাধীন গর্জনতলি হদ্রাই পাড়া, তেলিয়ামুড়াতে একটি নিরীহ কুকুরকে চরম নিষ্ঠুরতার একটি কাজ সংঘটিত করে। বিশ্বপখা জামাতিয়া ওরফে বাদরহরি কুকুরটি মারা যাওয়া পর্যন্ত (অত্যাচার করে) কয়েকবার পিটিয়ে একটি কুকুরকে নির্মমভাবে হত্যা করতে দেখা গেছে। এই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল ভিডিওর মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করা হয়েছিল যা ১১ মার্চ আপলোড করা হয়েছিল। তারই পরিচিত ব্যাক্তি বুচুক জামটিয়া একই স্থানের তেলিয়ামুড়ার বাসিন্দা। এরপরই বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা এই ঘটনার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে দেখা যায়। তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ অভিযুক্ত কে আটক করার জন্য চেষ্টা শুরু করে। পাশাপাশি তিপ্রামথা দলের সুপ্রিমো প্রদ্যুত কিশোর ও সামাজিক মাধ্যমে সোচ্চার হন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে

মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বিশ্বমানের হোটেল নির্মাণে মউ স্বাক্ষর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মার্চ।। ত্রিপুরার উন্নয়নের পালকে আরো একটি ঐতিহাসিক দিন। এর পাশাপাশি ত্রিপুরায় পর্যটন ক্ষেত্রকে উন্নয়নের লক্ষ্যে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আগরতলার পুরাতন রাজভবনের জায়গায় রাজ ঘরানার আদলে গড়ে উঠতে চলেছে একটি বিশ্বমানের অত্যাধুনিক হোটেল। শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহার উপস্থিতিতে হোটেল নির্মাণের জন্য মৌ স্বাক্ষর সম্পাদিত হয়েছে।

এদিন ত্রিপুরা সরকার এবং ইন্ডিয়ান হোটেলস কোম্পানি লিমিটেড (আইএইচসিএল) এর মধ্যে তাজ পুষ্পবন্ত প্যালেস হোটেলের উন্নয়নের জন্য এমওইউ (মৌ) স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেছেন রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে শিল্প ও বানিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে এবং হোটেল কোম্পানির পক্ষ থেকে জেনারেল ম্যানেজার জয়ন্ত দাস।

সংবাদ মাধ্যমকে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা জানিয়েছেন, এই হোটেলের জন্য মৌ স্বাক্ষর রাজ্যের ইতিহাসে একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে। অনেকদিন ধরে এই বিষয়টি নিয়ে কথা হচ্ছিল। চূড়ান্ত করার জন্য কিছুটা সময় লেগেছে। শেষপর্যন্ত আজ টাটা গ্রুপের সঙ্গে ফাইভ স্টার হোটেলের জন্য মৌ স্বাক্ষরিত হয়েছে। সারা ভারতবর্ষে তাদের প্রায় ৬টি রাজকীয় হোটেল রয়েছে। আর ত্রিপুরায় প্রথম বারের মতো এধরণের বিশ্বমানের হোটেল হতে যাচ্ছে। এর নাম হবে তাজ পুষ্পবন্ত প্যালেস। প্রস্তাবিত এই হোটেলে চারটি এক্সক্লুসিভ রুম থাকবে। যেখানে রাজন্য আমলের ছোঁয়া থাকবে। এছাড়া আরো অন্তত ১০০টি রুম থাকবে। টাটা গ্রুপের চেইন মারফতে চার্টার ফ্লাইটে করে মানুষ এই হোটেলে থাকতে আসবেন। যা ত্রিপুরার মহারাজদের সম্পর্কে বিশ্বের মানুষকে অবগত করতে বিশেষ ভূমিকা নেবে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংস্কারের অভাবে বন্ধ পানীয় জলের ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, অসন্তোষ এলাকাবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মার্চ।। সংস্কারে অভাবে দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে জলের ওয়াটার ট্রিট প্লেন্ট। এবিষয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কুমারঘাট মহকুমার অর্থাৎ পেঁচারথল ব্লকের আওতাধীন মাছমারা ভুবনপুরের এলাকাবাসী তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

ঘটনার বিবরনে জানা গিয়েছে, মাছমারা ভুবনপুর এলাকার মানুষ পানীয় জলের অভাবে ভুগছেন।

ওই এলাকায় জাতী উপজাতির মিলে হাজার হাজার মানুষের বসবাস রয়েছে।

তাছাড়া, ওই এলাকাটি ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা এবং কৃষির উপর নির্ভরশীল। তাই জলের দাবিতে বেশ কয়েকবার রাস্তা অবরোধ করেছিলেন এলাকাবাসী। তারপর কিছু ঠিকাদার সপ্তাহে দু-তিন বার করে পানীয় জল গাড়িতে করে নিয়ে মানুষকে পৌঁছে দেওয়ার নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছিলন।

আরও জানা গিয়েছে, সরকার থেকে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে দেও নদী লাগুয়া ভুবনপুর এলাকায় একটি জলের ওয়াটার ট্রিটপ্রেন্ট বসানোর কাজ হয়েছিল। কিন্তু, কয়েক বছর কাজ করে অর্ধ সমাপ্ত অবস্থায় ফেলে পালিয়ে যান ঠিকেদার। তারপর এলাকায় পানীয় জলের সুব্যবস্থার জন্য বহু মানুষ পানীয় জলের সংকটে ভুগছেন।

এলাকাবাসীদের অভিযোগ, স্থানীয় জন প্রতিনিধিদের কোন উদ্যোগ নেই। তাদেরকে এবিষয়ে জানানো হলে কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। ফলে, এলাকাবাসী পানীয় জলের অভাবে দিন কাটাছেন।

জাগরণ আগরতলা,১৬ মার্চ, ২০২৫ইং
২চৈত্র, রবিবার ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

আসা-যাওয়ার স্রোতে ভাসা

একসময় রাজনীতি ছিল রাজার নীতি। এখন রাজনীতি মানেই অন্য কথা বহন করে। রাজনীতিবিদ মানে স্বার্থ উদ্ধারের নীতি। ভোটের আগে ভোটাররা ভোট প্রার্থীদের কাছে গণদেবতা। গণদেবতাদের ভোটে নির্বাচিত হইয়া গেলেই জনপ্রতিনিধিরা নিজেদের ভগবান তুল্য বলিয়া মনে করেন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এর চাইতে দুর্ভাগ্যের আর কি বা হইতে পারে ? জনগণ বহু আশা বুকে নিয়া জনপ্রতিনিধিদের নির্বাচন করিয়া থাকেন। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা মানুষের দুঃখ দুর্দশা দূর করিবার জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন বলিয়াই অসাধারণ মানুষ মনে করেন। কিন্তু বাস্তব চিত্র ভিন্নতর।

রাজনীতিতে কেউই বন্ধু নয়, আবার কেউই শত্রু নয়। স্বার্থসিদ্ধির জন্য রাজনীতিতে দল পরিবর্তন এখন নিত্যদিনের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। তাতে জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইতেছেন সাধারণ গণদেবতারা।

সংসারে সবই অনিত্য। আধ্যাত্মিক জগতের সে সব কথা যেন রাজনীতিতেও সত্য। কোনও দলে কেউ যেন চিরস্থায়ী নন। আজ যিনি বামে, কাল তিনি ডাইনে। দীর্ঘদিন সবুজ রং গায়ে মাখিয়া রাখিবার পর কারও কারও অতি ভক্তি গেরুয়ায়। লালের প্রতি বিশ্বাস জলাঞ্জলি দিয়া কপালে গেরুয়া তিলক পরিধান করিবার নজিরও কম নয়। ভক্তিভাব আমাদের জিনগত।কিছুমাত্র উপকার পাইলে কোনও কোনও মানুষের ওপর দেবত্ব আরোপ করা আমাদের স্বভাব। অথচ দোষে-গুণে মানুষ। শুধুই গুণের অধিকারী মানুষ হইবেন কী করিয়া? হয় ভগবান

হইবেন, নয়তো শয়তান। রাজনীতিতে যখন মতাদর্শের প্রতি দায়বদ্ধ, জনগণের সেবায় অনুগত মানুষের খুব অভাব, তখন স্বচ্ছ ভাবমূর্তির ব্যক্তিত্বদের স্বাগত জানানোই উচিত।

নকশাল আন্দোলনে ছিলেন এক ঝাঁক বুদ্ধিদীপ্ত, নির্লোভি, স্বপ্নের ফেরিওয়ালা তরুণ-তরুণী। আন্দোলনটা ধাক্কা খাওয়ার পর হয় তাঁহাদের কেরিয়ারের মোহ চাপিয়া ধরিয়াছে, না হয় তাঁহারা লুম্পেনদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটাইয়াছেন। 'যাঁহারা ছিল একদিন প্রেরণার সাথী, তাঁহাদের অনেকে আজ একান্তে নীড় গড়িয়া, মদ-মাংস ছড়াছড়ি ফ্লুরোসেন্ট বাতি' অথবা 'একদিন যাহারা ছিল বুকের নিবিড় কাছে তাদের অনেকে আজ ঘোরে নিয়ে ছুরি।'

পাণ্ডিত্যে, বৌদ্ধিক ভাবনায় শাণিত নেতা-কর্মীদের বদলে রাজনৈতিক জগৎজুড়িয়া ভূমণ্ডল এখন আয়ারাম-গয়ারামদের খেলা। এ যেন বিখ্যাত শ্যামাসংগীত, 'ভেবে দেখ মন কেউ কারও নয়, মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে।

সোমবার মনোহর আইচের জন্মদিন

কলকাতা, ১৫ মার্চ(হি.স.) : মনোহর আইচ ছিলেন একজন ভারতীয় বডিবিল্ডার। তিনি ১৯১২ সালের ১৭ মার্চ অবিভক্ত বঙ্গের কুমিল্লা জেলার ধামতি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

১৯৫০ সালে তিনি মিস্টার হারকিউলিস খেতাব জেতেন। ১৯৫১ সালে আয়োজিত মিস্টার ইউনিভার্স প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৯৫২ সালে এই একই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে মিস্টার ইউনিভার্স খেতাব জেতেন। ১৯৫৫ ও ১৯৬০ এর মিস্টার ইউনিভার্স প্রতিযোগিতায় যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। বডি বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে এশিয়ান গেমসে ৩ বার স্বর্ণ পদক রয়েছে তাঁর দখলে। মাত্র ৪ ফুট ১১ ইঞ্চি (১.৫০ মিটার) উচ্চতা হওয়ার কারণে তাঁকে "পকেট হারকিউলিস" ও "ভারতীয় শরীরচর্চার জনক" নামে অভিহিত করা হতো। বিশ্বশ্রী মনোহর আইচের সোমবার ১১৩ তম জন্মদিন। ২০১৬ সালের ৫ জুন কলকাতায় ১০৪ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সৌদি প্রো লিগ: টানা ৩ ম্যাচে গোলের দেখা পেলেন রোনাল্ডো , জয় আল নাসরের

রিয়াদ, ১৫ মার্চ(হি.স.) : শুক্রবার ১০ জনের দল নিয়েও জয় পেল আল নাসর। ৩-১ ব্যবধানে তারা হারিয়েছে আল খোলুদকে। এদিনও গোল করে টানা ৩ ম্যাচে গোলের দেখা পেলেন রোনাল্ডো। এবারের আসরে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ গোলস্কোরার এই পর্তুগিজ তারকা। ২৪ ম্যাচে তিনি করেছেন ১৯ গোল। আর তিনি দেখা পেলেন কেরিয়ারের ৯২৮-তম গোলের।

ম্যাচের চতুর্থ মিনিটেই কেরিয়ারের ৯২৮-তম গোল করে দলকে এগিয়ে দেন তিনি। ২৬ মিনিটে আল নাসরের হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করেন সেনেগালিজ ফরোয়ার্ড মানে। বিরতির আগে ৪১ মিনিটে ব্যবধান ৩-০ করেন ডুরান। বিরতির পর ১০ জনের দল হয় আল নাসর। ৫৬ মিনিটে প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়কে ফাউল করে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন নাওয়াফ বউশাল। সুযোগ কাজে লাগিয়ে ৭২ মিনিটে একটি গোল শোধ করে খোলুদ। গোলটি করেন জ্যকসন। শেষ পর্যন্ত ৩-১ ব্যবধানেই শেষ হয় ম্যাচ। ২৫ ম্যাচে ৫১ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের তিনে আছে আল নাসর। শীর্ষে থাকা আল-ইত্তিহাদের সঙ্গে সমান ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ব্যবধান ১০। অন্যদিকে ২৫ ম্যাচে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে ১০-এ খোলুদ।

আইপ্যাকের নাম করলে হেল্পলাইনে যাচাইয়ের বার্তা অভিষেকের

কলকাতা, ১৫ মার্চ (হি.স.): শনিবার দলের সর্বস্তরের জনপ্রতিনিধি এবং নেতাদের নিয়ে ভার্চুয়াল বৈঠক ডেকেছিলেন তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকেই তিনি জানিয়ে দেন, তাঁর অফিসের ও আইপ্যাকের নাম করে পদ পাইয়ে দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে বলে এমন অনেক অভিযোগ এসেছে। তিনি বলেন, নম্বর দিচ্ছি, যদি কেউ বলে আইপ্যাক থেকে এসেছি, এই নম্বরে (৮১৪২৬৮১৪২৬) ভেরিফাই করবেন।

ট্রমা সেন্টারে রোগীর মৃত্যু ঘিরে হট্টগোল, নিরাপত্তার দাবিতে চিকিৎসকদের কর্মবিরতি

ফিরোজাবাদ, ১৫ মার্চ (হি.স.) : উত্তর প্রদেশের ফিরোজাবাদের সরকারি ট্রমা সেন্টারে শুক্রবার রাতে এক রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রোগীর পরিজনেরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। চিকিৎসক ও কর্মীদের অবহেলার অভিযোগ তুলে তাঁরা হাসপাতালের ভেতরে ভাঙচুর চালায়। এরই প্রতিবাদে শনিবার চিকিৎসক ও কর্মীরা নিরাপত্তার দাবিতে কর্মবিরতিতে যান।

জানা গেছে, ফিরোজাবাদের অন্তর্গত লাইনপার এলাকার বাসিন্দা দীনেশ কুমার (৩৫) অসুস্থ হয়ে পড়লে শুক্রবার রাতে তাঁকে ফিরোজাবাদ ট্রমা সেন্টারে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকদের দাবি, চিকিৎসার পর পরিবারের সদস্যরা তাঁকে বাড়ি নিয়ে যান। কিছুক্ষণ পরে ফের দীনেশের অবস্থার অবনতি হলে তাঁরা আবার হাসপাতালে নিয়ে আসেন। তখন চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ভারতের পুরাণ-মহাকাব্য নিয়ে 'প্রগতিশীল'দের এতো আপত্তি কেন ?

বরুণ দাস

আমাদের দেশের তথাকথিত বিশিষ্টজনেরা যাঁরা নিজেদেরকে 'প্রগতিশীল' হিসেবে জাহির করতে বিশেষভাবে আগ্রহী, তাঁরা সনাতন ধর্মের ব্যাখ্যা করেন নিজেদের সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে। ধর্মের বাহ্যিক বিষয়টাই তাঁদের কাছে বরাবর প্রাধান্য পায়। অন্তর্গত এ দিকটি বরাবরই উপেক্ষিত থেকে যায়। ফলে কথায় কথায় এঁরা ধর্মকে কাঠগড়ায় তুলতে কালবিলম্ব করেন না। ভারত সেবাশ্রম সংঘ কিম্বা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মতো সেবাব্রতী ন প্রতিষ্ঠানকে সমালোচনা করতেও দ্বিধাবোধ করেন না। এ এক বিড়ম্বনা বটে। কেন করেন না?

যেহেতু ওই প্রতিষ্ঠানগুলো সেবাকার্য্যের প্রসঙ্গে ধর্মীয় আচার-আচরণও পালন করে থাকেন। ভারত সেবাশ্রম সংঘ যেমন তাঁদের ন প্রতিষ্ঠাতা যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দজির আরাধনা করেন কিম্বা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন যেমন তাঁদের উপাস্য দেবতা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও শ্রীমা সারদা সহ স্বামী বিবেকানন্দের আরাধনা করেন। এসব অবশ্য পছন্দ নয় ওই তথাকথিত বিশিষ্টজনদের যাঁরা ন নিজেদেরকে "প্রগতিশীল" হিসেবে জাহির। করতে বিশেষভাবে আগ্রহী। মুশকিলটা আসলে এখানেই। মহামানবদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনও সমালোচনার মধ্যে রাখেন!

রাজনৈতিক মতবাদ নির্বিশেষে আজকের ভোটমুখি রাজনৈতিক দলগুলো ওই তথাকথিত আগমার্কা "বিশিষ্টজন"দের তোল্লা দিতেই তৎপর। কেন? এপ্রশ্নের উত্তর পাওয়া আজকে বোধহয় খুব একটা অসুবিধে নয়। কারণ বিশিষ্টজনদের অনেকেই সরকারের এ "কাছাকাছি" বা "ঘনিষ্ঠ" থাকতে পছন্দ করেন। এঁদের কেউ কেউ আবার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেও আগ্রহ বোধ করেন। জয়ী হয়ে মন্ত্রীও ন হন সরকারের অতি-কাছের কেউ। এঁরা সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থে নিজেদের বিবেক বন্ধক দিতেও পিছপা হন না। এঁরা সত্যিই বিশিষ্টজনই বটে। এমন ঘটনাও বিরল নয় যে, বিশিষ্টজনদের কেউ কেউ আবার রাজ্যসভার সদস্য হয়ে দিব্যি বিলাসে-ব্যসনে কাটান। কেউ কেউ সরকার পোষিত বা নিয়ন্ত্রিত ভাষা-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য ইত্যাদি নানা প্রতিষ্ঠানের মাথায় বসে কর্তৃত্ব সহ নানাবিধ সুযোগ-সুবিধে ভোগ করেন। যে রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে এসব প্রাপ্তিযোগ ঘটছে, তাঁদের স্বরের সঙ্গে নিজেদের স্বর মেলানো ছাড়া উপায় কী। বেসুরো হলেই তো এ পদ-ক্ষমতা-কর্তৃত্ব সব হারাতে হবে। চিটেগুড়ে নিজেদেরকে জড়ালে তা ছেকে বেরিয়ে আমা কী সহজ? আর এভাবেই সমাজের বিশিষ্টজনদের "প্রগতিশীল"তা হারিয়ে যায়। নিজেদের সম্প্রদায় ও ধর্মকে যতোবেশি গালাগাল দিতে পারবে ততোবেশি এঁদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল ও দলের কাছে গ্রহণীয় হয়ে উঠবে। এঁরা নিজেদেরকে "ধর্মনিরপেক্ষ" বলে দাবি করেন বটে, কিন্তু বাস্তবে তা কিন্তু নয়। শুধু নিজেদের ধর্ম সম্বন্ধেই সমালোচনা কিম্বা গালাগাল দিতে সাহস পান। কিন্তু অন্যধর্মের মানবতাবিরোধি কাজকর্মকে মেনে নিতে কোনওরকম কুণ্ঠাবোধ করেন না। "ধর্মনিরপেক্ষ" মানে তো সব ধর্মের মানবতাবিরোধি কাজকেই সমালোচনা করা।

এমন দ্বিচারিজীবরাই এখন "বিশিষ্টজন" এবং "প্রগতিশীল" বলে গণ্য হন। নিজেদেরকে "সমাজের বিবেক" বলে মনে করেন। যদিও দেশের মানুষ এঁদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে চান। কারণ গত ১০-১২ বছরে এঁদের ভূমিকা মোটেই উজ্জ্বল নয়। টিভি চ্যানেলের সান্ধ্য আসরে এককালে যাঁরা চৌত্রিশ বছরের বাম শাসনের সপক্ষে গলা চড়িয়েছেন, তাঁরাই আবার এখন পরিবর্তনের সরকার-এর সপক্ষে গলা চড়াতে ব্যস্ত। আগের সরকারের কাছ থেকেও সুবিধে পেয়েছেন, এখনকার সরকারের কাছে থেকেও সুবিধে নিচ্ছেন। এঁদের "বিশিষ্টতা" এবং "বুদ্ধির দৌড়" নিয়েই প্রশ্ন উঠে গেছে। এঁরা যতোই চিল-চিৎকার করুন না কেন, মানুষ এঁদের ওপর আর আস্থা-ভরসা রাখতে পারছেন না। এঁদের মুখোশ খুলে পড়েছে। চরিত্রের উন্মোচন হয়েছে। কিন্তু নির্লজ্জ হলে যা হয়। সেজে-গুজে টিভি চ্যানেলের আসরে বিতর্কে অংশ নেওয়া থেকে শুরু করে বাইট দিতে আজও এঁরা উন্মুখ। লালায়িতও বটে। এঁরা "যাত্রাদলের সঙ" ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষ প্রত্যাখ্যান করলেও এঁদের কোনও রকম লজ্জাবোধ হয় না। এঁদের বিবেক বোধহয় পাষাণ হয়ে গেছে। এঁদের অনেকে যেমন ধর্মীয় বিষয়ে সব জেনে-বুঝেও মিথ্যে ব্যাখ্যা (অপব্যাখ্যা) দেন। তেমনি অনেকে আবার না জেনেই মনগড়া সব ব্যাখ্যা দেন। স্রোতের বাইরে গা ভাসালে কিম্বা কথা বললেই যেন নিজেদের প্রগাঢ় পণ্ডিতি প্রমাণ করা যায়। ভারতীয় প্রাচীন পুরাণ-মহাকাব্য নিয়ে এঁরা মানুষের সামনে যতসব উদ্ভট কথা বলেন। একেবারে তরল ও বিকৃত মন্তব্য ছুঁড়ে দেন যার কোনও ভিত্তি নেই। "দ্যাখ ক্যামন দিলাম" গোছের একটা ছবি ফুটে ওঠে এঁদের শ্রীমুখে। অনেকে অনেক সময় বিভ্রান্তও হন এঁদের (অপ) ব্যাখ্যায়। যে গভীর অধায়ন অনুশীলন ও মেধার প্রয়োজন। পুরাণ-মহাকাব্যের অন্তর্গত বিষয়বস্তুকে বোঝা এবং ব্যাথার জন্য, সেই প্রয়োজনীয় অধ্যয়ন, অনুশীলন ও মেধা কোথায় ওই ব্যাখ্যাকারদের? অথচ দেশের প্রাচীন পুরাণ-মহাকাব্য নিয়ে কিছু বলতে গেলেই এঁরা তাঁদের "গোড়া" "রক্ষণশীল" "মৌলবাদী" বলে দেগে দিতে কোনও কুণ্ঠাবোধ করেন না। নিজেদের বোধের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে এঁরা একেবারেই উদাসীন। অথচ অন্যদের বোধ বৃদ্ধি নিয়ে সমালোচনায় অতিশয় অভ্যস্থ। একটি রাজনৈতিক দল বিষয়টাকে আরও জটিল করে তুলেছে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্য বিভাগের প্রাক্তনী জয়দীপ এ প্রসঙ্গে বলেন, ... অন্ততঃ ত্রিশ হাজার বছরের প্রাচীন ভারতবর্ষ মানুষের ইতিহাস বলতো প্রতীকের ভাষায়। খুব বেশি হলে তিন হাজার বছরের পাশচাত্য সভ্যতা কিন্তু ইতিহাস বলে আক্ষরিক অর্থে। ওরা ঘটনা খোঁজে, আমরা খুঁজি সত্য...। আমাদের অনেকেরই মনে প্রশ্ন, রামায়ণ-মহাভারতের ঘটনা কী বাস্তব? চরিত্রগুলি কি আদৌ ছিলেন? এ নিয়ে বিশ্বর পাড়াশুনো করা জয়দীপ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, এই ধরনের প্রশ্ন ভারতীয় মানসে অবান্তর।

কেন অবান্তর? জয়দীপের কথায়, 'রামায়ণ মহাভারত এক মৌলিক সত্যের প্রতীকি দর্পণ। দু'টি স্তরে এই সত্য অন্বেষণ করতে হয়। কী সেই দু'টি স্তর? জয়দীপের সহজ সংযোজন, "সমসাময়িক এবং চিরকালীন। রামায়ণ-মহাভারতের মধ্যে পাই একটি যুগের চিত্র, তখনকার রাজনীতি, ধর্ম, সমাজ ও সম্পর্কের চালচিত্র, সেই অর্থে সমসাময়িক। এ ছাড়াও চিরন্তন যে মানবিক যাত্রা, নানা দ্বন্দ্ব, বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে মানুষের যে উত্তরণ, সে অর্থে এই মহাকাব্য চিরন্তন। এখানে সাহিত্যকে অনুসরণ করে জীবন।" রামায়ণ নিয়ে আলোচনা; অথচ শ্রীরামচন্দ্র আসবেন না সে আলোচনায় তা কী কখনও হয়? কী অর্থে বিষ্ণুপুরাণে দশ অবতারের "সপ্তম অবতার" বলা হয় তাঁকে? দশাবতার তত্ত্ব প্রথমে জৈবিক, পরে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক এবং শেষে আধ্যাত্মিক বিবর্তনের মানচিত্র। সেই অর্থে অবতার কোনও বিশেষ ব্যক্তি নন; এক মাইলস্টোন বা যুগচিহ্ন। মানুষ বহুকাল পর্যন্ত ভ্রাম্যমান জীবন যাপন করেছে, বনে-বাদাড়ে ফলমূল কুড়িয়েছে ও পশুপাখি শিকার করে খেয়েছে। তারপর ধীরে ধীরে সংগঠিতভাবে চাষ করতে শিখেছে। এরপর ক্রমপর্যায়ে সে নদীর ধারে বসতি স্থাপন করে অনেকটা স্থিত হয়েছে, চাষের জন্য জমি অধিকার করেছে, ধীরে ধীরে বিবাহ রীতিও শুরু করেছে এবং পরিবার বংশ সমাজ তৈরি হয়েছে। আর এভাবেই কালে কালে গড়ে উঠেছে গ্রাম শহর। এসব তো আর কোনও গাল-গল্প নয়। বিবর্তনের ইতিহাসই জানায় আমাদেরকে। কুঠার কাঁধে পরশুরাম এই "পরিবর্তন"-এর প্রতীক। ষষ্ঠ অবতার। মানুষ তখন বনজঙ্গল কেটে জমিকে কৃষির উপযোগী করে তুলেছে। বসবাসের ভূমি তৈরি করছে। তাই পরশুরামের হাতে কুঠার। শ্রীরামচন্দ্র ও সীতা কৃষি বিস্তারের প্রতীক। অন্যদিকে ভূস্বামী হলেন রাজা জনক। তাঁর বীর্য পড়ল জমিতে এবং লাঙলের মধ্যে থেকে সীতার জন্ম হলো। অর্থাৎ কৃষিযুগের সূচনা। কৃষি থেকে আসে কৃষ্টি, সংস্কৃতি, জীবনচর্য্যা, ধর্মচর্চা, রাজনীতি, সমাজ ও অর্থনীতি। আর হরধনু তোলার কথা? তুলতে গায়ের জোর লাগেনি। উত্তর-দক্ষিণ মেরু বরাবর এমন ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করা হয়েছিল যে সরাসরি ধনুক তোলা অসম্ভব। শ্রীরামচন্দ্র শোওয়ানো অবস্থাতেই সে ধনুক শুধু একটু সরিয়ে নিলেন চুম্বকীয় প্রভার কেটে গেল। শ্রীরামচন্দ্র তখন অনায়াসেই হরধনু তুলে ফেললেন। এখানে কোনও অলৌকিক ঘটনাই ঘটেনি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শ্রীরামচন্দ্র ও সীতা উভয়েই সে যুগের অগ্রসর চরিত্র যাঁরা বিভিন্ন জায়গায় কৃষিকে আরও উন্নত করে তুললেন। প্রায় মরুভূমি হয়ে থাকা পশ্চিম ভারত রাম-সীতার পদস্পর্শে সবুজ হয়ে ওঠে-আর এভাবেই অহল্যার পাষাণমুক্তি ঘটে। হনুমানের কথায় জানা যায়- রাবণের সাম্রাজ্য লঙ্কা ছিল সোনার লঙ্কা। সোনা দিয়ে তো আর একটা গোটা রাজ্যকে মুড়ে ফেলা যায় না। আসলে নগর সভ্যতার পত্তন করেছিলেন রাবণ। আজকের আধুনিক পরিভাষায় যাকে বলা যায়- Industrial Nation, কিন্তু কৃষিতে ছিল পিছিয়ে। তাই সীতাকে অপহরণ করা হয়েছিল, যাতে জোর করে তাঁর কাছ থেকে কৃষিবিদ্যা আদায় করা যায়। লঙ্কা সাম্রাজ্যকে শিল্পের সঙ্গে কৃষিতেও উন্নত করা যায়। তাই তাঁকে বন্দি করে রাখা হয়েছিল অশোক বনে- প্রাসাদের কোনও বিলাস কক্ষে নয়। আদিকবি যে গল্প শুনিয়েছেন, সে এক বিশেষ কালের রূপক ছাড়া আর কিছু নয়। ঐতিহাসিক ক্রম দেখাননি: কিন্তু ইতিহাসের সত্য জানিয়েছেন। ব্যক্তি যেখানে ব্যষ্টির প্রতিনিধি।

আর এমনভাবে সেই কাহিনি বলা হয়েছে যে অতীত বুঝতে গেলে কাউকে সাল-তারিখ ঘটনার ডেটাবেস তৈরি করে ইতিহাসের গবেষক হতে হবে না। গ্রামের অশিক্ষিত এবং অল্পশিক্ষিত মানুষটিও নিজের ইতিহাস সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার সুযোগ পাবেন। সভ্যতার উত্তরণ তো থেমে থাকে না। "চরৈবেতি" নিয়মে তারপরেও তো মানুষ এগিয়েছে। এই চলা এখনও থামেনি। সব দেশের মহাকাব্যের মধ্যেই পরতে পরতে রূপকের আঙ্গিকে আটকানো থাকে অনেক কথা ও কাহিনি। তাকে গাল-গল্প বলে বিদ্রূপ না করে পুনরুদ্ধার প্রয়োজন। প্রাচীন ভারতবর্ষের আয়ুর্বেদ ও যোগবিদ্যা নিয়ে বিদেশিরা চর্চা ও চর্য্যায় মেতে উঠল আর আমরা "সবকিছু ব্যাদে আছে" বলে পুরনো সবকিছুকে অন্তহীন অবজ্ঞা করতে শিখলাম। বেদ-পুরাণ-মহাকাব্যের সময়ানুগ পাঠোদ্ধার না করে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম আস্তাকুঁড়ে। সময়ের নিরিখে তাকে সঠিক মূল্যায়ন করতে পারলাম না। এটা আমাদের ব্যর্থতা। ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে" কবির এই আশা নেহাৎ অলীক ছিল না। এদেশের আনাচে-কানাচে অনেক সম্পদই ছিল। কিন্তু ব্যবহারের অভাবে তা বিছুলেই গেল।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

প্রাচীন ভারতবর্ষের আয়ুর্বেদ ও যোগবিদ্যা নিয়ে বিদেশিরা চর্চা ও চর্যায় মেতে উঠল আর আমরা "সবকিছু ব্যাদে আছে" বলে পুরনো সবকিছুকে অন্তহীন অবজ্ঞা করতে শিখলাম! বেদ-পুরাণ-মহাকাব্যের সময়ানুগ পাঠোদ্ধার না করে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম আস্তাকুঁড়ে। সময়ের নিরিখে তাকে সঠিক মূল্যায়ন করতে পারলাম না! এটা আমাদের ব্যর্থতা। "ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে"- কবির এই আশা নেহাৎ অলীক ছিল না।

হকিংয়ের সেরা অবদান

জন প্রেস্কিল

স্টিফেন হকিংকে নিয়ে টাইম ম্যাগাজিনে লিখতে খুব ভাল লাগছে। টাইম বা সময় নিয়ে ভেবে আর লিখেই হকিং তাঁর বৈজ্ঞানিক কর্মজীবনের বড় একটা অংশ কাটিয়েছেন।

হকিং সময়কে বিচার করেছেন আইনস্টাইনের মহাকর্ষ বিষয়ক তত্ত্ব সার্বিক আপেক্ষিকতার নিরিখে। তাঁর অন্যতম বড় অবদান হলো সময়ের সূচনা থাকার প্রমাণ। আমাদের জানা পদার্থবিদ্যার সূত্রগুলো প্রারম্ভিক সময়ে গিয়ে অকেজো হয়ে পড়ে। বিগ ব্যাং বা মহাবিস্ফোরণের মুহূর্তে সুত্রগুলো অচল। কৃষ্ণগহবর সম্পর্কেও আমরা হকিং থেকে অনেক নতুন বিষয় জেনেছি। কৃষ্ণগহবরের মধ্যে মহাকর্ষ এতই শক্তিশালী যে সময় এখানে থেমে যায়। হকিং দেখান, পদার্থবিদ্যার সূত্র অতীতে ভ্রমণের অনুমতি দেয় না। তাঁর ভাষায়, 'এর ফলে পৃথিবীটা ইতিহাসবিদদের জন্যে নিরাপদ হয়েছে।' সময়কে হকিংয়ের চেয়ে ভালো কেউ বুঝতেন না।

হকিংয়ের সেরা বৈজ্ঞানিক অবদান ১৯৭৪ সালের। কৃষ্ণগহ্বর বিষয়ক সে অবদান পুরো পৃথিবীকে নাড়িয়ে দেয়। আইনস্টাইনের তত্ত্ব বলছে, কোনো কিছুই, এমনকি আলোও ব্ল্যাকহোল থেকে বের হতে পারে না। আর এ জন্যেই এটি ব্ল্যাক বা কালো। কিন্তু হকিং বুঝলেন, কৃষ্ণগহ্বর পুরোপুরি কালো নয়। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সূক্ষ্ম একটি ফলাফলের কারণে ব্ল্যাক হোল থেকে এক ধরনের বিকিরণ পাওয়া যায়। হকিংয়ের নাম থেকেই এর নাম এখন হকিং বিকিরণ। ২০০৪ সালে ডাবলিনে ৭০০ বিজ্ঞানী ও অন্তত ৭০ জন সাংবাদিকের সামনে হকিং পরাজয় স্বীকার করে নেন। ক্ষতিপূরণ হিসেবে তিনি আমাকে টোটাল বেসবল: দ্য আল্টিমেট বেসবল এনসাইক্লোপেডিয়া বইটি উপহার দেন। হকিংয়ের এই দারুণ উপলব্ধি এক বিতর্কেরও সূচনা ঘটায়। ৪৫ বছর পরেও সেই বিতর্ক এখনও চলমান। বিতর্কের বিষয়টি হলো, ব্ল্যাক হোলে পতিত তথ্যের (ইনফরমেশন) ভাগ্যে কী ঘটবে। আমি যদি আমার অত্যন্ত গোপনীয় দিনলিপিটা ব্ল্যাক হোলে ফেলে দেই, এটা কি মহাবিশ্ব থেকে চিরদিনের জন্যে হারিয়ে যাবে? নাকি এটা হকিং বিকিরণ আকারে পুনরায় আবির্ভূত হবে? প্রক্রিয়াটি জটিল হলেও সম্ভব। তবে সঠিক উত্তর এখনও আমাদের জানা নেই। কিন্তু হকিং একটা জায়গায় সফল। বর্তমানে মৌলিক পদার্থবিদ্যার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো মহাকর্ষ ও কোয়ান্টাম বলবিদ্যাকে জোড়া দেওয়া। আর হকিংয়ের গবেষণার মাধ্যমেই কাজটির ভিত্তি রচিত হয়েছে। শুধু বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক অবদান দিয়েই হকিং তাঁর নাম স্মরণীয় করে রাখতে পারতেন। কিন্তু বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার জন্যেও হকিং অন্যতম সেরা ও সফল অবদান রেখে গেছেন। হকিংয়ের মতে, মহাবিশ্বের একটি পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব, সেটার অনুসন্ধান, অগ্রগতি সম্পর্কে সবারই জানার সুযোগ থাকা উচিত। অন্তত নীতিগতভাবে হলেও। এই চিন্তা থেকেই তিনি লিখেছেন বিখ্যাত বই অ্যা ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম। অন্য বিজ্ঞানীরাও সাধারণ মানুষের জন্য বই লেখেন। কিন্তু সেকালে নিউইয়র্ক টাইমস বেস্টসেলার লিস্টে শুধু হকিংই দীর্ঘদিন ঠাঁই পান। এর পেছনে অবশ্য বইয়ের বুদ্ধিদীপ্ত নামও ভূমিকা রেখেছে। বইটি এক কোটির বেশি বিক্রি হয়। অনূদিত হয় কয়েক ডজন ভাষায়। এই অভাবনীয় সাফল্যের পর তিনি আরও বই লেখেন। এর মধ্যে শিশুদের জন্যে একটি ধারাবাহিকও আছে, যার সহলেখক তাঁরই মেয়ে।

পদার্থবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং তবে হকিং কেন পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত বিজ্ঞানী তা আমি এখনও বলিনি। তিনি বিজ্ঞানে মহান অবদান রেখেছেন তাঁর শারীরিক অক্ষমতা সত্ত্বেও। জীবনের প্রতি উচ্ছ্বাস তবু তাঁর ছিল। ছিল তীব্র রসবোধও। যদিও তাঁর অবস্থার কথা ভাবলে এগুলোকে অসম্ভব মনে হয়। মানুষ তাঁকে পছন্দ করত। এত ভক্ত পেয়ে তিনিও আনন্দ পেতেন। হকিংয়ের সঙ্গে সময় কাটাতে মজা লাগত আমার। তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের কথা আমার মনে আছে। তাঁকে শ্রদ্ধা দিয়ে কথা না বললে তিনি উপভোগই করতেন। কোনো বৈজ্ঞানিক আলাপের মাঝখানে আমি হয়ত তাঁকে বলতাম, 'জনাব সবজান্তা সাহেব, আপনি কীভাবে এত নিশ্চিত হলেন?' একটা নিশ্বাস নিয়ে হকিং জ্বলজ্বলে চোখে বলতেন, 'বাজি ধরবে?' হকিংয়ের মতে, মহাবিশ্বের একটি পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব, সেটার অনুসন্ধান, অগ্রগতি সম্পর্কে সবারই জানার সুযোগ থাকা উচিত। অন্তত নীতিগতভাবে হলেও। এই চিন্তা থেকেই তিনি লিখেছেন বিখ্যাত বই অ্যা ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম। বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার জন্যেও হকিং অন্যতম সেরা ও সফল অবদান রেখে গেছেনঅলংকরণ: আরাফাত করিম আমাদের আরেক বন্ধু কিপ থর্ন। থর্নকে সঙ্গে নিয়ে করা এমন কিছু বাজিকে আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে পালন করেছি। এগুলোর প্রতি আকর্ষণ আমাদেরকে অবাক করেছে। আমাদের সবচেয়ে বিখ্যাত বাজিতে হকিং হার মেনে নিয়েছেন। এটির বিষয় ছিল ব্ল্যাক হোল তথ্য গায়েব করে ফেলে কি না। ২০০৪ সালে ডাবলিনে ৭০০ বিজ্ঞানী ও অন্তত ৭০ জন সাংবাদিকের সামনে হকিং পরাজয় স্বীকার করে নেন। ক্ষতিপূরণ হিসেবে তিনি আমাকে টোটাল বেসবল: দ্য আল্টিমেট বেসবল এনসাইক্লোপেডিয়া বইটি উপহার দেন। আয়ারল্যান্ডে এটা কেনার ব্যবস্থা নেই। তাই হকিং তাঁর সহাকারিকে বলে রাতারাতি বইটি আনিয়ে নেন। কী করব বুঝতে না পেরে আমি বইটি মাথার ওপর তুলে ধরি। ভাবখানা ছিল এমন, এইমাত্র আমি উইম্বলডনের ফাইনাল জিতলাম। ওদিকে লক্ষ লক্ষ ক্যামেরার ফ্ল্যাশ জ্বলছিল (অন্তত তেমনটাই মনে হচ্ছিল) এমন একটি ছবিই টাইমে আসে। আমরা অনেক বাজি ধরেছিলাম। এগুলোর বিষয় নিয়ে বহু পদার্থবিদ আন্তরিকভাবে ভাবছেন। হকিংও এগুলোতে রেখে গেছেন সুদূরপ্রসারী অবদান। চিন্তার অসাধারণ গভীরতা ও অদম্য রসবোধ। হকিং সম্পর্কে এটাই আমরা সবচেয়ে বেশি মনে থাকবে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শনিবার আগরতলায় আসাম রাইফেলের উদ্যোগে এক বাইসাইকেল র‍্যালির আয়োজন করা হয়।

উত্তর-পূর্ব ভারত কেশর চাষের পরবর্তী কেন্দ্র হয়ে উঠবে : ডা. জিতেন্দ্র সিং

নতুন দিল্লি ১৩ মার্চ : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ভূ-বিজ্ঞান পারমাণবিক শক্তি বিভাগ, মহাকাশ বিভাগ, কর্মীবল, জন অভিযোগ এবং পেনশন মন্ত্রণালয়ের রাষ্ট্রমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডা. জিতেন্দ্র সিংহ বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন যে, ২০২১ সাল থেকে সিকিম, অরুণাচল প্রদেশ এবং মেঘালয় জুড়ে কেশর চাষের প্রসার ঘটে চলেছে। বর্তমানে মেনচুখা (অরুণাচল প্রদেশ) এবং জুকসম (সিকিম) এ বৃহৎ পরিসরে কেশর চাষ চলছে, এবং নগাল্যান্ড এবং মণিপুরেও এর প্রসারের পরিকল্পনা রয়েছে। এর ফলে, জম্মু ও কাশ্মীরের পাম্পোরের পরে উত্তর-পূর্ব ভারত কেশরের কেন্দ্রস্থল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। এই উদ্যোজের জন্য পতিত জমি ব্যবহার করা হবে। যাতে করে, বিদ্যমান ফসলের ব্যাঘাত না করে কৃষি সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে।

শিলংয়ে নর্থ ইস্ট সেন্টার ফর টেকনোলোজি অ্যাপ্লিকেশন এন্ড রিচ বা এনইসিটিএআর কেন্দ্রের নতুন স্থায়ী ক্যাম্পাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার সময়, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী উত্তর-পূর্বকে ভারতকে পরবর্তী কেশর কেন্দ্রে পরিণত করার ব্যাপারে সরকারের পরিকল্পনাগুলি তুলে ধরেন। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে প্রযুক্তিগত ও কৃষিক্ষেত্রের অগ্রগতির মাধ্যমে এই অঞ্চলের দ্রুত রূপান্তরের নতুন সুযোগ তৈরি করেছে।

এই অনুষ্ঠানে ডঃ জিতেন্দ্র সিং বিগত এক দশকে উল্লেখযোগ্য পরিকাঠামো ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির কথা উল্লেখ করে এই অঞ্চলের প্রতি সরকারের অঙ্গীকারের ওপর জোর দেন। সম্প্রসারিত সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা, রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং আকাশপথে পরিবহনের মতো উদ্যোগগুলি প্রত্যন্ত অঞ্চলে যাতায়াতের সুবিধার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন প্রধানমন্ত্রী মোদীর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারগুলির মধ্যে একটি। ২০১৪ সালের আগের এবং আজকের পরিস্থিতির সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে, পরিবর্তন স্পষ্ট। যেখানে একসময় যোগাযোগ ব্যবস্থায় সঙ্কট ছিল, সেখানে এখন মজবুত পরিকাঠামো রয়েছে, যার ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি সম্ভব হয়ে উঠছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হিসেবে ২০১৪ সালে নর্থ ইস্ট সেন্টার ফর টেকনোলোজি অ্যাপ্লিকেশন এন্ড রিচ বা এনইসিটিএআর প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্ত্রী উল্লেখ করেন যে এর বিকাশ এই অঞ্চলে আত্মনির্ভরতা এবং উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করার বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি জম্মু ও কাশ্মীরে ল্যাভেন্ডার চাষের মতো উত্তর-পূর্বাঞ্চলে কেশর চাষের প্রচার, ''স্বামীত্ব'' কর্মসূচির আওতায় ভূমি ম্যাপিংয়ের জন্য ড্রোন প্রযুক্তি এবং বাঁশ ও মধু উৎপাদনের অগ্রগতির মতো নর্থ ইস্ট সেন্টার ফর টেকনোলোজি অ্যাপ্লিকেশন এন্ড রিচ বা এনইসিটিএআর-এর উদ্যোগের প্রশংসা করেন।ডঃ জিতেন্দ্র সিং আরও উল্লেখ করেন যে, প্রযুক্তির প্রয়োগ এবং বিস্তারের ক্ষেত্রে শেষ মাইলের চ্যালেঞ্জগুলি সমাধানের জন্য নর্থ ইস্ট সেন্টার ফর টেকনোলোজি অ্যাপ্লিকেশন এন্ড রিচ বা এনইসিটিএআর সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। শিলং-এ নতুন পরিকল্পিত স্থায়ী ক্যাম্পাসটি একটি সহযোগিতামূলক উৎকর্ষ কেন্দ্র হিসাবে কাজ করবে, যা অত্যাধুনিক প্রযুক্তি প্রদর্শন এবং দক্ষতা বিকাশের সুবিধার্থে কাজ করবে। দেশীয় প্রযুক্তিগত সমাধানগুলিকে একীভূত করে, এই অঞ্চলে সুস্থায়ী উন্নয়ন নিশ্চিত করে আর্থ-সামাজিক ব্যবধানগুলি দূর করতে এনইসিটিএআর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। নর্থ ইস্ট সেন্টার ফর টেকনোলোজি অ্যাপ্লিকেশন এন্ড রিচ বা এনইসিটিএআর-এর সম্ভাবনার প্রতি আস্থা প্রকাশ করে ডঃ জিতেন্দ্র সিং প্রতিষ্ঠানটিকে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ পরিচয় তৈরি করার আহ্বান জানান। সর্বভারতীয় স্বীকৃতি অর্জনের জন্য, এনইসিটিএআরকে অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে মনোনিবেশ করতে হবে। আইআইটি এবং অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি যেমন বিশেষত্ব অর্জন করেছে, তেমনই এনইসিটিএআর-এরও একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে উৎকর্ষ অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করা উচিত বলে জানান তিনি।

ভারতের অগ্রগতিতে এই অঞ্চলের ভূমিকার উপর প্রতিফলন করতে গিয়ে, ডা. জিতেন্দ্র সিংহ দাবি করেছেন যে, ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে উন্নত দেশে পরিণত করার পথে উত্তর-পূর্বাঞ্চল একটি মূল চালিকাশক্তি হবে। যখন ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন উত্তর-পূর্বের মতো অঞ্চলগুলি থেকেই মূল্য সংযোজন আসতে হবে। এটিই ভারতের অগ্রগতির পরবর্তী সীমানা বলে তিনি মন্তব্য করেন।

সৃজনশীলতা, গণমাধ্যম ও প্রযুক্তির সংযোগ বিশ্ব মিডিয়ার চিত্রপট বদলে দিচ্ছে; নির্মাতাদের উচ্চমানের কনটেন্ট তৈরির প্ল্যাটফর্ম দেবে ওয়েভস: অশ্বিনী বৈষ্ণব

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ ২০২৫: বিশ্বের মিডিয়া ও বিনোদন শিল্পে ভারতের অবস্থানকে সুদৃঢ় করতে এবং সৃজনশীলতা, প্রযুক্তি ও মিডিয়ার সংযোগকে সামনে আনতে ভারতের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক 'ওয়েভস-২০২৫' (ঢঙ্খক্ষছ-২০২৫)-এর আয়োজন করছে। মুম্বাইয়ে ১ থেকে ৪ মে ২০২৫ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হতে চলা এই ঐতিহাসিক শিখর সম্মেলন বিশ্বব্যাপী সৃজনশীল ব্যক্তি, শিল্পপতি, মিডিয়া পেশাদার, শিল্পী এবং নীতিনির্ধারকদের একত্রিত করবে।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের উদ্যোগে অনুষ্ঠিতব্য 'ওয়েভস-২০২৫' নিয়ে আজ নয়াদিল্লির 'সুষমা স্বরাজ ভবনে' এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বৈঠকে তথ্য ও সম্প্রচার, রেল এবং বৈদ্যুতিন ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব, বিদেশমন্ত্রী ড. এস. জয়শঙ্কর, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ, তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ড. এল. মুরুগান সহ বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। প্রায় ১০০ জন বিদেশি রাষ্ট্রদূত ও হাই কমিশনার এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

বৈঠকের মূল আকর্ষণ ছিল তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক ও মহারাষ্ট্র সরকারের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (মউ) স্বাক্ষর, যা মিডিয়া, বিনোদন ও ডিজিটাল সংযোগকে আরও মজবুত করবে।

বৈঠকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, 'সৃজনশীলতা, মিডিয়া ও প্রযুক্তির সংযোগ বিশ্বব্যাপী মিডিয়া শিল্পকে নতুন মাত্রায় নিয়ে যাচ্ছে। 'ওয়েভস-২০২৫' এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে, বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রের সৃষ্টিশীল ব্যক্তিদের এক প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসা, যেখানে তারা উচ্চমূল্যের কনটেন্ট তৈরি করতে পারবেন।' তিনি আরও জানান, 'বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তি, মিডিয়া ও বিনোদন ব্যক্তিত্বদের 'ওয়েভস-২০২৫'-এ আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে, যাতে তারা এই উদ্যোগে অংশ নিয়ে গ্লোবাল ক্রিয়েটর ইকোনমির অগ্রগতিতে ভূমিকা রাখতে পারেনঊ"

বিদেশমন্ত্রী ড. এস জয়শঙ্কর বলেন, "ওয়েভস-২০২৫' মিডিয়া ও বিনোদন শিল্পের ভবিষ্যৎ রূপরেখা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এটি শিল্পপতি, সংশ্লিষ্ট সমস্ত অংশীদার এবং উদ্ভাবকদের একত্রিত করে আলোচনা, সহযোগিতা ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপনের সুযোগ করে দেবে। এই সামিট শিল্পের ভবিষ্যতকে পুনর্গঠিত করতে সাহায্য করবে।'

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ বলেন, 'মুম্বাই, ভারতের অর্থনৈতিক ও বিনোদন রাজধানী হওয়ার কারণে 'ওয়েভস-২০২৫' আয়োজনের জন্য এটি সর্বোত্তম স্থান। প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ও সামাজিক পরিবর্তনে মিডিয়ার ক্রমবর্ধমান ভূমিকা তুলে ধরার জন্য 'ওয়েভস-২০২৫' একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।' তিনি আরও বলেন, "ওয়েভস-২০২৫' শুধু একটি ইভেন্ট নয়, এটি একটি আন্দোলন, যা মিডিয়ার পরিবর্তনশীল ভূমিকা এবং সামাজিক রূপান্তরকে তুলে ধরবে।'

কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ড. এল মুরুগান বলেন, "'ওয়েভস-২০২৫' বৈশ্বিক মিডিয়া কোম্পানিগুলোর জন্য ভারতের সৃজনশীল খাতের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ তৈরি করবে। এটি যৌথ উদ্যোগ, সহ-প্রযোজনা ও ব্যবসা সম্প্রসারণের পথ প্রশস্ত করবেঊ"

তিনি আরও বলেন, "ভারত সরকার মিডিয়া ও বিনোদন শিল্পের বিকাশে অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যেখানে ব্যবসার সুযোগ-সুবিধা, কনটেন্ট লোকালাইজেশন এবং পরিকাঠামোগত উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছেঊ"

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের সচিব শ্রী সঞ্জয় জাজু বলেন, "ওয়েভস-২০২৫' হল বিশ্ব মিডিয়া ও বিনোদন শিল্পের জন্য প্রথম সার্বিক প্ল্যাটফর্ম, যেখানে ঐতিহ্যবাহী এবং আধুনিক মিডিয়া একসঙ্গে কাজ করবে। আমাদের লক্ষ্য হল বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা এবং ভারতের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে নতুন কনটেন্ট নির্মাণ করা।'

এই সামিটের মূল আকর্ষণ হিসেবে থাকবে গ্লোবাল মিডিয়া ডায়ালগ, যেখানে মন্ত্রীরা এবং নীতিনির্ধারকরা মিডিয়া ভবিষ্যতের নীতি নির্ধারণ করবেন। এছাড়া থট লিডারস ট্র্যাক, ওয়েভস প্রদর্শনী, ভারত প্যাভিলিয়ন, 'ওয়েভস-বাজার' এবং ওয়েভ-এক্সেলারেটর (ঢখন্তত্রঞ্ত্বত্রনত্রন্শ্খষ্ঠদ্রন)-এর মাধ্যমে মিডিয়া স্টার্টআপদের জন্য বিনিয়োগ এবং পরামর্শের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

'ওয়েভস-২০২৫' বিশ্বব্যাপী মিডিয়া ও বিনোদন শিল্পকে একত্রিত করে নতুন সহযোগিতার পথ খুলে দেবে। প্রযুক্তির উন্নয়ন ও মিডিয়ার ভূমিকার বিবর্তনকে সামনে রেখে এই সম্মেলন হবে এক নতুন দিগন্তের সূচনা, যা আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের মিডিয়া শিল্পকে আরও শক্তিশালী করবে।

'ওয়েভস-২০২৫' শুধু মিডিয়া ও বিনোদন শিল্পের বিকাশে সীমাবদ্ধ থাকবে না, এটি বিভিন্ন দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক একতা ও সহযোগিতা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ডিজিটাল যুগের চ্যালেঞ্জ যেমন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, স্ট্রিমিং বিপ্লব, মিথ্যা তথ্য, এবং মিডিয়ার স্থায়িত্বশীলতা ইত্যাদি নিয়ে 'ওয়েভস-২০২৫'-এ তা নিয়ে আলোচনা হবে।

'ওয়েভস-২০২৫'-এর মূল লক্ষ্য হল সৃজনশীলতার মাধ্যমে বিভিন্ন জাতি, সংস্কৃতি ও জনগণের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা। 'ওয়েভস-২০২৫' শুধুমাত্র একটি ইভেন্ট নয়, এটি এক বিশ্বজনীন আন্দোলন, যা সৃজনশীল শিল্পকে ব্যবহার করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান এবং বিশ্বমানের সাংস্কৃতিক একতা গড়ে তুলতে চায়।

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে আশাবাদ দেখছেন উপ দূতাবাসের নয়া প্রথম সচিব

কলকাতা, ১৫ মার্চ (হি.স.): সম্প্রতি কলকাতায় বাংলাদেশ উপদূতাবাসে প্রথম সচিব (প্রেস)-এর দায়িত্ব নিয়েছেন তারিকুল ইসলাম ভুঁইয়া ওরফে তারিক চয়ন। বাংলাদেশে রাজনৈতিক পালাবদলের পর কয়েক মাস পদটি শূন্য ছিল। পেশায় সাংবাদিক ছিলেন তারিক। তাঁর বিশ্বাস, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক আশাবাদের মধ্যেই উন্নীত হবে।

শনিবার নিজস্ব বাসভবনে একান্ত সাক্ষাৎকারে '১০-এর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ (এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ) তারিক জানান, "কুমিল্লায় ছাত্রজীবনেই লেখালেখির হাতেখড়ি। ২০১২ থেকে তাঁর পুরোদস্তুর সাংবাদিক জীবন। প্রথমে 'জনকণ্ঠ', তারপর ('১৩-'১৬) 'বাংলাভিশন', তার পর বছর দুই 'কালের কণ্ঠ'-র ইংরেজি সংস্করণে, তার পর আরও বছর পাঁচ 'মানবজমিন'-এ কাজ করেছেন।

জন্ম কুমিল্লায়। আওয়ামি লিগের কট্টর বিরোধী এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডঃ মহম্মদ ইউনূসের স্নেহভাজন হিসাবে বহু বছর ধরেই পরিচিতি আছে তারিকের। এ প্রসঙ্গে তারিক বলেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন বিএনপি-র ছাত্র সংগঠন করতাম। সাংবাদিকতায় আসার পর রাজনীতির সঙ্গে যোগ ছিলো না।"

ডঃ ইউনূসের একাধিক বিদেশসফরে সঙ্গী হয়েছেন তারিক। এ প্রসঙ্গে তাঁর ব্যাখ্যা, "তিনি ক্ষমতায় আসার পর সুখের পায়রা হয়ে তাঁর সফরসঙ্গী হইনি। পালাবদলের আগে যখন ডঃ ইউনূস নানাভাবে চরম আক্রমণের শিকার হচ্ছিলেন, সেই অবস্থায় '২৩-এ মালয়েশিয়া এবং '২৪-এ ফিলিপিন্স তাঁর সফরসঙ্গী হয়েছি। তাঁর একাধিক সাক্ষাৎকার নিয়েছি।"

ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে তারিক চয়ন ডঃ ইউনূসের সুরেই বলেন, "বাংলাদেশের বৃহৎ প্রতিবেশি দেশ ভারত। দু'দেশের সম্পর্ক ভালো আছে, থাকবে। এই সম্পর্ক উন্নয়নের ব্যাপারটা কোনওভাবে উপেক্ষা করা যাবে না।" আশাবাদের মধ্যেই উন্নীত হবে বলে মনে করেন তিনি।

প্রসঙ্গত, তারিক চয়নের স্ত্রী ইশরাত তারিককে বাংলাদেশ সরকার সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল হিসাবে নিয়োগ করেছে।

তামিল ভাষা খুবই মিষ্টি : অশ্বিনী বৈষ্ণব

চেন্নাই, ১৫ মার্চ (হি.স.): তিন ভাষা নীতি নিয়ে যখন দেশে বাকযুদ্ধ চলছে, এমন সময় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বললেন, 'তামিল ভাষা খুবই মিষ্টি একটি ভাষা, আমরা সকলেই তামিল সংস্কৃতি, তামিল ভাষাকে সম্মান করি এবং এটি আমাদের দেশের অন্যতম সম্পদ, বিশ্বের অন্যতম সম্পদ। আসুন আমরা এটি নিয়ে গর্ব করি, আসুন আমরা এতে আনন্দ করি। আসুন আমরা সমস্ত ভারতীয় ভাষা উপভোগ করি।'

অশ্বিনী বৈষ্ণব আরও বলেছেন, 'আমাদের প্রধানমন্ত্রী এখন সেই মনোভাব নিয়ে কাজ করছেন, প্রতিটি ভারতীয় ভাষা যেন সূর্য্যের নীচে নিজস্ব বড় স্থান পায়, তাদের যথাযথ সম্মান নিশ্চিত করে, তাদের প্রকাশ নিশ্চিত করে... আসুন আমরা নিশ্চিত করি যে বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে, বিভিন্ন মানুষের মধ্যে, আমাদের নিজস্ব ভাই-বোনদের মধ্যে বন্ধুত্ব এবং সম্পর্কের পথে যে জিনিসগুলি মাঝে মাঝে আসে - সেই বাধাগুলি যেন না আসে এবং আমাদের সকলের একটি লক্ষ্যের দিকে নজর দেওয়া উচিত, আমাদের দেশকে খুব শক্তিশালী করে তোলা, আমরা যাতে তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হই।'

যমুনায় ডুবে দু''জনের মৃত্যু

যমুনানগর, ১৫ মার্চ (হি.স.) : হরিয়ানায় যমুনানগরে পশ্চিম যমুনায় ডুবে দু''জনের মৃত্যু হয়েছে। পৃথক দুটি ঘটনায় রাজেশ (৪২) ও অমরজিৎ সিং (৭৪)-এর মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার পুলিশ মৃতদেহ দুটি ময়নাতদন্তের পর পরিবারের কাছে হস্তান্তর করে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আজাদ নগর এলাকার বাসিন্দা রাজেশ মদ্যপান করত। হোলির দিন মত্ত অবস্থায় রাজেশ পশ্চিম যমুনার জলে ডুবে যায়। স্থানীয়রা তাঁকে খালে পড়তে দেখে ডুবুরিদের খবর দেয়। ডুবুরিরা দীর্ঘ তল্লাশির পর রাজেশের দেহ উদ্ধার করে। পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় এবং পরে পরিবারকে হস্তান্তর করা হয়। অন্যদিকে, কালিন্দির বাসিন্দা ৭৪ বছরের অমরজিৎ সিং শনিবার সকালে পশ্চিম যমুনায় স্নানে যান। স্নানের সময় তিনি ডুবে যান বলে জানা গেছে। উদ্ধারকাজ চালানোর পর তাঁকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়।

কৃষকদের সমস্ত সমস্যার সমাধান করা হবে, আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রী রেখার

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ (হি.স.): দিল্লির কৃষকদের সমস্ত সমস্যার সমাধান করা হবে, আশ্বাস দিলেন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। শনিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বলেছেন, 'বাজেট সম্পর্কে পরামর্শের জন্য আমরা দিল্লির প্রতিটি প্রান্ত থেকে কৃষকদের ডেকেছি। তারা আমাদের সঙ্গে নিজেদের পরামর্শ ভাগ করে নিয়েছে। গত ১৫-২০ বছরে, গ্রামগুলির জন্য কোনও কাজ করা হয়নি। আমাদের দিল্লি সরকারের কাছ থেকে তারা এখন অনেক আশা করছে। আমি তাদের আশ্বস্ত করছি, তারা আমাদের সামনে যে সমস্ত সমস্যা তুলে ধরেছেন তার সমাধান করা হবে। এখন একটি ডাবল-ইঞ্জিন সরকার রয়েছে। কেন্দ্র এবং দিল্লি সরকার একসঙ্গে কৃষকদের প্রতিটি সমস্যা সমাধান করবে।'

পরিচিতি জানতে চাই

গত ১১.০৩.২০২৫ ইংতারিখে ধর্মনগর থানায় খবর আসে একজন অপরিচিত ব্যাক্তি মৃত অবস্থায় রাজবাড়ী এগিয়ে চলো ক্লাব এর নিকটে পরে আছে। উক্ত সংবাদ মূলে ধর্মনগর থানার দারোগা বাবু আইনানুগ ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া মৃত ব্যাক্তি কে পরিচিত সনাক্তকরণের জন্য ধর্মনগর হাসপাতাল মর্গে রাখা আছে। ধর্মনগর থানায় একটি জেনারেল ডাইরি করাহয়েছে যাহার নম্বর- ঙ্গথঞ্ঝ ঞ্চছ ওঙ্গক্ক ঞ্জদ্র. ২৩ তারিখ ১১.০৩.২০২৫ ইং।
অনুরোধ রইল।
উপরিউক্ত অপরিচিত মৃত ব্যক্তির পরিচয় জানতে পারিলে নিম্নক্ত ঠিকানায় সংবাদ প্রেরণের
মৃত ব্যক্তির বর্ণনা :
অপরিচিত পুরুষ, বয়স অনুমান - ৫০ বছর, দেহ - পাতলা, চুল - কালো, ছাপ দাড়ি আছে, পরনে - খয়েরি রং এর শার্ট ও মাখন রং এর হাফ প্যান্ট।

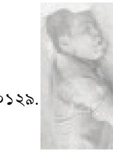

যোগাযোগেরঠিকানা : -
ধর্মনগর থানা : ০৩৮২২-২২০-২০২৪/৬০০৯৯০৫০৮৩
এস. ডি. পি. ও ধর্মনগর : ০৩৮২২-২২০-৩০৯
পুলিশ কন্টোল রুম উত্তর ত্রিপুরা : ০৩৮২২-২৩৪-৪১১/৭০৮৫৪৬০১২৯.
দারোগা বাবুর ফোন নম্বর : ৯৪৩৬৯১৬৬০৫

ICA/D-2012/25

The Executive Engineer, Engineering Cell, Directorate of Secondary Education, Shishu Bihar Complex, Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e- tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/ Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 27/03/2025 for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Maintenance of Jatrapur High school under Kathalia Block, Thanda Kumar CP high school under Kathalia Block and Rangamura Upper High School unde Melaghar M.C .Sepahijala District, Tripura under Special Package for post flood maintenance and Restoration work under Elementary level during 2024-25 PNIeT No.192/EE/Engg.Cell/DSE/2024-25 DNIeT No: 165/EE/ENGG. CELL/DSE/2024-25	Rs.26,20,878.00	Rs.52417.00	15 days	27/03/2025 Up to15.00 Hrs	28/03/2025 Hrs on11.00 hrs.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

All details can be seen in Press Notice & Bid Documents for the works on website https:// tripuratenders.gov.in at free of cost. No negotiation will be conducted with the lowest bidder.
ICA/C-4375/25

Executive Engineer
Engineering Cell, DSE Agartala, Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 23/EE/KD/2024-25 Date: 12-03-2025

SL NO	NAME OF THE WORK/ DNIT NO	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	COST OF BID FEE	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOAD AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING
1	33/SE(I)/KGT/2024-25	₹ 58,21,431.00	₹ 1,16,429.00	120 (One Hundred twenty) days	₹ 4,000.00	Up to 3.00 P.M. on 02-04-2025	At 4.00 P.M. on 02-04-2025	https://tripuratenders.gov.in
2	74/SE(I)/KGT/2024-25	₹ 68,91,381.00	₹ 1,37,828.00	90 (Ninety) days	₹ 4,000.00			

Details can be seen in the office of the Executive Engineer, Kumarghat Division, PWD(R&B), Kumarghat, Unakoti Tripura or through website https://tripuratenders.gov.in
Executive Engineer
PWD(R&B), Kumarghat Division
Kumarghat, Unakoti Tripura
ICA/C-4383/25

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO:-30/EE-BRG/PWD/2024-25,

The Executive Engineer, Bishramganj Division, PWD(R&B), Bishramganj invites online percentage rate tender for the works namely:-

Sl No	Name of work/ DNIeT No	Estimated cost (in Rupees)	Earnest money (in Rupees)	Time for Completion	Class of bidders
1	DNIe-T No:- 49/R/DNIeT/EE-BRG/PWD/2024-25	24,23,988.00	48,480.00	120 days	Appropriate class
2	DNIe-T No:- 50/R/DNIeT/EE-BRG/PWD/2024-25	24,05,360.00	48,107.00	120 days	Appropriate class
3	DNIe-T No:- 51/R/DNIeT/EE-BRG/PWD/2024-25	24,18,235.00	48,365.00	120 days	Appropriate class
4	DNIe-T No:- 52/R/DNIeT/EE-BRG/PWD/2024-25	23,56,407.00	47,128.00	120 days	Appropriate class
5	DNIe-T No:- 53/R/DNIeT/EE-BRG/PWD/2024-25	24,27,090.00	48,542.00	120 days	Appropriate class

Last date and time of document downloading and bidding -11/04/2025 up to 15:00 hrs.
Date and time of opening bid - 11/04/2025 at 15:30 hrs. if possible.
Bid fee 1000.00 each (non-refundable).
All details are available in the website https://tripuratenders .gov.in. Submission of tenders physically is not permitted.
ICA/C-4387/25

For and on behalf of the Governor of Tripura
(Er. D. Karmakar) Executive Engineer
Bishramganj Division, PWD(R&B).
Bishramganj, Sepahijala, Tripura

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

The Medical Superintendent & HOD, AGMC & GBP Hospital, Agartala invites Tender from Agency, Firm, Authorized dealers, in the state of Tripura for Rate contract for Procurement of 18G renal biopsy gun, AGMC & GBP Hospital,Agartala-799006, Tripura", Through publishing in newspaper. The last date of bid submission is up to 04:00 pm, of 19/03/2025.
The SNIQ copy should be collect from O/o The M.S, AGMC & GBPH or from official website of AGMC i.e. www.agmc.ac.in.
ICA/C/4378/25

Medical Superintendent & HOD AGMC & GBP Hospital, Agartala

CORRIGENDUM

The date of Document Download/Sale end date and time, Bid submission date and time, Bid opening date and time is hereby extended up to 26/03/2025 at 3.00 PM, 26/03/2025 at 3.00 PM and 26/03/2025 at 3.30 PM respectively as published https:// tripuratenders.gov.in vide DNIeT No:-25/R/DNIeT/EE-BRG/PWD/2024-25, PNIT No:- in e-procurement portal 28/EE-BRG/PWD/2024-25 and tender ID No: 2025_CEPWD_58802_1.
Other terms and condition of the tender shall remain unchanged.
ICA/C-4388/25

Executive Engineer, Bishramganj Division, PWD (R&B), Bishramganj, Sepahijala, Tripura.

No.F.3 (38)/PAC/NAZ/2016(Vol-I).
Dated, Agartala the ...th March, 2025.
NOTICE INVITING QUOTATION FOR HIRING OF VEHICLE

Police Accountability Commission, Tripura invites sealed quotation from the interested lawful owners/ proprietors/ agencies having valid registration & commercial licence of the Transport Authority of Tripura for hiring of a Maruti Eeco/ Maruti Wagon-R vehicle white in color not manufactured before the year 2024 in good running condition within the ceiling rate of Govt. of Tripura for hiring of vehicle.
Interested bidder may be seen detail terms & conditions from the O/o. the Police Accountability Commission, Tripura, Govt. Qtr. No.VI/14, Shyamalibazar, Kunjaban Township, Agartala on any working day during the office hours. The same can also be seen in the website www.tripura.gov.in & www.pac.tripura.gov.in.
Last date of submission of sealed quotations by hand/post/ courier service is 26th March, 2025 upto 2.00 pm.
ICA/C 4397/25

(Shri Ratan Biswas, IAS)
Secretary, PAC, Tripura, Agartala.

Notification for DEEET-2025 Examination for admission in to Diploma Engineering Courses in Various Polytechnics of Tripura

এতদ্বারা সর্ব সাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে রাজ্যের বিভিন্ন পলিটেকনিক এর ডিপ্লোমা কোর্স এ **ভর্তির পরীক্ষা DEEET 2025 অনলাইন আবেদন পত্র পূরণ করার প্রক্রিয়া গত 14ই ফেব্রুয়ারী 2025 থেকে শুরু হয়েছে।** আবেদন পত্র পূরণ সম্বন্ধিত গুরুত্বপূর্ণ তারিখগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হলো :-

Registration process	Online Registration from the website: www.highereducation.tripura.gov.in	
Online Registration	Opening 14th February 2025	Closing 31st March 2025
Download Admit card	Information Will be notified in website www.highereducation.tripura.gov.in and news papers in due course of time.	
Tentative Date of DEEET-2025 Examination	06/05/2025 (6th May 2025)	
Examination location	Agartala, Udaipur, Belonia, Ambassa and Dharmanagar. Applicants have to choose any two of the examination location as first and second choice. Allotment of exam centres will be done by CSC, depending on the concentration of candidates in a location and the candidate's choice.	
Registration Fees	Rs.350/- (All candidate other than BPL) Rs. 200/- (BPL male & female candidates) Processing charges and Goods & Service Tax (GST) are to be paid extra by the candidate, as applicable.	

বিস্তারিত জানতে https://highereducation.tripura.gov.in/ ওয়েবসাইট এর নোটিশ সেকশন দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

sd/-
Dr. Tirtharaj Sen, FIE
Chairman
Central Selection Committee-2025

ICA/D-2008/25

কাজের সন্ধান

আইটিআই, ডিপ্লোমা ও ডিগ্রি পাশদের থেকে নীপকো-তে শতাধিক এপ্রেন্টিস

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। কেন্দ্রীয় শক্তি মন্ত্রকের অধীন, মিনি রত্ন, ক্যাটেগরি - ওয়ান সেন্ট্রাল পাবলিক সেক্টর এন্টারপ্রাইজ বিশেষ করে নীপকো অর্থাৎ নর্থ-ইস্ট ইলেকট্রিক পাওয়ার কর্পোরেশন লিমিটেডে টেকনেশিয়ান, ট্রেড এপ্রেন্টিস ইত্যাদি বিভিন্নপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ১৩৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি ইঞ্জিনিয়ারিং, আইটিআই এবং নন-ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ মার্চ। বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কললেটারে জানানো হবে। ইচ্ছুক উপযুক্ত প্রার্থীরা এজিবিপিপি বা আসাম গ্যাস বেইসড্ পাওয়ার প্ল্যান্ট, এজিটিসিসিপিপি বা আগরতলা গ্যাস টারবাইন কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট, টিজিবিপিপি বা ত্রিপুরা গ্যাস বেইসড্ পাওয়ার প্ল্যান্ট এবং শিলংস্থিত সদর কার্যালয়ে যে-কোনও একটি ডিভিশনের উদ্দেশ্যে অনলাইনে দরখাস্ত পাঠাতে পারেন। ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকারের সময়সূচি পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — কেন্দ্রীয় শক্তি মন্ত্রকের অধীন, বিভিন্ন পাওয়ার প্ল্যান্টে চাকরির জন্য এধরনের টেকনেশিয়ান এপ্রেন্টিস ও ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। এধরনের মিনিরত্ন, মহারত্ন প্রতিষ্ঠানে গ্র্যাজুয়েট ও টেকনেশিয়ান এপ্রেন্টিস হিসেবে প্রায় দশ হাজার জনকে বাছাইয়ের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হলেও এযাত্রায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় বিভাগ নীপকো-তে এপ্রেন্টিস নিয়োগ হবে ১৩৫ জন। নীপকো-তে গ্র্যাজুয়েট এপ্রেন্টিস ও টেকনেশিয়ান এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০১-১২-২০২৪-এর হিসেবে ১৮ থেকে ২৮ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন এঁদের ওয়েব সাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। এই নিয়োগ মূলতঃ এপ্রেন্টিস অ্যাক্ট ১৯৬১ অনুযায়ী হচ্ছে। প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন-এর জন্য অনলাইনে আবেদন করতে পারেন ২৩ মার্চের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ২৩ মার্চ। তবে বলা বাহুল্য, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপের পর প্রিন্ট আউটের সঙ্গে প্রয়োজনীয় সমস্ত ডকুমেন্টসের জেরক্স কপি সেল্ফ এটেস্টেট করে দরখাস্তের সঙ্গে জুড়ে নির্দিষ্ট ঠিকানায় পাঠাতে হবে। তাও পৌঁছুতে হবে ২৭ মার্চের মধ্যে। নির্দিষ্ট ঠিকানাও পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। অনলাইনে সমস্ত ডকুমেন্টস সাবমিটও করতে পারেন। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। একইভাবে একাধিক ডিভিশনেও আবেদন করা যাবে না। অধিকতর পেশাগত যোগ্যতা যথা এমই/ এমটেক/ এমবিএ/ এমসিএ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে না। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে ১৪-১৬ হাজার টাকা হিসেবে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ। অনলাইনে আবেদন করার পদ্ধতিও পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে (প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে) পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। প্রার্থিবাছাই পদ্ধতির বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে। ডিভিশন ও ট্রেড অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন এই রকম — গ্র্যাজুয়েট এপ্রেন্টিস ঃ এজিবিপিপি বা আসাম গ্যাস বেইসড্ পাওয়ার প্ল্যান্ট-এ ট্রেড এপ্রেন্টিস ৫৪ জন, এর মধ্যে বয়লার এটেন্ড্যান্ট ৩ জন, ইলেকট্রিশিয়ান ৫ জন, লাইনম্যান ৪ জন। এজিটিসিসিপিপি বা আগরতলা গ্যাস টারবাইন কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট-এ রয়েছে বয়লার এটেন্ড্যান্ট ও শিলং-এর জন্য ইলেকট্রিশিয়ান পদ। শিক্ষাগত যোগ্যতা - স্বীকৃত পর্ষদ বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা টেকনোলজিতে ডিগ্রি পাশ হতে হবে। এপ্রেন্টিস ট্রেনিং করানো হবে ১ বছরের জন্য। প্রতি মাসে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে ১৮,০০০ টাকা করে। টেকনেশিয়ান এপ্রেন্টিস ঃ এজিবিপিপি বা আসাম গ্যাস বেইসড্ পাওয়ার প্ল্যান্ট-এ টেকনেশিয়ান এপ্রেন্টিস (ইলেকট্রিক্যাল/ মেকানিক্যাল স্ট্রিম) ৩৪ জন, এজিটিসিসিপিপি বা আগরতলা গ্যাস টারবাইন কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট-এ এবং ইলেকট্রিক্যাল/ মেকানিক্যাল স্ট্রিমেই রয়েছে বেশ কটি পদ। টিজিবিপিপি বা ত্রিপুরা গ্যাস বেইসড্ পাওয়ার প্ল্যান্ট-এ টেকনেশিয়ান এপ্রেন্টিস (ইলেকট্রিক্যাল/ মেকানিক্যাল স্ট্রিম) পদ। শিক্ষাগত যোগ্যতা - স্বীকৃত পর্ষদ বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা পাশ হতে হবে। এপ্রেন্টিস ট্রেনিং করানো হবে ১ বছরের জন্য। প্রতি মাসে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে ১৫,০০০ টাকা করে। গ্র্যাজুয়েট এপ্রেন্টিস, জেনারেল স্ট্রিম ঃ এজিবিপিপি বা আসাম গ্যাস বেইসড্ পাওয়ার প্ল্যান্ট-এ ট্রেড এপ্রেন্টিস ২৭ জন। এজিটিসিসিপিপি বা আগরতলা গ্যাস টারবাইন কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট-এ বিএ এবং বিকম বেশ কটি পদ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা - স্বীকৃত পর্ষদ বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নির্দিষ্ট বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ হতে হবে। এপ্রেন্টিস ট্রেনিং করানো হবে ১ বছরের জন্য। প্রতি মাসে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে ১৫,০০০ টাকা করে। গ্র্যাজুয়েট এপ্রেন্টিস, জেনারেল স্ট্রিম ঃ এজিবিপিপি বা আসাম গ্যাস বেইসড্ পাওয়ার প্ল্যান্ট-এ ট্রেড এপ্রেন্টিস ২০ জন। এজিটিসিসিপিপি বা আগরতলা গ্যাস টারবাইন কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট-এ মাধ্যমিক এবং আইটিআই পাশদেরও রয়েছে বেশ কটি পদ রয়েছে। ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিং করানো হবে ১ বছরের জন্য। প্রতি মাসে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে ১৪,৮৭৭ টাকা করে।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।* ত্রিপুরায় **স্পেশাল এডুকেটর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। টি.আর.বি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ, শূন্যপদ ঃ ১১২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৫০ শতাংশ নম্বর সহ ডিগ্রি পাশ, সঙ্গে স্পেশাল এডুকেশনে বিএড পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ মার্চ, লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ ২২ জুন। * কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর**, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বরে।

* এইমস-এ **নার্সিং অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। নরসেট পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ, শূন্যপদ ঃ ১০০০টি (সম্ভাব্য), শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএসসি নার্সিং, জিএনএম ডিপ্লোমা পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ মার্চ, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ১২ এপ্রিল, কেন্দ্র আগরতলার মতো সারা দেশের সমস্ত বড় শহরে, তবে কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে। * তাপ বিদ্যুৎ নিগমে **এক্সিকিউটিভ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ সিএ পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর, (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ মার্চ, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ পরবর্তী সময়ে জানানো হবে। * রাজ্য সরকারের অধীনে **জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, সিভিল** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। নিয়োগ হবে ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে, শূন্যপদ ঃ ১৯৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ মার্চ, লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে। * স্টেট ব্যাঙ্কে **কাউন্সেলর, ডিরেক্টর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৬৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এসবিআই-এর রিটায়ার্ড সটাফ হতে হবে, বয়স ঃ ৬০-৬৩ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ মার্চ, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে। * ইন্ডিয়ান অয়েলে **অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমএসসি ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২০-৩০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ মার্চ, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র কলকাতার মতো সারা দেশে ৮টি শহরে, তবে কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে। * সিআরপিএফ-এ **অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য), বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ মার্চ, লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে। * কেন্দ্রীয় নিগমে **এমটিএস, এক্সিকিউটিভ, জুনিয়র ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬৪২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ মার্চ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা জুলাইয়ে, কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * নীপকোতে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৩৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা অথবা বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য), বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ মার্চ, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। আসন সংখ্যা ঃ ১৮০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, বিএসসি পাশ, বয়স ঃ ২৩-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ মার্চ, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র কলকাতা, গুয়াহাটির মতো সারা দেশে ৩০টি শহরে, তবে কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে। * কোলফিল্ডে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৭৬৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক, অথবা যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ মার্চ, বাছাইকৃতদের সাক্ষাৎকার ও স্কিল টেস্টের কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে। * রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **স্পেশালিস্ট অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, এমবিএ, সিএ পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২৫-৩৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ মার্চ, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা এপ্রিল/ মে-তে, কেন্দ্র আগরতলার মতো সারা দেশে ৮০টি শহরে, তবে কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে। * প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনে **অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে, শূন্যপদ ঃ ৩৫৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/বিকম/বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য), বয়স ঃ ২০-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ মে, লিখিত পরীক্ষা ৩ আগস্ট, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে। * রেল দপ্তরে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮৩৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ মার্চ, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **স্পেশাল এডুকেটর (ত্রিপুরা),**
টি.আর.বি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ
শূন্যপদ ঃ ১১২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৫০ শতাংশ নম্বর সহ ডিগ্রি পাশ, সঙ্গে স্পেশাল এডুকেশনে বিএড পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ মার্চ,
লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ ২২ জুন।

* পদের নাম ঃ **নার্সিং অফিসার (এইমস),**
নরসেট পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ,
শূন্যপদ ঃ ১০০০টি (সম্ভাব্য),
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএসসি নার্সিং, জিএনএম ডিপ্লোমা পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ মার্চ,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ১২ এপ্রিল, কেন্দ্র আগরতলার মতো সারা দেশের সমস্ত বড় শহরে, তবে কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এক্সিকিউটিভ (তাপ বিদ্যুৎ নিগম),**
শূন্যপদ ঃ ৮০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ সিএ পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর, (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ মার্চ,
ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ পরবর্তী সময়ে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, সিভিল (ত্রিপুরা),**
নিয়োগ হবে ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে,
শূন্যপদ ঃ ১৯৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ মার্চ,
লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **কাউন্সেলর, ডিরেক্টর (এস.বি.আই)**
শূন্যপদ ঃ ২৬৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এসবিআই-এর রিটায়ার্ড সটাফ হতে হবে,
বয়স ঃ ৬০-৬৩ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ মার্চ,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অফিসার (ইন্ডিয়ান অয়েল),**
শূন্যপদ ঃ ৯৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমএসসি ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২০-৩০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ মার্চ,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র কলকাতা মতো সারা দেশে ৮টি শহরে, তবে কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট (সিআরপিএফ),**
শূন্যপদ ঃ ৭৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য),
বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ মার্চ,
লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এমটিএস, এক্সিকিউটিভ, জুনিয়র ম্যানেজার (কেন্দ্রীয় নিগম),**
শূন্যপদ ঃ ৬৪২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ মার্চ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা জুলাইয়ে, কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (নীপকো),**
শূন্যপদ ঃ ১৩৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা অথবা বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য),
বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ মার্চ,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অফিসার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
আসন সংখ্যা ঃ ১৮০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, বিএসসি পাশ,
বয়স ঃ ২৩-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ মার্চ,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র কলকাতা, গুয়াহাটির মতো সারা দেশে ৩০টি শহরে, তবে কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (কোলফিল্ড, কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১৭৬৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক, অথবা যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ মার্চ,
বাছাইকৃতদের সাক্ষাৎকার ও স্কিল টেস্টের কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **স্পেশালিস্ট অফিসার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৩৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, এমবিএ, সিএ পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২৫-৩৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ মার্চ,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা এপ্রিল/ মে-তে, কেন্দ্র আগরতলার মতো সারা দেশে ৮০টি শহরে, তবে কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট (প্রতিরক্ষা মন্ত্রক)**
ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে,
শূন্যপদ ঃ ৩৫৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/বিকম/বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য),
বয়স ঃ ২০-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ মে,
লিখিত পরীক্ষা ৩ আগস্ট, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রেল দপ্তর),**
শূন্যপদ ঃ ৮৩৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ মার্চ,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

কোলফিল্ডে চাকরির লক্ষ্যে ১৭৬৫ এপ্রেন্টিস ত্রিপুরা থেকে অনলাইনে আবেদনের সুযোগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। কোলফিল্ডে এপ্রেন্টিস পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ১৭৬৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ থেকে শুরু করে গ্র্যাজুয়েট পাশ পর্যন্ত, বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ মার্চ, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। ত্রিপুরার প্রার্থীদের অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো সুবিধা রয়েছে। ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকারের সময়সূচি পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো —

কোলফিল্ডে বিশেষ করে নর্দার্ণ কোলফিল্ডে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে চাকরির জন্য এধরনের ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। নর্দার্ণ কোলফিল্ডে এখন ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে ১,৭৬৫ জনকে বাছাইয়ের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। উত্তরাঞ্চলীয় কোলফিল্ডে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ২৪-০৩-২০২৫-এর হিসেবে ১৮ থেকে ২৮ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন এঁদের ওয়েব সাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর - এনসিএল, এইচআরডি/ জিডিটি- এপ্রেন্টিসশিপ/ নোটিফিকেশন/ ২০২৪-২৫/ এইচ-২৯২, তারিখ ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫। ডিভিশন ও ট্রেড অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন এই রকম — ক্রমিক নং - ১ ঃ ব্যাচেলর অফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ঃ মোট শূন্যপদ ৭৩টি, ক্রমিক নং - ২ ঃ ব্যাচেলর অফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ঃ মোট শূন্যপদ ৭৭টি, ক্রমিক নং - ৩ ঃ ব্যাচেলর অফ কম্পিউটার সায়েন্স ঃ মোট শূন্যপদ ২টি, ক্রমিক নং - ৪ ঃ ব্যাচেলর অফ মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং ঃ মোট শূন্যপদ ৭৫টি, স্টাইপেন্ড প্রতি মাসে ৯০০০ টাকা। ক্রমিক নং - ৫ ঃ ব্যাক অফিস ম্যানেজমেন্ট ঃ মোট শূন্যপদ ৪০টি, ক্রমিক নং - ৬ ঃ ডিপ্লোমা ইন মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং ঃ মোট শূন্যপদ ১২৫টি, ক্রমিক নং - ৭ ঃ ডিপ্লোমা ইন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ঃ মোট শূন্যপদ ১৩৬টি, ক্রমিক নং - ৮ ঃ ডিপ্লোমা ইন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ঃ মোট শূন্যপদ ১৩৬টি, ক্রমিক নং - ৯ ঃ ডিপ্লোমা ইন ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং ঃ মোট শূন্যপদ ২টি, ক্রমিক নং - ১০ ঃ ডিপ্লোমা ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ঃ মোট শূন্যপদ ৭৮টি, ক্রমিক নং - ১১ ঃ ডিপ্লোমা ইন মডার্ণ অফিস ম্যানেজমেন্ট ঃ মোট শূন্যপদ ৮০টি। স্টাইপেন্ড প্রতি মাসে ৮০০০ টাকা। ক্রমিক নং - ১২ ঃ আইটিআই ইলেকট্রিশিয়ান ঃ মোট শূন্যপদ ৩১৯টি, ক্রমিক নং - ১৩ ঃ আইটিআই ফিটার ঃ মোট শূন্যপদ ৪৫৫টি, ক্রমিক নং - ১৪ ঃ আইটিআই ওয়েল্ডার ঃ মোট শূন্যপদ ১২৪টি, ক্রমিক নং - ১৫ ঃ আইটিআই টার্ণার ঃ মোট শূন্যপদ ৩৩টি, ক্রমিক নং - ১৬ ঃ আইটিআই মেশিনিস্ট ঃ মোট শূন্যপদ ৬টি, ক্রমিক নং - ১৭ ঃ আইটিআই ইলেকট্রিশিয়ান (অটো) ঃ মোট শূন্যপদ ৪টি। স্টাইপেন্ড এক বছরের ক্ষেত্রে প্রতি মাসে ৭৭০০ টাকা এবং দুই বছরের ক্ষেত্রে প্রতি মাসে ৮০৫০ টাকা।

প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। একইভাবে একাধিক ডিভিশনেও আবেদন করা যাবে না। উচ্চতর বা অধিকতর পেশাগত যোগ্যতা যথা বিই/ বিটেক/ এমবিএ/ এমসিএ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে না। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী এবং আবেদন পত্র পেয়ে যাবেন কোলফিল্ডের ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ।

দরখাস্ত করবেন কেবল অনলাইনে এঁদের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে লগ অন করে, অবশ্যই ২৪ মার্চের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদনের শেষ তারিখ ২৪ মার্চ। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সুরক্ষিত করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। ফর্ম ফিলাপের প্রয়োজনে, গার্জিয়ানের সই, আধার কার্ড, প্যান কার্ড, মার্কশিট ইত্যাদিরও স্ক্যান করা কপি আপলোড করতে হবে। অনলাইনে দরখাস্ত করার কাজ একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি ফোন করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ইন্টারভিউ বা লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার গ্রেড-ওয়ান এন্ড গ্রেড-টু নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের অধীনে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার গ্রেড-ওয়ান এন্ড গ্রেড-টু নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ১৯৮টি। নিয়োগ হবে টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে, রুরাল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের অধীনে। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা/ ডিগ্রি পাশ হতে হবে। প্রার্থীদের অবশ্যই পি.আর.টি.সি থাকতে হবে। বাংলা অথবা ককবরক ভাষাজ্ঞান থাকতে হবে। বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ মার্চ। লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা। প্রিলিমিনারি পরীক্ষার তারিখ ও নির্দিষ্ট কেন্দ্র বিস্তারিত জানানো হবে কল লেটারের মাধ্যমে। জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, গ্রেড-ওয়ান এন্ড গ্রেড-টু, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পদে প্রতিযোগিতামূলক লিখিত পরীক্ষা ও পার্সোন্যালিটি টেস্টের মাধ্যমে নিয়োগের জন্য ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছেন। বিজ্ঞপ্তি নং - ০৮/২০২৫। প্রার্থীবাছাই হবে ত্রি-স্তরীয় পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রথমে হবে প্রতিযোগিতামূলক প্রাথমিক বাছাই পরীক্ষা অর্থাৎ প্রিলিমিনারি টেস্ট। এতে সফল হলে মেইন বা মূল পরীক্ষায় বসার সুযোগ পাবেন। মূল পরীক্ষায় সফল হলে পরে ডাকা হবে পার্সোন্যালিটি টেস্টের জন্য। এককথায় উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলে আগামী ২১ মার্চ, ২০২৫ তারিখ বিকেল সাড়ে ৫টার মধ্যে কেবলমাত্র অনলাইনে দরখাস্ত জমা করতে পারেন। পরীক্ষার ফি — গ্রুপ-বি গ্যাজেটেড পোস্টের ক্ষেত্রে সাধারণ প্রার্থীদের জন্য ৩৫০ টাকা, তফশিলি জাতি/ উপজাতি ভুক্ত, বিপিএল কার্ডধারী/ শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ২৫০ টাকা। গ্রুপ-সি নন-গ্যাজেটেড পোস্টের ক্ষেত্রে সাধারণ প্রার্থীদের জন্য ২০০ টাকা, তফশিলি জাতি/ উপজাতি ভুক্ত, বিপিএল কার্ডধারী/ শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৫০ টাকা।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন্ করে, ২১ মার্চ, বিকেল সাড়ে ৫টার মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ২১ মার্চ, বিকেল সাড়ে ৫টা। বলা বাহুল্য, অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন ফি বাবদ নির্দিষ্ট টাকা জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের সময় ডকুমেন্টসের মূল কপি ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (আধার কার্ড, প্যান কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। সাক্ষাৎকারের ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। দরখাস্তের ফি বাবদ নির্দিষ্ট টাকা জমা দেবেন নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। তবে অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, সার্টিফিকেটস্ স্ক্যান করে আপলোড করা এবং রেজিস্ট্রেশন করানোর যাবতীয় খরচ সকল প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। ফি জমা দেওয়ার আগে এবং পরে যাবতীয় তথ্য দেখে নেবেন। এবার অনলাইনে গিয়ে সঠিকভাবে ফর্ম ফিলাপ করে সাবমিট করে সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্মের একটি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। সেটি নিজের কাছে রেখে দেবেন। পরে প্রয়োজন হবে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ০৮/২০২৫ তারিখ ১৩.০২.২০২৫।

শূণ্যপদগুলি হল —

ক্রমিক নং (১) ঃ পদের নাম ঃ জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, গ্রেড-ওয়ান, ডিগ্রি সিভিল ঃ পদগুলো গ্রুপ - 'বি', গেজেটেড (টিইএস গ্রেড-ফাইভ(এ)-এর সমতুল্য)। মূল মাইনে পে ম্যাট্রিক্স সেল-১, লেভেল-১৩ অনুযায়ী ৪৭,৬০০ টাকা। মোট শূন্যপদ ১০৫টি। এর মধ্যে ৫৫টি পদ অসংরক্ষিত। অর্থাৎ এসসি/ এসটি/ ওবিসি/ জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। ২টি পদ এক্স-সার্ভিসম্যানের জন্য সংরক্ষিত। এছাড়া, ৩২টি তফশিলি উপজাতিভুক্ত (এসটি) প্রার্থী (১টি পদ এক্স-সার্ভিসম্যানের জন্য) এবং ১৮টি পদ তফশিলি জাতিভুক্ত (এসসি) প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। সামগ্রিক ১০৫টি পদের মধ্যে ৩টি এক্স সার্ভিসম্যানদের জন্য এবং ৪টি পদ শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। আবার সামগ্রিক ১০৫টি পদের মধ্যে ৩৬টি পদ মহিলা প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। যার মধ্যে ১৯টি পদ অসংরক্ষিত। এছাড়া, ১১টি তফশিলি উপজাতিভুক্ত (এসটি) প্রার্থী এবং ৬টি পদ তফশিলি জাতিভুক্ত (এসসি) প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত।

ক্রমিক নং (২) ঃ পদের নাম ঃ জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, গ্রেড-টু, ডিপ্লোমা সিভিল ঃ পদগুলো গ্রুপ - 'সি', নন-গেজেটেড (টিইএস গ্রেড-ফাইভ(বি)-এর সমতুল্য)। মূল মাইনে পে ম্যাট্রিক্স সেল-১, লেভেল-১০ অনুযায়ী ৩৪,৭০০ টাকা। মোট শূন্যপদ ৯৩টি। এর মধ্যে ৪৮টি পদ অসংরক্ষিত। অর্থাৎ এসসি/ এসটি/ ওবিসি/ জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। ১টি পদ এক্স-সার্ভিসম্যানের জন্য সংরক্ষিত। এছাড়া, ২৯টি তফশিলি উপজাতিভুক্ত (এসটি) প্রার্থী (১টি পদ এক্স-সার্ভিসম্যানের জন্য) এবং ১৬টি পদ তফশিলি জাতিভুক্ত (এসসি) প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। সামগ্রিক ৯৩টি পদের মধ্যে ২টি এক্স সার্ভিসম্যানদের জন্য এবং ৪টি পদ শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। আবার সামগ্রিক ৯৩টি পদের মধ্যে ৩২টি পদ মহিলা প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। যার মধ্যে ১৬টি পদ অসংরক্ষিত। এছাড়া, ১০টি তফশিলি উপজাতিভুক্ত (এসটি) প্রার্থী এবং ৬টি পদ তফশিলি জাতিভুক্ত (এসসি) প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। দপ্তরের প্রয়োজনে শূন্যপদের সংখ্যা বাড়তেও পারে। শিক্ষাগত যোগ্যতা - স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান থেকে নির্দিষ্ট বিষয়ে ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ হতে হবে। পদের বিন্যাস, বিভাজন, সংরক্ষণ, যোগ্যতা, বয়সের ছাড়, বেতনক্রম সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইটে দেখে নিতে হবে। বয়স ২১-০৩-২০২৫ তারিখের হিসেবে ১৮ থেকে ৪০ বছর। তফশিলি জাতি/ উপজাতিভুক্ত প্রার্থী/ শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থী অথবা সরকারি চাকুরিরতদের জন্য ৫ বছরের যথারীতি ছাড় রয়েছে।

বিএসএফের উদ্যোগে আগরতলা সীমান্তে মেয়র দীপক মজুমদারের সাথে হোলি উৎসব পালন করা হয়।

দিল্লিতে যোগ মহোৎসবের উদ্বোধন করেন আয়ুষ মন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী প্রতাপ রাও যাদব

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ, ২০২৫ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ২০২৫-এর প্রান্তিক সূচিমুখ হিসেবে বৃহস্পতিবার যোগ মহোৎসব ২০২৫-এর উদ্বোধন করেছেন আয়ুষ মন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী শ্রী প্রতাপ রাও যাদব। এবছর আন্তর্জাতিক যোগ দিবস একাদশ বছরে পদার্পন করছে। এই একাদশ বর্ষ পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে এদিনের অনুষ্ঠানে মন্ত্রী শ্রী যাদব ১০ টি অভিনব ও চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠানেরও উদ্বোধন করেন, যেগুলির মাধ্যমে যোগচর্চায় ভারতের অকৃত্রিম নেতৃত্বের পরিচয়কে দৃঢ়ভাবে তুলে ধরবে।
এদিনের অনুষ্ঠানে, শ্রী ক্ষেত্র ধর্মস্থলার ধর্মাধিকারী সাংসদ পদ্মভূষণ ডঃ ডি বীরেন্দ্র হেগ্গডে, উচ্চ পদস্থ সরকারি আধিকারিকরা, বিশিষ্ট কয়েকজন যোগগুরু, বিজ্ঞানী, বিদ্বজ্জনেরাও উপস্থিত ছিলেন।
প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় আয়ুষ মন্ত্রক আন্তর্জাতিক যোগ দিবস এর আয়োজক। ইতিপূর্বেকার ১০ টি বাৎসরিক আয়োজনেও প্রধান ভূমিকা নিয়েছে এই মন্ত্রক। এবং, যোগা দিবস উদযাপনে বিশ্ব জুড়ে প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে। সেই পথ ধরে এ বছর যোগ মহোৎসব ২০২৫-এর উদযাপনের লক্ষ্য হচ্ছে যোগার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা এবং বিশ্ব জুড়ে স্বাস্থ্য, সুস্থতা এবং শান্তির প্রসারে গণ আন্দোলন গড়ে তোলা। প্রতি বছরই আন্তর্জাতিক যোগ দিবস -এর আগের ১০০ দিন ধরে চলে মূল উদযাপনের আগে নানান গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান।
এদিনের প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানে আয়ুষ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী শ্রী যাদব যোগার গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, "গত ১০ বছর ধরে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে এই দিনটি পালন করা হচ্ছে। যোগা শুধুমাত্র একটি জীবন ধারা নয়, মানসিক এবং শারীরিক সুস্থতা রক্ষায় একটি শক্তিশালী মাধ্যম। এর অতুলনীয় ক্ষমতা সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষকে লক ডাউনের সময় সুস্থ রাখতে সাহায্য করেছে।"
আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ২০২৫-এর প্রস্তুতির সুবিধার জন্য আয়োজকদের দাবি এবং জনগণের আগ্রহ পূরণের দিকে নজর রেখে আয়ুষ মন্ত্রক একটি তথ্যমূলক পুস্তিকা প্রকাশ করেছে।
আয়ুষ মন্ত্রক জানিয়েছে, এই আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে ১০ টি বিশেষ ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। সেগুলি হল :

যোগ সঙ্গম — বিশ্ব রেকর্ডের লক্ষ্যে ১০,০০০ টি জায়গায় হবে সিনক্রোনাইজড যোগা প্রদর্শন।

যোগা বন্ধন — বিখ্যাত স্থানে যোগ অনুষ্ঠান আয়োজন করতে ১০ টি দেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব

যোগা পার্কস — এক হাজারটি যোগা পার্ক নির্মাণ

যোগা সমাবেশ — দিব্যাঙ্গজন, প্রবীণ নাগরিক, শিশু এবং প্রান্তিক গোষ্ঠীর জন্য বিশেষ যোগা কর্মসূচি

যোগ প্রভাব — জনস্বাস্থ্যে যোগার ভূমিকার সমীক্ষা

যোগা কানেক্ট — বিশিষ্ট যোগা বিশেষজ্ঞ এবং চিকিৎকদের নিয়ে ভার্চুয়াল আন্তর্জাতিক যোগা শিখর সম্মেলন

হরিৎ যোগা — বৃক্ষরোপণ এবং সাফাই অভিযানের সঙ্গে যোগাকে যুক্ত করার উদ্যোগ

যোগা আনপ্লাগড - তরুণ প্রজন্মকে যোগায় আকর্ষণ করার জন্যই এই অনুষ্ঠান

যোগা মহাকুম্ভ — ১০ টি স্থানে ৭ দিন ব্যাপী উৎসব যার সমাপ্তি ঘটবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় স্তরে উদযাপনে

সমযোগম - সার্বিক সুস্থতার জন্য আধুনিক স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যোগাকে যুক্ত করার ১০০দিনের উদ্যোগ

অনুষ্ঠানে, আয়ুশ মন্ত্রকের সচিব শ্রী বৈদ্য রাজেশ কোটেচা ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভে অর্গানাইজেশনের (এনএসএসও) তথ্য উদ্ধৃত করে জানান যে, দেশের সমস্ত পরিবারের প্রায় ৮ শতাংশ অর্থাৎ ২.৫০ কোটি পরিবারের কমপক্ষে একজন সদস্য যোগব্যায়াম অনুশীলন করেন। এটি জনজীবনে যোগের গভীর সংযোগকে প্রতিফলিত করে।
এদিনের অনুষ্ঠানের সূচনা হয়, সকাল ৭ টায় মোরারজি দেশাই ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ যোগ (এম ডি এন আই ওয়াই)-তে সাধারণ যোগ চর্চার (অনুমোদিত অনুশীলন বিধি) সরাসরি প্রদর্শনীর মাধ্যমে। এই যোগাভ্যাস প্রদর্শনে এক হাজারেরও বেশি যোগ যোগাপ্রেমী মানুষ অংশগ্রহণ করেন। এই অনুমোদিত অনুশীলন বিধি তৈরী করা হয়েছে যোগা বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে নেওয়া পরামর্শ অনুযায়ী। এই প্রটোকলের উদ্দেশ্য হল যোগ নিদ্রা, প্রাণায়াম, ধ্যান ইত্যাদির মতো যোগ অনুশীলনকে জনপ্রিয় করা। প্রতিটি যোগব্যায়াম নমনীয়তা, শক্তি, ভারসাম্য এবং সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার মূল চাবিকাঠি।
আজ একদিনের যোগ মহোৎসবে সাধারণ যোগ প্রটোকলের পিছনে বিজ্ঞান, স্থূলতা বিরোধী অভিযানঃ যোগের ভূমিকা এবং আই. ডি. ওয়াই উদযাপনের দশকের বছর সহ তিনটি বিষয়-ভিত্তিক প্রযুক্তিগত অধিবেশন অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই অধিবেশন যোগ, চিকিৎসা এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রের বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞরা উপস্থিত ছিলেন এবং যোগের বৈজ্ঞানিক ও থেরাপিউটিক সম্ভাবনাকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানকে তুলে ধরার এক মঞ্চ হিসেবে ভূমিকা নেয়। যা একটি দুর্দান্ত ও ফলদায়ক আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ২০২৫-এর সূচি মুখ এর মঞ্চ তৈরি করেছিল। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য, সুস্থতা এবং ঐক্যের উদযাপনে পরিণত হয়েছে।

ফতেহপুরে প্রৌঢ় খুনের কিনারা, গ্রেফতার দুই

ফতেহপুর, ১৫ মার্চ (হি.স.) : উত্তর প্রদেশের ফতেহপুর জেলার হাতগাঁও থানা এলাকায় এক প্রৌঢ় খুনের রহস্যর কিনারা করল পুলিশ। শনিবার এক পুলিশ আধিকারিক জানান, গত ১১ মার্চ ইরাদতপুর ধামি গ্রামে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে রামবরন সিং (৫০)-কে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। ঘটনার তদন্তে পুলিশ একটি বিশেষ দল গঠন করে।
এক পুলিশ আধিকারিক জানান, তদন্তে মৃতের ছোট ভাই শিববরন সিং ও পুরওয়া গ্রামের লাল সিং-কে গ্রেফতার করা হয়েছে। অভিযুক্তদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে খুনে ব্যবহৃত কুঠার উদ্ধার করা হয়।
পুলিশি জেরায় ধৃত শিববরন জানিয়েছে, নিহত রামবরন ছিলেন অবিবাহিত এবং গ্রামের এক প্রতিবেশীর বাড়িতে খাবার খেতেন। শিববরনের সন্দেহ হয়, রামবরন তাঁর সম্পত্তি প্রতিবেশীর নামে লিখে দিতে পারেন। সেই সন্দেহেই সে তার আত্মীয় লাল সিং-এর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে। ঘটনার রাতে যখন রামবরন ঘুমাতে যান, তখন তাঁর মাথায় কুঠার দিয়ে আঘাত করে খুন করা হয়। পরে মৃতদেহ টেনে নিয়ে গিয়ে টিউবওয়েলের পাশে লুকিয়ে রাখা হয়।

পিএম গতিশক্তির অধীনে নেটওয়ার্ক প্ল্যানিং গ্রুপের ৮৯তম বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো প্রকল্পের মূল্যায়ন

নতুন দিল্লি, ১৪ মার্চ, ২০২৫: শুক্রবার পিএম গতিশক্তির অধীনে নেটওয়ার্ক প্ল্যানিং গ্রুপের ৮৯তম বৈঠকে অনুষ্ঠিত হয়। শিল্প প্রসার এবং অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য দপ্তরের যুগ্ম সচিব শ্রী পঙ্কজ কুমারের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে সড়ক, রেল এবং মেট্রোর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো সংক্রান্ত প্রকল্পের পর্যালোচনা করা হয়। পিএম গতিশক্তি ন্যাশনাল মাস্টার প্ল্যান-এর আওতায় বহুস্তরীয় যোগাযোগ ও পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে এই বৈঠকে বিভিন্ন প্রকল্পের পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা হয়। পিএম গতিশক্তির মূল উদ্দেশ্য হল দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটানোর মধ্য দিয়ে আর্থ-সামাজিক চাহিদা পূরণ করা।
বহুস্তরীয় সুসংহত পরিকাঠামো নির্মাণের উদ্দেশ্যে পিএম গতিশক্তির আওতায় এনপিজি ৮টি প্রকল্পের মূল্যায়ন করেছে। এর মধ্যে চারটি সড়ক সংক্রান্ত, তিনটি রেল প্রকল্প এবং একটি মেট্রো রেলের। সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হলে বিভিন্ন অঞ্চলের যাতায়াতের সময় যেমন কমবে, পাশাপাশি পণ্য পরিবহনে দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রক
১. মেঘালয়ের দারুগিরি থেকে ডালু শাখার মধ্যে দুই লেনের শক্তিশালী সড়ক ব্যবস্থা
মেঘালয়ের দারুগিরি থেকে ডালু-র মধ্যে ৬২ নম্বর জাতীয় সড়ক (বর্তমানে যা ২১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক হিসেবে পরিচিত)-টিকে চওড়া করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় দুই লেন বিশিষ্ট একটি শক্তিশালী সড়ক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। পূর্ব গারো হিলস, পশ্চিম গারো হিলস এবং দক্ষিণ গারো হিলসের মধ্য দিয়ে ১৩৬.১১ কিলোমিটার দীর্ঘ এই প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়িত হলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার মানোন্নয়ন ঘটবে। সীমান্তের অপর প্রান্ত থেকে পণ্য পরিবহনের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি হবে, ফলস্বরূপ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অর্থনীতির উন্নতি হবে।
২. গোহপুর ও নুমালিগড়ের মধ্যে ব্রহ্মপুত্র নদীর তলা দিয়ে চার লেনের একটি সুড়ঙ্গ নির্মাণ
এই প্রকল্পটিতে দেশের মধ্যে প্রথম কোনো বড় নদীর তলায় সুড়ঙ্গের মাধ্যমে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। চার লেনের এই সুড়ঙ্গ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মানুষের যাতায়াতের প্রভূত উন্নতি ঘটাবে। ২৪০ কিলোমিটারের পরিবর্তে মাত্র ৩৪ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে হবে। এর ফলে, যে দূরত্ব যেতে ৬ ঘণ্টা ৩০ মিনিট সময় লাগে, তা মাত্র ৩০ মিনিটে পৌঁছানো যাবে। নদীর তলা দিয়ে দুটি টিউবের মাধ্যমে এই সুড়ঙ্গ নির্মাণ করা হবে। ফলস্বরূপ, অরুণাচল প্রদেশ, মণিপুর সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার মানোন্নয়ন ঘটবে।
৩. কালিয়াবোর-নুমালিগড়ের মধ্যে জাতীয় সড়কটিকে প্রশস্ত করে চার লেনের করা
আসামের কালিয়াবোর ও নুমালিগড়ের মধ্যে দুই লেনের ৩৭ নম্বর/৭১৫ জাতীয় সড়কের কালিয়াবোর ও নুমালিগড় শাখা চওড়া করে চার লেন করা হবে। এর ফলে নগাঁও, কার্বি অংলং ও গোলাঘাট জেলায় ৮৫.৬৭ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়ক পথের মানোন্নয়ন হবে। এই প্রকল্পটি কাজিরাঙ্গা জাতীয় উদ্যানের মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত হবে। উদ্যানের জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য বণ্যপ্রাণবান্ধব বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। বেশ কিছু জায়গায় উড়ালপুল নির্মাণ করা হবে।
৪. মেজিলার থেকে জয়সালমীরের মধ্যে দুই লেনের জাতীয় সড়ক নির্মাণ/মানোন্নয়ন ঘটানো হবে। জয়সালমীর বাইপাস লিঙ্ক রোড এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত রাজস্থানে ১১ নম্বর এবং ৭০ নম্বর জাতীয় সড়কের মধ্যে ১৩৮ কিলোমিটারের বেশি দীর্ঘ এই প্রকল্পটি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের পর্যটন শিল্পের প্রসার ঘটাবে। প্রকল্প নির্মাণের সময়ে পথ নিরাপত্তা বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। এটি বাস্তবায়িত হলে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সুবিধা হবে।
রেল মন্ত্রক
১. বদলাপুর ও কারজাতের মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ লাইন
মুম্বাই-পুনে-সোলাপুর-ওয়াধি-চেন্নাই করিডোরে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন বৃদ্ধি পাওয়ায় ৩২ কিলোমিটারের বেশি রেল পথের মানোন্নয়ন ঘটানো হবে। এর ফলে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলির যোগাযোগ ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়ন ঘটবে। বদলাপুর, ভাঙানি, শেলু, নেরাল, বিভপুরী এবং কারজাতের মতো শহরগুলির বাসিন্দারা এই প্রকল্পে লাভবান হবেন।
২. নারগুন্ডি ও কটকের মধ্যে ফ্লাইওভার সহ চতুর্থ লাইন
ওড়িশায় ১৫.৯৯ কিলোমিটার দীর্ঘ রেল পথের উপর চাপ কমাতে চতুর্থ লাইন বসানো হবে।

ওয়েভস-২০২৫: অ্যানিমেশন চলচ্চিত্র নির্মাতাদের প্রতিযোগিতা: দ্বিতীয় রাউন্ডের জন্য বাছাই হলো ৭৮ জন সৃজনশীল প্রতিযোগী

মুম্বাই, ১৩ মার্চ : 'ওয়েভস-২০২৫' বিশ্বব্যাপী অসাধারণ অ্যানিমেশন প্রতিভার আলোয় আলোকিত হতে চলেছে। অ্যানিমেশন চলচ্চিত্র নির্মাতাদের প্রতিযোগিতা দ্বিতীয় রাউন্ডে পৌঁছেছেন ৭৮ জন সৃজনশীল প্রতিযোগী। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক এবং ড্যান্সিং এটমস-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতা 'ক্রিয়েট ইন ইন্ডিয়া চ্যালেঞ্জ' সিজন-১-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রতিযোগিতায় পাঁচটি বিভাগ রয়েছেঅ্যানিমেশন, অগমেন্টেড রিয়েলিটি (এ.আর.), ভার্চুয়াল রিয়েলিটি (ভি.আর.), ভার্চুয়াল প্রোডাকশন, এবং ভিজ্যুয়াল এফেক্টস।
বিশ্বের খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত বিচারকমণ্ডলী মূলত মৌলিকত্ব, কাহিনি উপস্থাপনার শক্তি, বিনোদনের মান, বাজারের আকর্ষণ, দর্শকের সম্পৃক্ততা এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতার ওপর ভিত্তি করে প্রতিযোগীদের জমা দেওয়া চলচ্চিত্রগুলোর মূল্যায়ন করেছেন। বিচারকমণ্ডলীর সদস্যদের মধ্যে আছেন, বিনোদন বিপণন বিশেষজ্ঞ জ্যান নাগেল, অ্যানিমেশন ওয়ার্ল নেটওয়ার্কের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সম্পাদক ড্যান সার্টো, পরিচালক, প্রযোজক ও লেখক জিয়ানমার্কো সেরা, খ্যাতনামা লেখিকা ইন্দু রামচাঁদানি এবং পুরস্কারপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র নির্মাতা বৈভব পিওয়ালাতকারঊ
নির্বাচিত সৃজনশীল ব্যক্তিত্বরা শিক্ষার্থী, অপেশাদার, পেশাদার এবং স্টুডিওগুলোর বৈচিত্র্যময় প্রতিনিধিত্ব করছেনঊ প্রতিযোগিতায় লন্ডন, বালি এবং কানাডার মতো আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণ রয়েছে, যা গল্প বলার ক্ষেত্রে এক বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, স্বাস্থ্য ও পারিবারিক শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে তৈরি তিনটি চলচ্চিত্র প্রকল্প বিশেষ স্বীকৃতি অর্জন করেছে। ২০ মার্চ ২০২৫-এর মধ্যে নির্বাচিত প্রতিযোগীদের চূড়ান্ত 'পিচ ডেক' জমা দিতে হবে, যা পরবর্তীতে নবনিযুক্ত বিচারকমণ্ডলী দ্বারা পর্যালোচিত হবে।
প্রতিযোগিতায় শীর্ষ তিনটি বিজয়ী প্রকল্প সর্বমোট ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত নগদ পুরস্কার পাবে। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক শীর্ষস্থানীয় সৃজনশীলদের মুম্বাইয়ে আমন্ত্রণ জানাবে। সেখানে তারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রযোজক, ওটিটি প্ল্যাটফর্ম, পরিবেশক এবং বিনিয়োগকারীদের সামনে নিজেদের প্রকল্প উপস্থাপন করার সুযোগ পাবেন। ফাইনালিস্টদের নাম ঘোষণা করা হবে ১০ এপ্রিল ২০২৫-এর মধ্যে।
এছাড়াও, সকল সৃজনশীল প্রতিযোগী ওয়েভস বাজার-এ নিজেদের প্রকল্প জমা দিতে পারেনঊ এটি একটি বিশ্বব্যাপী ই-ব্যবসায়িক প্ল্যাটফর্ম, যা প্রতিভাবান সৃজনশীলদের আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। শিল্প বিশেষজ্ঞ এবং বিনিয়োগকারীদের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে, যাতে তারা একটি গতিশীল ও বৈশ্বিক ব্যবসায়িক সহযোগিতা প্ল্যাটফর্ম 'বিজনেস টু বিজনেস' (বি. টু বি.) অ্যানিমেশন ইকোসিস্টেম গড়ে তুলতে এবং প্রতিশ্রুতিমান সৃজনশীল মেধার সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন।
ওয়েভস সম্পর্কে:
ভারত সরকারের উদ্যায়গে বিশ্বব্যাপী মিডিয়া ও বিনোদন (এম. এন্ড ই.) খাতের এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক আয়োজন হিসেবে, প্রথম বিশ্ব অডিও-ভিজ্যুয়াল ও বিনোদন সম্মেলন (ওয়েভস) ১ থেকে ৪ মে ২০২৫ পর্যন্ত মহারাষ্ট্রের মুম্বাইয়ে আয়োজিত হতে চলেছে।
আপনি যদি শিল্প বিশেষজ্ঞ, বিনিয়োগকারী, সৃজনশীল ব্যক্তি বা উদ্ভাবক হন, তাহলে এই সম্মেলন সংযোগ, সহযোগিতা, উদ্ভাবন এবং মিডিয়া ও বিনোদন জগতে অবদান রাখার জন্য সর্বোচ্চ বৈশ্বিক প্ল্যাটফর্ম প্রদান করবে।
ভারতের সৃজনশীল শক্তিকে আরও বিস্তৃত করতে এবং দেশকে কনটেন্ট ক্রিয়েশন, বৌদ্ধিক সম্পত্তি ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে ওয়েভস এক বিশাল সুযোগ তৈরি করছে।
এক্ষেত্রে প্রধান গুরুত্বপ্রাপ্ত শিল্প ও ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে আছে ব্রডকাস্টিং, প্রিন্ট মিডিয়া, টেলিভিশন, রেডিও, চলচ্চিত্র, অ্যানিমেশন, ভিজ্যুয়াল এফেক্টস, গেমিং, কমিকস, সাউন্ড ও মিউজিক, বিজ্ঞাপন, ডিজিটাল মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম, জেনারেটিভ এআই, অগমেন্টেড রিয়েলিটি (এআর), ভার্চুয়াল রিয়েলিটি (ভিআর), এবং এক্সটেন্ডেড রিয়েলিটি (এক্স আর)ঊ

প্রসার ভারতীর, পিবি-শব্দ এক বছর পূর্ণ করেছে: মিডিয়া সংস্থাগুলিকে সহায়তা করতে বিনামূল্যে সাবস্ক্রিপশন ২০২৬ সালের মার্চ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে

নতুন দিল্লি ১৩ মার্চ ২০২৫:প্রসার ভারতীর সংবাদ সরবরাহ কেন্দ্র পিবি-শব্দ (শেয়ার্ড অডিও-ভিজ্যুয়ালস ফর ব্রডকাস্ট অ্যান্ড ডিসেমিনেশন) তার যাত্রার এক বছর পূর্ণ করেছে। ২০২৪ সালের মার্চ মাসে পিবি-শব্দ চালু হয়। এই প্ল্যাটফর্ম ৫০-এর অধিক শ্রেণীতে প্রতিদিন ১,০০০-এর বেশি সংবাদ সরবরাহ করছে। পাঠ্য, ভিডিও, ছবি এবং অডিও ফরম্যাটে কোনো লোগো ব্যবহার ছাড়া সারাদ দেশের সংবাদ সরবরাহ করা হচ্ছে। পিবি-শব্দ-এর পেছনে কর্মরত রয়েছে ১,৫০০-এর বেশি সাংবাদিক, সংবাদদাতা এবং স্ট্রিংগারদের একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্ক। যে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সমগ্র ভারত থেকে প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ খবর পরিবেশন করা হচ্ছে।
প্রধানত ছোট আকারের গণ মাধ্যম সংস্থা প্রসার ভারতীর এই শব্দ পরিষেবা গ্রহণ করে উপকৃত হচ্ছে। গনমাধ্যম, বিশেষ করে এর অধীন ছোট সংগঠনগুলিকে আরও সহায়তা করার জন্য, প্রসার ভারতী ঘোষণা করেছে যে পিবি শব্দ থেকে ২০২৬ সালের মার্চ পর্যন্ত বিনামূল্যে সংবাদ গ্রহণ করা যাবে। এই উদ্যোগটি গন মাধ্যম সংস্থাগুলিকে তাদের সময় সাশ্রয় করে ব্যবহারযোগ্য, লোগোবিহীন সংবাদ সরবরাহ করার লক্ষ্যে গ্রহণ করা হয়েছে।
কৃষি, প্রযুক্তি, বৈদেশিক বিষয়, রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং আরও অনেক বিষয়ের বিস্তৃত সংবাদ বিভাগে বিষয়বস্তু প্রদান করে পিবি শব্দ। এই সকল সংবাদ প্রসার ভারতীর আঞ্চলিক সংবাদ ইউনিট (আরএনইউ) এবং সদর দপ্তর থেকে সংগ্রহ করে সমস্ত প্রধান ভারতীয় ভাষায় আপলোড করা হয়। মিডিয়া সংস্থাগুলি পিবি-শব্দ পোর্টালে একটি সহজ রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিস্তারিত সংবাদ সংগ্রহ করতে পারে।
প্রসার ভারতী শব্দ এর প্রধান বৈশিষ্ট্য :
সংবাদের এই ফরম্যাটে লোগোবিহীন কন্টেন্টের জন্য কোনও কৃতিত্ব দেবার প্রয়োজন নেই, যা যে কোন মিডিয়া সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি মূল্যবান বিষয়। পিবি-শব্দে একটি লাইভ ফিড রয়েছে যেখানে যে কোন জাতীয় অনুষ্ঠান এবং সংবাদ সম্মেলন সহ লাইভ ইভেন্টের কভারেজ কোনও লোগো ছাড়াই উপস্থাপন করা হয়। এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে মিডিয়া রিপোজিটরি, একটি আর্কাইভাল লাইব্রেরির সুবিধা- যার মাধ্যমে গ্রাহক পুরোনো বা পূর্ববর্তী সংবাদ ফুটেজ খুঁজে নিতে পারেন ও ব্যাবহার করতে পারেন।
নিয়মিত আপডেটে বিশেষ প্যাকেজ, সাক্ষাৎকার, ভারতব্যাপী প্রতিদিনের আবহাওয়া আপডেট এবং সম্পাদকীয় লেখা অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে , যা নিশ্চিত করে যে এই সমস্ত সংবাদ বিষয়ক সামগ্রী সবসময় তাজা এবং ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত। এটি মিডিয়া সংস্থাগুলির সংবাদ সংগ্রহ করতে সময় কমায় এবং তাদের আরও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন সংক্রান্ত কাজে মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ করে দেয়।
পিবি-শব্দ তার বিষয়বস্তু এবং অনুপম বৈশিষ্ট্যগুলোর দৌলতে নিজেকে সংবাদ সংস্থা গুলির সামনে ক্রমশ অপরিহার্য বিষয় হিসেবে পরিণত করেছে এবং প্রসার ভারতী এই পরিষেবা গ্রহণে আগ্রহী সমস্ত মিডিয়া স ং গ ঠ ন গুন্স্তুত্নত্ম.দ্মন্খন্খন্তুস্তুন্খন্থ্ৎ.দ্রন্তু(গুঠাস://ন্স্তুত্নত্ম.দ্মন্খন্খন্তুস্তুন্খন্থ্ৎ.দ্রন্তু) ওয়েবসাইটে গিয়ে সহজ রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিবন্ধন করতে পারে। এই পরিষেবা ভারতের গনমাধ্যম ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে, বিশেষ করে ছোট মিডিয়া সংস্থাগুলির জন্য যারা তাদের পাঠকদের বা শ্রোতা-দর্শকদের জন্য মানসম্পন্ন সংবাদ পরিবেশন করার দিকে মুখিয়ে তাকে।

ইসকনের উদ্যোগে প্রভু শ্রী চিতায়নের মহারাজের জন্মদিবস পালিত হয়।

রাজ্য সরকার উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে : মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৪ মার্চ : রাজ্য সরকার উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। উন্নত প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের গুনগত শিক্ষা প্রদানে সরকারের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। ২০১৮ সালের পর থেকে রাজ্যের শিক্ষা ক্ষেত্রের উন্নয়নে সুপার ৩০, লক্ষ্য, সি এম সাথ ইত্যাদি সরকারের গৃহিত উদ্যোগসমূহ শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষায় অনুপ্রাণিত করছে। পাশাপাশি সরকারি ডিগ্রি কলেজগুলিতে ছাত্রীদের ভর্তি সহ বিভিন্ন ফি মকুব করায় গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও বেড়েছে। আজ আগরতলায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ২নং প্রেক্ষাগৃহে উচ্চশিক্ষা দপ্তর আয়োজিত মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনায় ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের জন্য স্কুটি বিতরণ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা একথা বলেন।

তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনা মহিলা ক্ষমতায়ণে সরকারের একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এর ফলে মেয়েদের উচ্চশিক্ষায় আরও আগ্রহ বাড়বে। এই প্রকল্পে এবছর ১৪০ জন মেধাবী ছাত্রীকে স্কুটি দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনায় বীমা এবং রেজিস্ট্রেশন সহ প্রত্যেক যোগ্য ছাত্রীকে একটি স্কুটি প্রদান করা হবে। এই প্রকল্পে সুবিধা গ্রহণের জন্য ছাত্রীকে ত্রিপুরা সরকারের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধীনস্ত যেকোন সরকারি (সাধারণ)

ডিগ্রি কলেজের যেকোন স্নাতক কোর্সের প্রথম সেমিস্টারে পাঠরত হতে হবে। ছাত্রীকে টিবিএসই বা সিবিএসই দ্বারা পরিচালিত উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ন্যূনতম ৮০ শতাংশ নম্বর পেতে হবে। আবেদনকারীর পরিবারের বার্ষিক আয় সর্বোচ্চ ৮ লক্ষ টাকার মধ্যে হতে হবে এবং আবেদনকারীর অবশ্যই স্থায়ী বসবাসের প্রমাণপত্র থাকতে হবে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী স্কুটি প্রাপক ছাত্রীদেরকে সতর্কতা অবলম্বন করে স্কুটি চালানোর পরামর্শ দেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দিব্যাঙ্গ দৃষ্টিহীন শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষায় উৎসাহিত করার লক্ষ্যে চিফ মিনিস্টারস স্পেশাল স্কলারশীপ চালু করা হয়েছে। পাশাপাশি পিপিপি মডেলে জিরানীয়ায় আইন কলেজ, সমস্ত ডিগ্রি এবং পলিটেকনিক কলেজগুলিতে ওয়াইফাই পরিষেবা প্রদানেরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া রাজ্যে ধাম্মা দীপা ইন্টারন্যাশানাল বুদ্ধিস্ট ইউনিভার্সিটি, টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি এবং আর্য্যভট্ট ইন্টারন্যাশানাল ইউনিভার্সিটি চালু করা সহ উদয়পুরে মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী ওপেন ইউনিভার্সিটি স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়ার ফলে ত্রিপুরা অচিরেই উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে এডুকেশন হাবে পরিনত হবে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ২০২৩-২৪ সাল থেকে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি ত্রিপুরার কলেজগুলিতে চালু করা হয়েছে। ''লক্ষ্য'' প্রকল্পে এখন পর্যন্ত ১০ জনকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। আগরতলায় আইআইআইটি, ন্যাশনাল ফরেন্সিক সায়েন্স ইউনিভার্সিটি চালু সহ টিআইটি-তে ড্রোন সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

উইমেন্স পলিটেকনিক, খুমুলুঙ এর টিটিএএডিসি পলিটেকনিক এবং ধলাই ডিস্ট্রিক্ট পলিটেকনিকে পাঠরত শিক্ষার্থীদের ইংরেজিতে কথা বলার দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইংরেজি কমিউনিকেশন স্কিল কোর্স চালু করা হয়েছে। তিনি বলেন, ২৫টি জেনারেল ডিগ্রি কলেজের মধ্যে ২২টি কলেজ ন্যাক দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে। শচীন দেববর্মণ মেমোরিয়াল গভর্নমেন্ট মিউজিক কলেজটিও ন্যাক দ্বারা স্বীকৃত। গন্ডাছড়ায় সরকারি মহাবিদ্যালয়ে ছাত্রীদের জন্য ৫০ শয্যাবিশিষ্ট একটি হোস্টেল নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। তাছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী এদিন মহিলা ক্ষমতায়ন, তাদের আর্থসামাজিক মানোয়ন্নয়ন ও সুরক্ষার প্রশ্নে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ ও উদ্যোগসমূহ বিশদভাবে উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব রাভেল হেমেন্দ্র কুমার। স্বাগত বক্তব্য রাখেন উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা অনিমেষ দেববর্মা। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের বিভিন্ন কলেজের ছাত্রীদেরকে স্কুটির চাবি এবং পরিবহণ দপ্তর কর্তৃক দেওয়া হেলমেট তুলে দেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনার উপর নির্মিত একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। এছাড়া মুখ্যমন্ত্রী সহ অতিথিগণ উচ্চশিক্ষা দপ্তরের সাফল্য সম্বলিত একটি পুস্তিকার আবরণ উন্মোচন করেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মাহে রমজান উপলক্ষে গরিব অসহায়দের হাতে খাদ্য সামগ্রী প্রদান

বক্সনগর , ১৫ মার্চ : ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের পবিত্র মাস মাহে রমজান চলছে। রোজা রাখার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির এই মাসে আল্লাহর নাম স্মরণ ও পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার পাশাপাশি সাধারণ মুসলিমদের জীবনে কিছু অতিরিক্ত খরচও হয়। সমাজে বিভিন্ন স্তরের মানুষ বাস করে, তবে কিছু পরোপকারী সমাজসেবকও রয়েছেন, যারা এই মাসে গরিব অসহায়দের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সাহায্য করেন। এমন একজন বিশিষ্ট সমাজসেবক হলেন এমডি জুয়েল, যিনি আনন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে সমাজসেবার কাজ করেন। রমজান মাস উপলক্ষে এমডি জুয়েল আনন্দপুর ও কমলনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩৫ জন গরিব অসহায়দের হাতে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছেন। প্রতিটি ব্যাগে ছিল ২ কিলো আলু, ১ কেজি পেঁয়াজ, ছানা মটর, বুজ্জো তেল, ডাল, চিনি, মুড়ি, চিড়া, চাউল, খেজুর, রসনা ও খেজুর। প্রতি ব্যাগের মূল্য ছিল এক হাজার পঁচিশ টাকা, এবং সর্বমোট খাদ্য সামগ্রী বিতরণের খরচ হয়েছে ৩৬ হাজার ২২৫ টাকা। ৩৫ জন দরিদ্র ব্যক্তি খাদ্য সামগ্রী পেয়ে খুবই খুশি এবং আপ্লুত। তারা পরম করুণাময় আল্লাহতালার কাছে এমডি জুয়েল এর জন্য আশীর্বাদ কামনা করেছেন। এমডি জুয়েল আশা প্রকাশ করেছেন যে, এই খাদ্য সামগ্রী তাদের রমজান মাসে কিছুটা হলেও সংসারের ঘাটতি মেটাতে সহায়ক হবে। এমডি জুয়েলের এই পরোপকারী কার্য্যক্রম এলাকাবাসীর মধ্যে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে এবং তার মানবিক কাজের জন্য সবাই তার প্রতি কৃতজ্ঞ।

আগরতলা শিশু উদ্যানে বসন্ত উৎসবের আয়োজন

আগরতলা, ১৫ মার্চ : আজ বসন্ত উৎসব উপলক্ষে আগরতলা শিশু উদ্যানে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে বসন্ত উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে ইসকন মন্দিরের সাধু সন্তদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। তাদের ফুলের মালা ও উত্তরীয় দিয়ে বরণ করা হয়, এবং ইসকনের প্রভুদের হাত ধরে উদ্বোধন হয় এই বসন্ত উৎসবের হোলির উৎসব।

ইসকন মন্দিরের সাধু সন্তরা সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন এবং রাজ্যের সকলকে হোলির শুভেচ্ছা জানান। তারা বলেন, এই দিনে সকলেই আনন্দ উপভোগ করুক এবং একে অপরের প্রতি ভালোবাসা ও সহানুভূতির প্রদর্শন ঘটুক। এছাড়া তারা হোলি খেলার গুরুত্বকেও তুলে ধরেন। উৎসবটিতে স্থানীয় জনগণসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন এবং পুরো উদ্যানে রঙিন হোলির উৎসবে এক অনন্য পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

আমতলী খয়েরপুর বাইপাস সড়কে অগ্নিকাণ্ড, এলাকাবাসী রক্ষা পেলো বড় বিপদ থেকে

আগরতলা, ১৫ মার্চ: আমতলী থানাধীন খয়েরপুর বাইপাস সড়কের নাগিছড়া এলাকায় হর্টি কালচার অফিস সংলগ্ন পরিত্যক্ত জায়গায় আজ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। দ্রুততার সাথে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। তাদের তৎপরতার কারণে পুরো এলাকাটি বড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ঘটনাস্থলে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। তবে অগ্নি নির্বাপক দলের সময়মতো উপস্থিতি এবং দক্ষতা ঘটনাটি বড় আকার ধারণ করতে দেয়নি। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনও জানা যায়নি, তবে এলাকাবাসী আপাতত নিরাপদ। এখনো অগ্নিকাণ্ডের কারণ জানা যায়নি, তবে কর্তৃপক্ষ বিষয়টি তদন্ত করছে।

নওয়াদায় জমি বিবাদের জের, যুবককে গুলি

নওয়াদা, ১৫ মার্চ (হি.স.) : বিহারের নওয়াদা জেলার নারদীগঞ্জ থানার অন্তর্গত চরনচাতার গ্রামে শনিবার বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে এক যুবককে লক্ষ্য করে গুলি চালালো গ্রামেরই কয়েকজন যুবক। গুলিতে ওই যুবক গুরুতরভাবে আহত হন। আহত যুবকের বাবা জানান , গ্রামেরই ৪ যুবক তাঁর ছেলেকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে গুলি চালায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় আহত যুবককে নওয়াদা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে পাটনায় স্থানান্তর করা হয়। এক পুলিশ আধিকারিক জানান , জমি বিবাদের জেরে যুবকটিকে গুলি করা হয়েছে। কমলেশ কুমার (২২) নামে ওই যুবককে গ্রামেরই কয়েকজন যুবক গুলি করে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে। তাঁদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে।

আটক দুই প্রতারক

● প্রথম পাতার পর

এক স্টলম্যানকে সাথে নিয়ে বাইক ফাইন্যান্সের নাম করে হাজার হাজার টাকা লুট করে নিচ্ছে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে। এবার এই কাণ্ডে হাতেনাতে ধরা পরে জনতার হাতে। আটক ওই প্রতারক সহ তার সাথে থাকা ওপর এক ব্যক্তি। বর্তমানে দুজনই কৈলাশহর থানায় আটক। ধৃতদের নাম অভিরূপ চৌধুরী, বাড়ি - ধর্মনগর থানা রোড, অভিজিৎ দে, বাড়ি - কৈলাশহরে। তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করেছে পুলিশ।

সংখ্যা ১০ জন

● প্রথম পাতার পর

কুমারঘাটের দিক থেকে আসা বাইকটির মধ্যে তিনজন ছিল। মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটার ফলে বাইক থেকে ছিটকে সবাই রাস্তার মধ্যে উল্টে পড়ে যান। এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটার ফলে গৌরমনি মাহিষ্য দাস গুরুতরভাবে জখম হন।

পাশাপাশি অপর বাইকে থাকা তিন জনের মধ্যে দুজন আহত হয়। যার মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি, গৌরমনি মাহিষ্য দাসের স্ত্রী পূর্ণিমা দাস আহত হন। এই দুর্ঘটনা ঘটার ফলে সর্বমোট চারজন আহত হন। যার মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। বিকট শব্দ পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে জড়ো হয় স্থানীয়রা। পরবর্তী সময় অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের মাধ্যমে আহতদের ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে তারা জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পাশাপাশি এই ঘটনা শোনার পর গৌরনগর আবহমান সিএলএফের কর্মীরা জেলা হাসপাতালে ছুটে যান এবং আহত পূর্ণিমা শীলের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন। উনারা আর্থিকভাবে তাকে সাহায্য করেন।

অপরদিকে, বিশালগড় লকডাউন বাজারে স্কুটি ও ম্যাক্স গাড়ি সংঘর্ষে রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় ছিটকে পড়লো দুই যুবক।

হোলির আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে দ্রুত গতিতে থাকা স্কুটির সাথে ম্যাক্স গাড়ির সংঘর্ষ রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় ছিটকে পড়ে দুই যুবক। আহত যুবকদের উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে কর্মীরা ঘটনা শনিবার বিকেলে। আহত দুই যুবককে দ্রুত আগরতলা জিবি হাসপাতালের স্থানান্তর করা হয়েছে। আহত দুই যুবকের নাম রুপন নমঃ সন্তোষ নমঃ। জানাযায়, টিআর০৭এইচ৭৩০৩ নাম্বারে স্কুটি নিয়ে দুই যুবক হোলির আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে দ্রুতগতিতে চালাতে গিয়ে ঘটে ওই দুর্ঘটনা ঘটে।

অন্যদিকে, হোলি উৎসবে যান দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছে দুই যুবক। আজ দুপুরে বিশালগড় জাঙ্গালিয়া ও ঘনিয়ামারা সড়কে ওই দুর্ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে দমকল কর্মীরা। দমকলকর্মীরা তাদের উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতলে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা জিবি হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ দুপুরে বিশালগড় জাঙ্গালিয়া ও ঘনিয়ামারা সড়কে বাইক ও স্কুটির সংঘর্ষে আহত হয়েছেন তাপস দেবনাথ। খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা এসে তাদের উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতলে নিয়ে আসলে চিকিৎসক তাদের জিবিতে পাঠিয়ে দেন। অন্যদিকে, বাইক ও বোলেরো গাড়ির সংঘর্ষে আহত হয়েছেন টিপু সুলতান। পুলিশ মামলা নিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

দ্রুত অপরাধ মোকাবিলায় আরো অত্যাধুনিক ফরেন্সিক ভ্যানের সূচনা মুখ্যমন্ত্রীর

আগরতলা, ১৪ মার্চ: মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা বলেছেন, দ্রুত অপরাধ মোকাবিলায় আধুনিক ফরেন্সিক ভ্যান এক সুদূরপ্রসারী ব্যাবস্থাপনা। বিশেষ করে অপরাধী সনাক্তকরণে এর প্রয়োগ খুবই অনস্বীকার্য্য। এই বিশেষ দিকটি নজরে রেখে শুক্রবার আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন চত্বরে ৫টি অত্যাধুনিক মোবাইল ফরেন্সিক ভ্যানের ফ্ল্যাগ অফ করেন মুখ্যমন্ত্রী। এরমধ্যে আগের ৩টি সহ রাজ্যের ৮টি জেলার জন্য মোট ৮টি মোবাইল ফরেন্সিক ভ্যানের পথচলা শুরু হল রাজ্যে।

সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নর্থ ইস্ট কাউন্সিল থেকে ৩.২৫ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। আমরা বারবার দাবি করছি ত্রিপুরায় আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি খুবই ভালো অবস্থায় রয়েছে। তবে কনভিকশন রেইট বাড়াতে হবে আমাদের। এজন্য সায়েন্টিফিক পদ্ধতিতে কাজের দক্ষতা বাড়াতে হবে। এই পদ্ধতিতে কাজ করলে কনভিকশন রেইট বৃদ্ধি করা যাবে। আর এই ধরণের চিন্তাভাবনা বাস্তবায়নের জন্য আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে ধন্যবাদ জানাই। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন, ফরেনসিক বিভাগের আধিকারিক সহ আরক্ষা দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ।

নববিবাহিতার রহস্যজনক মৃত্যু, শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে ''খুনে''র' অভিযোগ

রোহতাস , ১৫ মার্চ (হি.স.): রোহতাস জেলার অন্তর্গত দিনারা থানার সুজানপুর গ্রামে বিয়ের এক মাস পরই নববিবাহিত প্রিয়া সিং ওরফে বসুন্ধরার (২৭) রহস্যজনক মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। মৃতার পরিবারের অভিযোগ, শ্বশুরবাড়ির লোকজন গলা টিপে তাঁকে 'হত্যা' করেছে। ১২ মার্চ শ্বশুরবাড়ি ফেরার পর হোলিকা দহনের রাতেই ওই গৃহবধূর মৃত্যু হয়। মৃতার দাদা সুমিত কুমারের অভিযোগের ভিত্তিতে স্বামী বিবেক সিং, শ্বশুর বিজয় বাহাদুর সিং, শাশুড়ি বিন্দা দেবী ও দেওর বিশাল কুমারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে।

মৃতার পরিবার ক্ষোভে মৃতদেহ নিয়ে সাসারামের পোস্ট অফিস মোড়ে বিক্ষোভ দেখায়। পুলিশ পরিস্থিতি সামাল দিয়ে মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠায় এবং স্বামী-সহ পরিবারের ৩ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ঘটনাটির তদন্ত চলছে।

ভারতীয় সংবিধানের অধীনে ধর্মভিত্তিক সংরক্ষণ অনুমোদিত নয় : রবিশঙ্কর প্রসাদ

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ (হি.স.): সংরক্ষণ ইস্যুতে কর্ণাটক সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপি নেতা রবিশঙ্কর প্রসাদ। তাঁর কথায়, ভারতীয় সংবিধানের অধীনে ধর্ম ভিত্তিক সংরক্ষণ অনুমোদিত নয়। কর্ণাটক সরকার মুসলিম ঠিকাদারদের জন্য ৪ শতাংশ সংরক্ষণ অনুমোদন করার বিষয়ে বিজেপি নেতা ও সাংসদ রবি শঙ্কর প্রসাদ বলেছেন, 'বিজেপি এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এবং আমরা বিরোধিতা করে যাব।'

রবিশঙ্কর প্রসাদ বলেছেন, 'ভারতীয় সংবিধানের অধীনে ধর্ম ভিত্তিক সংরক্ষণ অনুমোদিত নয়। সরকারি চুক্তিতে সংরক্ষণ সম্পূর্ণরূপে অসাংবিধানিক, সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়ার ভিত্তিতে এটি অনুমোদিত হতে পারে... কিন্তু সরাসরি কোনও ধর্মীয় সম্প্রদায়কে এটি প্রদান করা অনুমোদিত নয়।'

গ্রেপ্তার করল পুলিশ

● প্রথম পাতার পর

পাশাপাশি পশ্চিম থানায় একটি মামলাও করেছিলেন। এদিকে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ লুকিয়ে থাকা অভিযুক্তকে আটক করার জন্য একটি টিম তৈরি করে ঘটনার তদন্ত শুরু করে।

অবশেষে শনিবার দুপুর আনুমানিক ১২ টা নাগাদ নৃসংশভাবে একটি নিরিহ প্রানী কে হত্যার অভিযুক্ত বিশ্বপখা জমাতিয়া ওরফে বসদরহরিকে আটক করতে সক্ষম হয় পুলিশ। এব্যাপারে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ জানান,শনিবার অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। অভিযুক্ত বিশ্বপখা জমাতিয়া ওরফে বাদরহরিকে কে রবিবার খোয়াই আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে খবর।

বিজেপি ঃ প্রদেশ কংগ্রেস

● প্রথম পাতার পর

নেতৃবৃন্দ ধর্মীয় মেরুকরণ সৃষ্টির উদ্দেশে ঘৃণ্য ভাষণ জাতীয় কংগ্রেস সহ বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো সম্পর্কে মিথ্যা ও কুৎসা মূলকব্যাপক প্রচার করতে জাতীয় প্রচার মাধ্যমের একটা বড় অংশকে ব্যবহার করেছে। শুধু মোদিজীরই সারা দেশে ১০০-রও বেশি ঘৃণা ভাষণের তথ্য সম্বলিত অভিযোগ নির্বাচন কমিশনের নজরে নিয়ে যাওয়া সত্বেও নির্বাচন কমিশন কোনওরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

এদিন তিনি আরও বলেন, লোকসভা নির্বাচনের পরবর্তী সময়ে অল্প কিছুদিনের ব্যবধানে দেশের কয়েকটি রাজ্যে অনুষ্ঠিত বিধানসভা নির্বাচনের দিন স্থির করার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন যেমন বিজেপিকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে, তেমনি নির্বাচনি প্রচারে প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং এনডিএ নেতাদের সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় বিভাজন সৃষ্টির উদ্দেশে ঘৃণ্য ভাষণ যথেচ্ছ কালো টাকার ব্যবহার এবং ত্রুটিপূর্ণ ভোটার লিস্টের মাধ্যমে এই নির্বাচনগুলোতে নির্বাচক মণ্ডলীর মতামত যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়নি। বিশেষত হরিয়ানা এবং মহারাষ্ট্রের নির্বাচনি ফলাফলে দেখা গেছে, লোকসভা নির্বাচনে ভোট বাক্সে যে মতামত প্রতিফলিত হয়েছিলো এই অল্প সময়ের ব্যবধানে তার সম্পূর্ণ বিপরীত ফল। এমনকী পোস্টাল ব্যালটের ফলাফলের সাথে ভোট যন্ত্রের ফলাফলে ব্যাপক অমিল। শুধু তাই নয়, দেখা গেছে, ভোটার লিস্টে এই সময়ের মধ্যে লোকসভার নির্বাচনে ভোটার লিস্টে যে নাম ছিলো সেগুলি থেকে হাজার হাজার নাম বাদ দেওয়া এবং হাজার হাজার নতুন নাম সংযুক্ত করার ঘটনাও দেখা গেছে। এমনকী মহারাষ্ট্রে প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকের চাইতে ভোটারের সংখ্যা বেশি সেই তথ্যও উঠে এসেছে। এসব সুনির্দিষ্ট তথ্য নিয়ে নির্বাচন কমিশনে জাতীয় কংগ্রেস এবং বিজেপি বিরোধী অন্যান্য দলগুলো সুনির্দিষ্ট তথ্য তুলে ধরা সত্বেও নির্বাচন কমিশন কোনওরকম কর্ণপাত করেনি, বলে অভিযোগ করেন তিনি।

পাশাপাশি, বর্তমান সময়ে দেশের আরও কয়েকটি রাজ্যে ভোটার তালিকায় নানা অসঙ্গতি বেরিয়ে এসেছে। দেখা গেছে, এক রাজ্যের ভোটার তালিকায় এপিক নম্বর এক, একাধিক বহিরাজ্যের ভোটারের নাম তালিকাভুক্ত করা আছে এবং এক্ষেত্রেও যে সমস্ত নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছে তারা প্রায় সকলেই বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে অবস্থান করছে এসব থেকেই বোঝা যাচ্ছে বিজেপি গোটা দেশেই আর নির্বাচক মন্ডলীর উপর ভরসা রাখতে পারছে না। তাদের দেশ বিরোধী এবং জনবিরোধী নীতি ও কার্যকলাপগুলো যত বেশি বেশি উন্মোচিত হচ্ছে ততই গোটা দেশেরই সাধারণ মানুষের ক্রমশ মোহমুক্তি ঘটছে। তাই বিজেপি তার এক দেশ এক দল এক ভোট এক নেতা শাসন কায়েমের লক্ষ্যে সমস্ত অনৈতিক পথ অবলম্বন করে চলছে। এসবের বিরুদ্ধে জাতীয় কংগ্রেস অন্যান্য বিজেপি বিরোধী ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলোকে সাথে নিয়ে সংসদের ভেতরে সংসদের বাইরে লড়াইয়ের পাশাপাশি আইনি লড়াই জারি রেখেছে। এর সাথে জাতীয় কংগ্রেস সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে বিজেপির এই অনৈতিক কার্যকলাপ এবং নির্বাচন কমিশনকে নগ্নভাবে ব্যবহার করা এসবের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার প্রশ্নে গোটা দেশে প্রচার আন্দোলন সংগঠিত করা হবে। পাশাপাশি নির্বাচনের সমস্ত অনৈতিক কার্যকলাপকে রুখে দিতে প্রতিটি বুথে দ্রুত বুথ কমিটি গঠন সহ সংগঠনকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলে নিপুণভাবে ভোটার লিস্ট নির্ভুল করার ক্ষেত্রে সার্বিক উদ্যোগ গ্রহণ করার।

ত্রিপুরার একজন উৎসাহী পর্বতারোহীকে অভিবাদন জানাই আসাম রাইফেলস

আগরতলা, ১৪ মার্চ: বিশ্বের শীর্ষে অসাধারণ যাত্রায় ত্রিপুরার একজন উৎসাহী পর্বতারোহীর উপর গর্বিত বোধ করে আসাম রাইফেলস।

এক বিবৃতিতে আসাম রাইফেলস তরফ থেকে জানানো হয়েছে, বিশ্বের শীর্ষে অসাধারণ যাত্রায় ত্রিপুরার গট্টদ্রা০৭ঙ্ক-কে সমর্থন করতে পেরে গর্বিতবোধ করে আসাম রাইফেলস। সাইকেল চালিয়ে ফাপলু পর্যন্ত এভারেস্ট বেস ক্যাম্পে ট্রেকিং, মাউন্ট এভারেস্টের চূড়ায় ওঠা এবং এভারেস্ট ম্যারাথন দৌড় ছিল তাঁর মিশন। ওই মিশনটিকে সহনশীলতা, স্থিতিস্থাপকতা এবং প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে বাস্তবায়িত করা সত্যিকারের পরীক্ষা ছিল। আসাম রাইফেলস তাঁকে অভিবাদন জানিয়েছে এবং এই ঐতিহাসিক কৃতিত্বে তার সাফল্য কামনা করে।

বিএসএফ'র হোলি উৎসব, লঙ্কামুড়া বিওপিতে আনন্দোচ্ছ্বাস

আগরতলা, ১৪ মার্চ: প্রতিবছরে মতো এবছরও হোলির উৎসবে মাতলেন বিএসএফ জওয়ানরা। আজ লঙ্কামুড়ায় বিওপিতে একে অপরকে রঙ মাখিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তাঁরা। প্রসঙ্গত, হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিভিন্ন উৎসবগুলির মধ্যে হোলি উৎসব অন্যতম উৎসব। হোলি উৎসব আমাদের জীবনে অনেক আনন্দ উল্লাস নিয়ে আসে। এদিন প্রিজনদের সঙ্গে আবির কিংবা অন্যান্য রকমারী রঙ দিয়ে রাঙিয়ে দিয়ে আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠেন কিশোর কিশোরী, যুবক যুবতি সহ সব বয়সের মানুষজনরাই। হোলি উৎসব মূলত, হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের উৎসব হলেও তা এখন নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নেই।

এদিন এক বিএসএফ জওয়ান বলেন, হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিভিন্ন উৎসবগুলির মধ্যে হোলি উৎসব অন্যতম উৎসব। সব ধর্মবর্ণের মানুষজন হোলির আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠেন এবং আনন্দ উল্লাস ভাগ করে নেয়। আজ লঙ্কামুড়ায় বিওপিতে জওয়ানরা রঙের উৎসবে মেতে উঠেছেন। এদিন তিনি গোরা রাজ্যবাসীকে হোলির শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

করল ডোনার মন্ত্রক

● প্রথম পাতার পর

গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ডোনার মন্ত্রক বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে যে সরকারি-বেসরকারী অংশীদারিত্বের (পিপিপিএস) উপর জোর দিয়ে অগ্রাধিকার খাতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করার কৌশল অবলম্বন করতে হবে। আরো বলা হয়েছে যে ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি এবং বিনিয়োগকারীদের উদ্বেগ নিরসনে নীতি সংস্কারের পরামর্শ দেবে টাস্কফোর্স। আর এই টাস্ক ফোর্স গঠন করার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ''বিকশিত ভারত'' গড়ে তোলার স্বপ্ন বাস্তবায়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে।

নির্মাণে মউ স্বাক্ষর

● প্রথম পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই হোটেল গড়ে তোলার পেছনে আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন। ত্রিপুরা রাজ্যের পর্যটন স্থলগুলি খুবই উৎকৃষ্ট মানের। যা অনেকেই জানেন না। আর এই হোটেলে যারা থাকতে আসবেন তারা ভ্রমনের উদ্দেশ্যে রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রে যাবেন। এতে রাজ্যের পর্যটন সম্ভাবনা আরো বৃদ্ধি পাবে। সেই সঙ্গে এই হোটেলের মাধ্যমে প্রায় ২০০''র মতো কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। পুষ্পবন্ত প্যালেসের জমিতে প্রায় ২৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে এই বিশ্বমানের প্যালেস হোটেল গড়ে তোলা হবে। যা তৈরি হবে সম্পূর্ণ রাজ ঘরানার আদলে।

এসেছে ঃ অমিত শাহ

● প্রথম পাতার পর

ইতহাস দেশব্যাপী ছড়ানোর পেছনে যাঁর হাত তিনি অসমের বর্তমান জনপ্রিয় ও তড়িৎকর্মা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।'

লাচিত বড়ফুকনকে জাতীয় স্বীকৃতি প্রদানের ওপর জোর দিয়ে অমিত শাহ বলেন, 'এই বীর যোদ্ধা মুঘলদের বিরুদ্ধে অসীম লড়াই করেছিলেন। মুঘলদের অসম দখলের স্বপ্নে ভঙ্গ দিয়ে দিল্লি ফেরত পাঠিয়েছিলেন এই বীর। অসমকে রক্ষা করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তিনি।'

প্রসঙ্গক্রমে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিগত দিনে বিভিন্ন সরকারের কাছ থেকে অসম যে আর্থিক সহায়তা পেয়েছে তার তুলনাও করেছেন। বলেন, 'কংগ্রেসের ১০ বছরের শাসনামলে অসম ১.২৭ লক্ষ কোটি টাকা অনুদান সহায়তা হিসেবে পেয়েছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মোদীর শাসনামলে এই পরিমাণ ৪.৯৫ লক্ষ কোটি টাকা হয়েছে, যা কংগ্রেসের প্রদত্ত অর্থের চেয়ে চারগুণ বেশি। কেন অসমকে উপেক্ষা করল কংগ্রেস, কেন এখানে শান্তি সম্প্রীতি বিরাজিত হতে দিল না? তবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শাসনামলে অসমে সবকিছু পুনরুদ্ধার হয়েছে।'

অমিত শাহ বলেন, 'সাম্প্রতিককালে ১০ হাজারের বেশি যুবক তাঁদের অস্ত্র সমর্পণ করে সমাজের মূলস্রোতে ফিরে এসেছে।' অসমে শান্তি ফিরিয়ে আনার কৃতিত্ব দিয়েছেন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের স্থিতিশীলতা ও উন্নয়নের ধারাবাহিক প্রচেষ্টাকে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীন বলেন, একসময়ের জঙ্গিপনা, সন্ত্রাসরাজ ও অস্থিরতায় জর্জরিত অসম প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে এক রূপান্তরকামী পরিবর্তন দেখছে।

অনুষ্ঠানে শ্রী শাহ বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রচেষ্টার ফলে রাজ্যের প্রায় সমস্ত জঙ্গি গোষ্ঠী শান্তি আলোচনার জন্য এগিয়ে এসেছে এবং অনেকে আত্মসমর্পণ করেছে। তিনি বলেন, রাজ্যে কোনও হিংসার পরিবেশ নেই এবং এর ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান দারুন ভাবে লাভবান হচ্ছে। যা, স্বাভাবিক ভাবেই তরুণদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিচ্ছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও জানান যে, কেন্দ্র রাজ্যের জন্য ৩ লক্ষ কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদন দেবে এবং এই প্রকল্প পরিকাঠামো ক্ষেত্রকে উজ্জীবিত করবে।

এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত শ্রী বিশ্ব শর্মা বলেন, এদিনটি অসম পুলিশের জন্য একটি ঐতিহাসিক দিন এবং কিংবদন্তি অহম জেনারেল লাচিত বরফুকনের জন্য যথাযথ শ্রদ্ধাঞ্জলি স্বরূপ। মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্য সরকার একই ক্যাম্পাসে একটি পুলিশ মেডিকেল কলেজ স্থাপনেরও পরিকল্পনা করছে। শ্রী শর্মা আরও বলেন যে, গত কয়েক দশকের তুলনায় রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বর্তমানে সবচেয়ে ভাল এবং অপরাধের হার ৫০ শতাংশেরও বেশি হ্রাস পেয়েছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় বন্দর, জাহাজ চলাচল ও জলপথ মন্ত্রী শ্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালও। শ্রী সোনোয়াল বলেন, এই অত্যাধুনিক পুলিশ অ্যাকাডেমি বর্তমান যুগের অপরাধ মোকাবিলার জন্য দেশের সেরা পুলিশ বাহিনী তৈরি করবে। দেরগাঁও-এ অনুষ্ঠানের পর শ্রী শাহ বিকেলে আইজল-এ অসম রাইফেলসের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে মিজোরামের উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং সন্ধ্যায় গুয়াহাটিতে ফিরে আসার কথা রয়েছে। আগামীকাল রোববার শ্রী শাহ অসমের কোকরাঝাড় জেলার ডটমায় অল বোড়ো স্টুডেন্টস ইউনিয়নের ৫৭তম বার্ষিক সম্মেলনে ভাষণ দেবেন এবং পরে গুয়াহাটিতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে নতুন তিন ফৌজদারি আইন রূপায়ণ বিষয়ে পর্যালোচনা বৈঠকে পৌরোহিত্য করবেন। এই বৈঠকে উত্তর পূর্বের সকল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা উপস্থিত থাকবেন।

সিগারেট বাজেয়াপ্ত

● আটের পাতার পর

জেলায় ১৯৫ কার্টুন বিদেশী সিগারেট বাজেয়াপ্ত করে। যার বাজারমূল্য ১.৯৫ কোটি টাকা হবে। জব্দকৃত পণ্য তদন্ত ও আইনি প্রক্রিয়ার জন্য কাস্টমস বিভাগের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এই অভিযানটি চোরাচালান কার্যক্রম দমনে এবং এই অঞ্চলে বর্ধিত সতর্কতা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আসাম রাইফেলস।

াঙ্গন

এমবিবি স্টেডিয়ামে ভিজ্জি ট্রফির ফাইনালে আজ ওয়েস্ট - সাউথ জোন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ভিজ্জি ট্রফি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ আগামীকাল (রবিবার) অনুষ্ঠিত হচ্ছে। খেলা রাজধানীর এমবিবি স্টেডিয়ামে। শুরু হবে সকাল সাড়ে আটটায়। ৫০ ওভারের এক দিবসীয় ম্যাচ। খেলা হবে ওয়েস্ট জোন বনাম দক্ষিণ জোন বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট টিমের মধ্যে। এবারই প্রথম ত্রিপুরায় এই বিশ্ববিদ্যালয় স্তরীয় আন্তঃ জোন ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ত্রিপুরায় তথা আগরতলায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। উল্লেখ্য, ১০ মার্চ থেকে চারটি জোনের মধ্যে সিঙ্গেল লীগ প্রথায় ছয়টি ম্যাচের শেষে লীগ তালিকায় সেরা দুটি দল আগামীকাল ফাইনাল ম্যাচে পরস্পরের মুখোমুখি হচ্ছে। ১০ মার্চ পশ্চিম জোন সাত উইকেটে এর ব্যবধানে দক্ষিণ জোনকে পরাজিত করে। বারো মার্চ পশ্চিম জোন ২৩২ রানের বিশাল ব্যবধানে উত্তর জোনকে হারিয়ে ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র ছিনিয়ে নেয়। ১৪ জোন তৃতীয় ম্যাচে ইস্ট জোনকে ৭৬ রানে হারিয়ে অপরাজিত গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে ফাইনালে নিজেদের খেতাবের দাবিদার করে তুলে। এদিকে দক্ষিণ জোন ১০ মার্চ প্রথম ম্যাচে পরাজিত হলেও ১২ মার্চ দ্বিতীয় খেলায় ইস্ট জোন কে ৪ উইকেটে এবং ১৪ মার্চ তৃতীয় ম্যাচে নর্থ জোনকে ৫ উইকেটে পরাজিত করে ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে নেয়। লীগ ম্যাচের প্রথম দিনে পিটিএজি গ্রাউন্ডে পশ্চিম জোন ৭ উইকেটে সাউথ জোনকে পরাজিত করলেও খেতাবি লড়াইয়ে সাউথ জোন মোক্ষম জবাব দিয়ে চ্যাম্পিয়ন হতে চাইছে। ওই ম্যাচে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে সাউথ জোন ৪৬.২ ওভার খেলে ২০২ রানে ইনিংস শেষ করলে জবাবে ওয়েস্ট জোন ৩৫ ওভার খেলে তিন উইকেট হারিয়েই জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। এখন দেখার বিষয়, আগামীকাল (রবিবার) ফাইনাল ম্যাচে কোনদল চ্যাম্পিয়ন ট্রফি জয় করতে পারে। বলা বাহুল্য, আগামীকাল খেলা শেষে এমবিবি স্টেডিয়ামে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হবে। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তপন লোধ, সহ-সভাপতি উপানন্দ দেববর্মা, সম্পাদক সুব্রত দে, কোষাধ্যক্ষ বাসুদেব চক্রবর্তী সহ সকলেই উপস্থিত থাকবেন।

অল ইংল্যান্ড ওপেন ব্যাডমিন্টনে প্রথম রাউন্ডে হার সিন্ধু-প্রণয়ের, জিতলেন লক্ষ্য-মালবিকা

অল ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টনের প্রথম রাউন্ডেই ছিটকে গেলেন পিভি সিন্ধু। দক্ষিণ কোরিয়ার কিম গা ইউনের কাছে ২১-১৯, ১৩-২১, ১৩-২১ ব্যবধানে হারলেন দু'বারের অলিম্পিক্স পদকজয়ী। পুরুষদের সিঙ্গলসে প্রথম রাউন্ডে হেরে গিয়েছেন এইচএস প্রণয়ও। দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন লক্ষ্য সেন এবং মালবিকা বনসোদ।ঐতিহ্যবাহী অল ইংল্যান্ড ওপেন ব্যাডমিন্টনের শুরুতেই জোড়া বিপর্যয় ভারতের। প্রথম রাউন্ডেই অপ্রত্যাশিত ভাবে হেরে গেলেন সিন্ধু। বিশ্বের ২১ নম্বর দক্ষিণ কোরিয়ার ইউনের বিরুদ্ধে শুরুটা খারাপ করেননি। কিন্তু খেলা এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াইয়ে পেরে ওঠেননি সিন্ধু। এ দিন কোর্টে ঘণ্টাখানেকের লড়াইয়ে সিন্ধুকে বেশ মন্থর দেখিয়েছে। কোর্টের এক প্রান্ত থেকে দ্রুত অন্য প্রান্তে পৌঁছতে পারেননি। ঘাটতি দেখা গিয়েছে রিফ্লেক্সেও। সিন্ধুর মতোই হতাশ করেছেন প্রণয়ও। ফ্রান্সের টোমা জুনিয়র পোপোভের কাছে ১৯-২১, ১৬-২১ ব্যবধানে হেরে গিয়েছেন তিনি। ৫৩ মিনিটের লড়াইয়ে প্রতিপক্ষকে তেমন কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলতে পারেননি তিনি।পুরুষদের সিঙ্গলসে ভারতের আশা জিইয়ে রেখেছেন লক্ষ্য। তিনি প্রথম রাউন্ডে বিশ্বের ৩৭ নম্বর চিনা তাইপের সু লি-ইয়াংকে হারিয়েছেন ১৩-২১, ২১-১৭, ২১-১৫ ব্যবধানে। শুরুটা ভাল করতে না পারলেও ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিটের লড়াইয়ের মাঝামাঝি সময় থেকে খেলার রাশ নিজের র‍্যাকেটে তুলে নেন বিশ্বের ১৫ নম্বর লক্ষ্য। তার পর আর প্রতিপক্ষকে বিশেষ সুযোগ দেননি তিনি। অন্য দিকে, মহিলাদের সিঙ্গলসে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন মালবিকা। বিশ্বের ২৮ নম্বর মালবিকা এক রকম অঘটন ঘটিয়েছেন প্রথম রাউন্ডে। বিশ্বের ১২ নম্বর সিঙ্গাপুরের ইয়ো জিয়া মিনকে হারিয়েছেন ২১-১৩, ১০-২১, ২১-১৭ ব্যবধানে। দু'জনের মধ্যে ১ ঘণ্টা ৩ মিনিট লড়াই হয়। মহিলাদের ডাবলসের দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছে ভারতের গায়ত্রী গোপীচন্দ এবং তৃষা জলি জুটি। চিনা তাইপের জুটিকে সাং-ইউ জুটিকে হারিয়েছেন ২১-১৭, ২১-১৩ ব্যবধানে।মিক্সড ডাবসলের প্রথম রাউন্ডে হেরে গিয়েছে ভারতের সতীশ কুমার করুণাকরণ-আদ্যা ভারিয়াথ জুটি। চিনের জুটি গুয়ো জিং ওয়া-চেন ফাং হুই জুটির কাছে তাঁরা হেরেছেন ৬-২১, ১৫-২১ ব্যবধানে। তবে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছে ভারতের রোহন কপুর-রুত্বিকা শিবানী গড্ডে জুটি। তাঁরা ২১-১০, ১৭-২১, ২৪-২২ ব্যবধানে হারিয়েছেন চিনা তাইপের জুটি ইয়ে হং উই-নিকোলে গঞ্জালেস চ্যান জুটিকে।

আতলেতিকোকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টারে রিয়াল মাদ্রিদ, পেনাল্টি শট নিয়ে বিতর্ক

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে প্রতিবেশী রিয়াল মাদ্রিদের কাছে আরও এক বার হারল আতলেতিকো মাদ্রিদ। বুধবার রাতে ঘরের মাঠে রিয়ালকে নির্ধারিত সময়ে ১-০ হারালেও টাইব্রেকারে ২-৪ ব্যবধানে হেরে গেল আতলেতিকো। তবে টাইব্রেকারে জুলিয়ান আলভারেসের শট নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

কোয়ার্টার ফাইনালে আর্সেনালের বিরুদ্ধে খেলবে রিয়াল। শেষ আটে গিয়েছে বরুসিয়া ডর্টমুন্ড এবং অ্যাস্টন ভিলাও।প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে মাদ্রিদের দুই ক্লাব মুখোমুখি হয়েছিল। গত সপ্তাহে প্রথম পর্বে ২-১ জিতেছিল রিয়াল। বুধবার আতলেতিকো ১-০ জেতায় দুই পর্ব মিলিয়ে ফল হয় ২-২। আগে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে 'অ্যাওয়ে গোল রুল' থাকলেও এখন তা নেই। ফলে খেলা গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে। সেখানেও গোল না হওয়ায় পেনাল্টি শুটআউট হয়। তাতেই শেষ হাসি হাসে রিয়াল।প্রথম মিনিটেই গোল করে আতলেতিকোকে এগিয়ে দিয়েছিলেন কোনর গ্যালাঘার। বাকি সময়ে রিয়ালকে চাপে রেখেছিল আতলেতিকো। রিয়াল গোলরক্ষক থিবো কুর্তোয়া অন্তত চার বার দলের পতন আটকান। খেলার বিপরীতে গিয়ে ৭০ মিনিটে পেনাল্টি পেয়েছিল রিয়াল। বক্সের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছিল কিলিয়ান এমবাপেকে। তবে পেনাল্টি থেকে ভিনিসিয়াসের শট বারের উপর দিয়ে উড়ে যায়। সেটি গোল করে টাইব্রেকারের দরকারই পড়ত না।টাইব্রেকারে রিয়ালের হয়ে গোল করেন এমবাপে, জুড বেলিংহ্যাম, ফেদেরিকো ভালভার্দে এবং আন্তোনিয়া রুডিগার। লুকাস ভাজকুয়েজের শট আটকান আতলেতিকো গোলরক্ষক। তবে আলভারেজের শট নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। শট নেওয়ার সময় পিছলে গিয়েছিলেন আর্জেন্টিনার ফুটবলার। তাঁর বাঁ পা আগে বলের সঙ্গে লাগে। মাটিতে পড়তে পড়তেই ডান পায়ের শটে গোল করেন।

প্রথমে রেফারি বুঝতে পারেননি। রিয়াল গোলরক্ষক কুর্তোয়া আবেদন করেন। পরে ভিডিয়ো অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি (ভার) জানান, বলে দু'বার আলভারেজের পা লেগেছে। ফলে নিয়ম অনুযায়ী সেই গোল বাতিল করা হয়।

এর পর আতলেতিকোর মার্কোস লোরেন্তে শট মিসকরলে রিয়াল এগিয়ে যায়। পঞ্চম শটে রুডিগার রিয়ালের জয় নিশ্চিত করেন।ম্যাচের পর কুর্তোয়া বলেন, "আমি বুঝেছিলাম বলে দু'বার পা লেগেছে। ভাগ্য খারাপ থাকার জন্যই ছিটকে গেল আতলেতিকো।" রিয়ালের কোচ কার্লো আনচেলোত্তি এবং আতলেতিকো কোচ দিয়েগো সিমিয়োনে, দু'জনেই দাবি করেছেন বলে দু'বার পা লাগার ঘটনা দেখেননি। তবে সিমিয়োনে বলেছেন, "কিছু দেখতে পেয়েছে বলেই ভার গোল বাতিল করেছে।"বুধবার ঘরের মাঠে পিএসভি আইন্দোভেনের সঙ্গে ২-২ ড্র করেছে আর্সেনাল। তবে প্রথম পর্বে ৭-১ জিতে থাকার সুবাদে সহজেই কোয়ার্টার ফাইনালে গিয়েছে তারা। ডর্টমুন্ড ২-১ হারিয়েছে লিল-কে। ভিলা ৩-১ হারিয়েছে ক্লাব ব্রুজকে।

ইডেনে শুরু নাইটদের চূড়ান্ত প্রস্তুতি পর্ব, অনুশীলনের আগে উইকেট পুজো অধিনায়ক রাহানের

গত বারের মতো এ বারেও ইডেনে উইকেট পুজো করে মরসুম শুরু করলেন অজিঙ্ক রাহানেরা। ২২ মার্চ থেকে শুরু আইপিএল। তার আগে বুধবার থেকে শুরু হল কলকাতা নাইট রাইডার্সের চূড়ান্ত অনুশীলন পর্ব। তার আগে উইকেট পুজো করলেন অধিনায়ক রাহানে। সঙ্গী কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত। গত বার ইডেনে উইকেট পুজো করেছিলেন রিঙ্কু সিংহ। গত বার আইপিএলও জিতেছিল কেকেআর। এ বারেও তাই উইকেট পুজো করে শুরু করল তারা। বুধবার থেকে অনুশীলন শুরু হলেও দলের সব ক্রিকেটারেরা উপস্থিত ছিলেন না। এখনও পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ী দলের বরুণ চক্রবর্তী এবং হর্ষিত রানা দলে যোগ দেননি। চোট পুরোপুরি সারেনি বলে যোগ দেননি উমরান মালিকও। তবে ইতিমধ্যেই কোচ, অধিনায়ক ছাড়াও শহরে চলে এসেছেন কুইন্টন ডি'কক, এনরিখ নোখিয়ে, মণীশ পাণ্ডের মতো ক্রিকেটারেরা। বুধবারই শহরে এসেছেন আন্দ্রে রাসেল, সুনীল নারাইনেরাও। অনুশীলনও করেছেন। কিছু দিনের মধ্যেই পুরো দল অনুশীলন শুরু করে দেবে। বুধবার বিকেলে তিন ঘণ্টা অনুশীলন করে কেকেআর। এ বারের প্রতিযোগিতা শুরু হচ্ছে ২২ মার্চ। যে হেতু কেকেআর গত বারের চ্যাম্পিয়ন, তাই তাদের ম্যাচ দিয়েই প্রতিযোগিতা শুরু হচ্ছে। ইডেনেই হবে আইপিএলের উদ্বোধন। প্রথম ম্যাচে নাইটদের সামনে বিরাট কোহলিদের রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। নিয়ম মেনে চ্যাম্পিয়ন দলের শহরেই হবে ফাইনাল। তাই এ বারের ফাইনালও হবে ইডেনে।লিগে ১৪টি ম্যাচের মধ্যে সাতটি ম্যাচ হবে ইডেনে। ২২ মার্চ বেঙ্গালুরু, ৩ এপ্রিল হায়দরাবাদ, ৬ এপ্রিল লখনউ, ২১ এপ্রিল গুজরাত, ২৬ এপ্রিল পঞ্জাব, ৪ মে রাজস্থান, ৭ মে চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে খেলবে কেকেআর। ২৬ মার্চ রাজস্থান, ৩১ মার্চ মুম্বই, ১১ এপ্রিল চেন্নাই, ১৫ এপ্রিল পঞ্জাব, ২৯ এপ্রিল দিল্লি, ১০ মে হায়দরাবাদ ও ১৭ মে বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলবে তারা।

আমেরিকায় প্রয়াত ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার আবিদ আলি, ২৯টি টেস্ট খেলেছিলেন দেশের হয়ে

প্রয়াত ভারতের প্রাক্তন অলরাউন্ডার সৈয়দ আবিদ আলি। বেশ কিছু দিন রোগ ভোগের পর বুধবার ক্যালিফোর্নিয়ায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। মৃত্যুকালে আবিদের বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত ভারতের হয়ে ২৯টি টেস্ট খেলেছিলেন। দেশের হয়ে পাঁচটি এক দিনের ম্যাচও খেলেছেন আবিদ।সমাজমাধ্যমে আবিদের মৃত্যু সংবাদ জানিয়েছেন তাঁর আত্মীয় এবং নর্থ আমেরিকা ক্রিকেট লিগের কর্তা রেজা খান। হায়দারাবাদের হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতেন আবিদ। মূলত লোয়ার মিডল অর্ডারে ব্যাট করতেন। জোরে বোলার হিসাবেও দক্ষ ছিলেন। ১৯৬৭ সালের ২৩ ডিসেম্বর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট অভিষেক হয় আবিদের। শেষ টেস্ট খেলেন ১৯৭৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর থেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে। ২৯টি টেস্টে ২০.৩৬ গড়ে ১০১৮ রান রয়েছে তাঁর। রয়েছে ছ'টি অর্ধশতরানের ইনিংস। লাল বলের ক্রিকেটে তাঁর সর্বোচ্চ রান ৮১। বল হাতে ৪২.১২ গড়ে নিয়েছিলেন ৪৭টি উইকেট। টেস্টে তাঁর সেরা বোলিং ৫৫ রানে ৬ উইকেট। এ ছাড়া দেশের হয়ে পাঁচটি এক দিনের ম্যাচে ৯৩ রানে করেন। সর্বোচ্চ ৭০। ২৬.৭১ গড়ে নেন সাতটি উইকেট।প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ২১২টি ম্যাচ খেলেছিলেন প্রয়াত অলরাউন্ডার। ১৩টি শতরান, ৩১টি অর্ধশতরান-সহ তাঁর সংগ্রহে রয়েছে ৮৭৩২ রান। সর্বোচ্চ অপরাজিত ১৭৩। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৩৯৭টি উইকেট রয়েছে আবিদের।

উত্তরপ্রদেশে জাতীয় বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিতে রাজ্য দল যাচ্ছে ১৮ই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্য দল গঠিত। তিনজন খেলোয়াড় এবং একজন কোচ নিয়ে ৪ সদস্য বিশিষ্ট রাজ্য দল আগামী ১৮ মার্চ উত্তরপ্রদেশের উদ্দেশ্যে রেলপথে রওয়ানা হবে। ২০ মার্চ বিকেলে প্রতিযোগিতা স্থলে রিপোর্টিং এর পর সেখানটায় প্রতিযোগিতার সিডিউল তৈরি হবে এবং মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা শুরু হবে ২১ মার্চ সকাল থেকে। সিনিয়র ন্যাশনাল বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ। এবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে উত্তরপ্রদেশের নয়ডাতে। ৮ম এলিট মহিলা বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে ফেডারেশনের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে ত্রিপুরা অ্যামেচার বক্সিং এসোসিয়েশন এর পক্ষ থেকে ত্রিপুরার বক্সাররা সেখানে প্রতিনিধিত্ব করতে যাচ্ছে। রাজ্য দল গঠনের উদ্দেশ্যে আজ, শনিবার বেলা সাড়ে এগারোটা থেকে এনএসআরসিসি-র বক্সিং হল-এ এক সিলেকশন ট্রায়াল অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় আসরে অংশগ্রহণকারী কোচ এবং ট্রেনাররা সিলেকশন ট্রায়ালে অংশগ্রহণকারী ৯ জন মহিলা বক্সার থেকে বাছাইকৃত তিন জনের নাম ঘোষণা করেন। রাজ্য দলের হয়ে বাছাইকৃত বক্সাররা হলেন ৪৫ থেকে ৪৮ কেজি বিভাগে রেজিনা দেববর্মা, ৫১ থেকে ৫৪ কেজি বিভাগে ট্রেসি ডারলং, ৫৭ থেকে ৬০ কেজি বিভাগে দিবা রাজাক। কোচ হিসেবে যাচ্ছেন ভাস্কর শীল। আরও দুদিন রাজ্য দলের বক্সাররা প্রয়োজনীয় প্র্যাকটিস করবে এবং ১৮ মার্চ রেল পথে আগরতলা থেকে রওয়ানা হবে। ত্রিপুরা এ্যামেচার বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের সচিব সমীর সাহা রাজ্য দলের খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণা করেছেন এবং এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন।

ফিলিপ্স, স্মিথকে পিছনে ফেলে সেরা শুভমন, জিতলেন আইসিসির শিরোপা

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজে ভাল পারফরম্যন্সের পর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও ভাল পারফরম্যান্স করেছেন শুভমন গিল। ভারতের তরুণ ব্যাটারকে ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের পুরস্কার দিল ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)।অস্ট্রেলিয়ার স্টিভ স্মিথ এবং নিউ জিল্যান্ডের গ্লেন ফিলিপসের সঙ্গে ফেব্রুয়ারি মাসের সেরা ক্রিকেটার হওয়ার লড়াই ছিল শুভমনের। সেই লড়াইয়ে শেষ হাসি হাসলেন ভারতের তরুণ ওপেনার। তাঁকেই ফেব্রুয়ারি মাসের সেরা ক্রিকেটার হিসাবে বেছে নিল আইসিসি। ফেব্রুয়ারি মাসে পাঁচটি এক দিনের ম্যাচ খেলে শুভমন করেছিলেন ৪০৬ রান। তাঁর গড় ১০১.৫০। স্ট্রাইক রেট ৯৪.১৯। টানা তিনটি ম্যাচে ৫০-এর বেশি রান করেছেন। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম এক দিনের ম্যাচে নাগপুরের ২২ গজে শুভমন করেন ৮৭ রান। তার পর দ্বিতীয় ম্যাচে কটকে করেন ৬০ রান। জস বাটলারের দলের বিরুদ্ধে অহমদাবাদে তৃতীয় এক দিনের ম্যাচে শুভমনের ব্যাট থেকে এসেছিল ১১২ বলে ১০২ রানের ইনিংস। সিরিজের সেরা ক্রিকেটারও হয়েছিলেন শুভমন। তাঁর এই পারফরম্যান্সকে উপেক্ষা করতে পারেননি আইসিসি কর্তৃপক্ষও। আইসিসির সেরা ক্রিকেটার হয়ে উচ্ছ্বসিত শুভমন। তিনি বলেছেন, "দলের সাফল্যে অবদান রাখতে পারলে সব সময় ভাল লাগে। সেই অবদান স্বীকৃতি পেলে আরও বেশি ভাল লাগে। সব সময় ইতিবাচক ভাবনা নিয়ে মাঠে নামি। প্রতিটি সুযোগ কাজে লাগানোর চেষ্টা করি।" আগামী ২২ মার্চ থেকে শুরু হবে আইপিএল। এ বারও গুজরাত টাইটান্সকে নেতৃত্ব দেবেন শুভমন।

সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-টোয়েন্টি লীগ ক্রিকেটের ছয়টি ম্যাচ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। তিন মাঠে ছয়টি ম্যাচ। টিসিএ আয়োজিত সিনিয়র ক্লাব লীগ টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের। সমীরণ চক্রবর্তী মেমোরিয়াল টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট এখন বেশ জমজমাট পর্যায়ে। ৭ মার্চ থেকে ১৪ দলীয় এই ক্লাব লীগ টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে। আগামীকাল ষষ্ঠ দিনের খেলায় তিন মাঠে দু-বেলা করে ছটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে সকাল পৌনে নয়টায় স্ফুলিঙ্গ খেলবে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস এর বিরুদ্ধে। টিআইটি গ্রাউন্ডে একই সময়ে চলমান সংঘ এবং ইউনাইটেড বি এস টি পরস্পরের মুখোমুখি হবে। মেলাঘরে শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে সকাল ৯ টায় ব্লাড মাউথ এবং ওল্ড প্লে সেন্টার পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। পিটিএজি গ্রাউন্ডে বেলা একটায় কসমোপলিটন খেলবে বিসিসি-র বিরুদ্ধে। টিআইটি গ্রাউন্ডে বেলা একটায় শতদল ও পোলস্টার পরস্পরের মুখোমুখি হবে। মেলাঘরে শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে বেলা সোয়া একটায় সংহতি ও মৌচাক পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। উল্লেখ্য, গ্রুপ এ তে ব্লাডমাউথ এ পর্যন্ত চারটি ম্যাচের সব কটিতে জয়ী হয়ে অপরাজিত ভূমিকায় ১৬ পয়েন্ট নিয়ে এককভাবে তালিকার শীর্ষে অবস্থান করছে। ওপিসি এবং হারভে দুটি করে ম্যাচে জয়ী হয়ে সম সংখ্যক ৮ পয়েন্ট করে পেলেও রানের গড়ের হিসেবে ওপিসি দ্বিতীয় শীর্ষে এবং হারভে তৃতীয় স্থানে। গ্রুপ বি তে কসমোপলিটন, স্ফুলিঙ্গ জেসিসি এবং ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস সমসংখক ৮ করে পয়েন্ট পেলেও রানের গড়ের হিসেবে কসমোপলিটন শীর্ষে এবং স্ফুলিঙ্গ দ্বিতীয় শীর্ষে অবস্থান করছে।

ম্যারাথনের মাঝে পাল্টে গেল বিব ! অন্যের হয়ে দৌড়ে নির্বাসিত দৌড়বিদ, শাস্তি আরও দু'জনকে

তিন জন দৌড়বিদকে নির্বাসিত করল ভারতীয় অ্যাথলেটিক্স সংস্থা। গত মাসে নয়াদিল্লিতে একটি ম্যারাথনে তাঁরা অন্যের হয়ে দৌড়েছিলেন। ভারতীয় রেলে কর্মরত এক চিকিৎসকের স্ত্রীয়ের সঙ্গে বিব পাল্টে দৌড়েছিলেন তাঁদের এক জন। ২৩ ফেব্রুয়ারি ছিল প্রতিযোগিতা। ম্যারাথনের মাঝে পাল্টে যায় দুই প্রতিযোগীর বিব।'দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'এর খবর অনুযায়ী, অন্যের নামে খেলতে নামা এক ধরনের প্রতারণা। সেই কারণে তিন দৌড়বিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। দু'বছরের জন্য নির্বাসিত করা হয়েছে তাঁদের। ম্যারাথনের এক আয়োজক নাগরাজ আদিগা বলেন, "নয়াদিল্লি ম্যারাথনে প্রতারণা হয়েছে। তিন জনকে আমরা নির্বাসিত করেছি। আগামী দিনে তাঁদের বিরুদ্ধে আরও কঠিন পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে।পুরো ম্যারাথনের ভিডিয়ো করা হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে এক চিকিৎসক রেলকর্মীর স্ত্রী শুরু করেছিলেন ম্যারাথন। তিনি যথেষ্ট মন্থর গতিতে শুরু করেন। পরে তাঁর গতি বেড়ে যায়। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, যে জায়গায় ওই প্রতিযোগীর গতি বেশি, সেখানে তাঁর বদলে অন্য এক দৌড়বিদ রয়েছেন। তাঁরা বিব পাল্টে নিয়েছিলেন। শুরু এবং শেষের গতি আলাদা ছিল। বিবগুলিতে এক ধরনের চিপ লাগানো ছিল। সেটার মাধ্যমেই গতির বদল ধরা পড়ে উল্লেখ্য, নির্বাসিত হওয়া দৌড়বিদ সংস্থায় চাকরি পেয়েছেন স্পোর্টস কোটার মাধ্যমে। তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি। যে মহিলার বিব নিয়ে তিনি দৌড়েছিলেন, তাঁর স্বামী ভারতীয় রেলের চিকিৎসক। তিনি বলেন, "আমার স্ত্রী ৩৪ কিলোমিটার পর্যন্ত দৌড়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন। সম্ভবত ভুল করে ওই ব্যক্তি আমার স্ত্রীয়ের বিব নিয়ে দৌড়েছিলেন।"

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভরাডুবির পর আবার অবসর ! আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে সরে গেলেন বাংলাদেশের মাহমুদুল্লা

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করলেন বাংলাদেশের প্রাক্তন অধিনায়ক মাহমুদুল্লা রিয়াদ। ৩৯ বছরের ক্রিকেটার বুধবার সমাজমাধ্যমে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। কয়েক দিন আগেই এক দিনের ক্রিকেট থেকে অবসর নেন উইকেটরক্ষক-ব্যাটার মুশফিকুর রহিম। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বাংলাদেশের ভরাডুবির পর দুই সিনিয়র ক্রিকেটারের ব্যর্থতা নিয়ে প্রবল সমালোচনা হয়।আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আর দেখা যাবে না মাহমুদুল্লাকে। বাংলাদেশ ক্রিকেটের সোনালি প্রজন্মের পঞ্চপাণ্ডবের অন্যতম ছিলেন মাহমুদুল্লা। মাশরাফি মোর্তাজা, তামিম ইকবাল আগেই অবসর নিয়েছিলেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে। শাকিব আল হাসান দেশের হয়ে খেলতে পারছেন না বাংলাদেশের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে। মুশফিকুর আগামী দিনে শুধু টেস্ট ক্রিকেট খেলবেন। ফলে মাহমুদুল্লার অবসর সাদা বলের ক্রিকেটে বাংলাদেশের সোনালি প্রজন্মের প্রতিনিধিত্ব এক রকম শেষ হয়ে গেল।কয়েক দিন আগেই মাহমুদুল্লা জানিয়েছিলেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে আর থাকতে চান না। তখনই ক্রিকেটপ্রেমীদের একাংশ আশঙ্কা করেছিলেন। বুধবার মাহমুদুল্লার ঘোষণায় সেই আশঙ্কাই সত্যি হল। অবসরের বার্তায় মাহমুদুল্লা লিখেছেন, "সব কিছু নিখুঁত ভাবে শেষ হয় না। তার পরও একটা সময় শেষ বলে সামনে এগিয়ে যেতে হয়। শান্তি...আলহামদুলিল্লাহ।"২০০৭ সালে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে এক দিনের আন্তর্জাতিক দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটজীবন শুরু করেছিলেন মাহমুদুল্লা। জাতীয় দলের শেষ ম্যাচটিও তাঁর এক দিনের। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি নিউ জিল্যান্ডে বিরুদ্ধে রাওয়ালপিন্ডিতে খেলেন সেই ম্যাচ। টেস্ট এবং টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট থেকে আগেই অবসর নিয়েছিলেন ৩৯ বছরের ক্রিকেটার। এ বার এক দিনের আন্তর্জাতিক থেকেও অবসর নিলেন।গত ১৮ বছরে দেশের হয়ে ২৩৯টি এক দিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে মাহমুদুল্লা করেছেন ৫৬৯ রান। তাঁর গড় ৩৬.৪৬। চারটি শতরান এবং ৩২টি অর্ধশতরান রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। দেশের হয়ে ৫০টি টেস্ট এবং ১৪১টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচও খেলেছেন তিনি। ৪৩টি ২০ ওভারের ম্যাচ এবং ছ'টি টেস্টে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

২০২৭ বিশ্বকাপ খেলতে চাইছেন রোহিত, ফিট থাকতে সাহায্য নিচ্ছেন প্রাক্তন কেকেআর কোচের

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জেতার পর জানিয়েছিলেন, অবসর নেবেন না। তার পরে ধোঁয়াশা রেখেছিলেন ২০২৭ বিশ্বকাপে খেলা নিয়েও। মুখে না বললেও সেই বিশ্বকাপে খেলার প্রস্তুতি এখন থেকেই শুরু করে দিতে চাইছেন রোহিত শর্মা। এ ব্যাপারে তিনি সাহায্য নিচ্ছেন কেকেআরের প্রাক্তন সহকারী কোচ তথা জাতীয় দলে গৌতম গম্ভীরের সহকারী অভিষেক নায়ারের।এক ওয়েবসাইটের প্রতিবেদন অনুযায়ী, নায়ারের সঙ্গে পরামর্শ করে নিজের ফিটনেস, ব্যাটিং এবং দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করবেন রোহিত। তাঁর অতি আগ্রাসী কৌশল ২০২৩ বিশ্বকাপ, ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এবং চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে কাজে লেগেছে।২০২৭ বিশ্বকাপের আগে আনুমানিক ২৭টি এক দিনের ম্যাচ রয়েছে। তার পরে বাড়তি ম্যাচ যোগ করা হলেও হতে পারে। রোহিত এই ম্যাচগুলি বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসাবেই খেলবেন। এ ব্যাপারে নায়ারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। সাম্প্রতিক কালে কেএল রাহুল, দীনেশ কার্তিকের মতো ক্রিকেটারেরা নায়ারের সঙ্গে কাজ করে সাফল্য পেয়েছেন। রাহুল একাধিক বার সাফল্যের পিছনে নায়ারকে কৃতিত্ব দিয়েছেন। অতীতে মুম্বই দলে নায়ার ছিলেন রোহিতের সতীর্থ। গত আইপিএলেও তৎকালীন কেকেআর সহকারী কোচ নায়ারের সঙ্গে একান্তে রোহিতকে কথা বলতে দেখা গিয়েছিল। এক দিনের ক্রিকেট খেলতে চাইলেও, আগামী দিনে রোহিতকে টেস্টে দেখা যাবে কি না তা বলা যাচ্ছে না। টেস্টে রোহিতের পারফরম্যান্সও আশাপ্রদ নয়। সিডনি টেস্টে নিজেই নিজেকে বাদ দিয়েছিলেন। রোহিত নিজে অবশ্য টেস্ট খেলতে আগ্রহী। তবে পুরোটাই নির্ভর করছে নির্বাচকদের উপরে। আপাতত রোহিতের নজর শুধুই আইপিএলে।

পর পর দু'বছর আইসিসি ট্রফি, তবু খিদে মিটছে না হার্দিকের

গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছিল ভারত। এ বছর জিতল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। পর পর দু'বছর দু'টি ট্রফি জিতলেও তৃপ্ত নন হার্দিক পাণ্ড্য। ২০১৭ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে হেরে যায় ভারত। সেই ম্যাচে ৪৩ বলে ৭৬ রান করেছিলেন হার্দিক। তবুও ম্যাচ হারতে হয়েছিল। সেই দুঃখ যদিও এ বারের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভুলে গিয়েছেন।

এ বারের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে মিডল অর্ডারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন হার্দিক। বল হাতেও তিনি ছিলেন

গোমতী নদী থেকে উদ্ধার নবজাতক মৃতদেহ

আগরতলা, ১৪ মার্চ: গোমতী নদীতে ভাসমান নবজাতক শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। মেলাঘর পুর নিগমের ৭ নং ওয়ার্ডের চর এলাকায় শিশুর মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মেলাঘর থানার পুলিশ খবর পেয়ে ছুটে এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ দুপুরে মেলাঘর থানার মেলাঘর পুর নিগমের ৭ নং ওয়ার্ডের চর এলাকার গোমতী নদীতে একটি নবজাতক শিশুর মৃতদেহ ভাসতে থাকে। ওই ঘটনাটি প্রথমে স্থানীয় এক ব্যক্তি প্রত্যক্ষ করতে পেরে খবর দিয়েছেন এলাকাবাসীদের। খবর পেয়ে মুহূর্তের মধ্যেই এলাকাবাসীরা গিয়ে ভিড় জমিয়েছেন। পরে এলাকাবাসী মেলাঘর থানায় খবর দিয়েছেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে মেলাঘর থানার পুলিশ ও মেলাঘর পুর পরিষদের এক আধিকারিক। পুলিশ নবজাতক শিশুটির মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল পাঠিয়েছে। তবে স্থানীয় এলাকাবাসী এবং পুলিশ কেউ এই নবজাতক শিশুটির পরিচয় জানতে পারেনি। এদিকে, কিভাবে নদীতে এই নবজাতক শিশুটির মৃত্যু হল তা খতিয়ে দেখছে মেলাঘর থানার পুলিশ। পুলিশের ধারণা, মৃত নবজাতক শিশুটির বয়স আনুমানিক ৩-৪ দিন হবে। নদীতে ওই নবজাতক শিশুর মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।

বিরোধীরা নেতিবাচক চিন্তাভাবনা নিয়ে চলাফেরা করেন : মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৪ মার্চ : বিরোধীরা নেতিবাচক চিন্তাভাবনা নিয়ে চলাফেরা করেন। আসলে অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে জনসম্মুখে বিভ্রান্তমূলক মন্তব্য করেছেন বিরোধীরা। তাই তাঁদের নির্বাচনে নোটার সাথে লড়াই করতে হয়। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের সামনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এভাবেই বিরোধীদের চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

তিনি বলেন, বিরোধীরা নিজেরাও সঠিকপথে চলতে জানে না। তাই অন্যদেরকেও চলতে দেয় না। তাই তাঁরা সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের মধ্যে ভুল ধরার চেষ্টা করেন। আসলে বিরোধীরা নেতিবাচক ভাবনাচিন্তা নিয়েই চলাফেরা করেন। তাঁদের নিয়ে কথা বলার প্রয়োজন নেই। তাঁর কথায়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি সরকার সমস্ত প্রতিশ্রুতি পালন করে যাচ্ছে। মহিলাদের স্বশক্তিকরণের উপর সরকার বিশেষ জোর দিয়েছে। তাই আজ রবীন্দ্র শর্তবার্ষিকী ভবনে মাধ্যমিক পাস ১৪০ জন মেধাবী ছাত্রীকে স্কুটি প্রদান করা হয়েছে। সরকারে এই উদ্যোগে ছাত্রীরা অনেক খুশি হয়েছে। অত্যন্ত বিরোধীদের সরকারের এই ভালো সিদ্ধান্তের জন্য ধন্যবাদ দেওয়া উচিত, কটাক্ষ করেন তিনি।

আইফা অ্যাওয়ার্ডস পুরস্কার প্রাপক

'লাপাতা লেডিসের' গল্পকার বিপ্লবকে সংবর্ধিত করলেন মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৪ মার্চ : জীবনে কিছু অর্জন করতে হলে পরিশ্রম করতে হয়। কাজের প্রতি শ্রদ্ধা ও আনন্দ থেকেই পরিশ্রম করার মানসিকতা গড়ে উঠে। একাগ্র চিত্তে পরিশ্রম, অনুশাসন, লক্ষ্যের প্রতি দৃঢ় মনোভাব এগিয়ে যাওয়ার মূল মন্ত্র। আজ ত্রিপুরা ফিল্ম এন্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের (টিএফটিআই) উপদেষ্টা তথা প্রখ্যাত চিত্রনাট্যকার, পরিচালক ও সম্পাদক বিপ্লব গোস্বামীকে সংবর্ধনা প্রদান করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। তিনি বলেন, ২৫তম ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডিয়ান ফিল্ম অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডস (আইফা) অনুষ্ঠানে বিপ্লব গোস্বামী বেস্ট স্টোরির (অরিজিন্যাল) জন্য পুরস্কৃত হওয়া রাজ্যবাসীর কাছে একটি গর্বের বিষয়। মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন রাজ্যের বর্তমান প্রজন্ম বিপ্লব গোস্বামীর মতো প্রখ্যাত ব্যক্তিদের দেখে অনুপ্রাণিত হবে। নজরুল কলাক্ষেত্রস্থিত টিএফটিআই পরিসরে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা শ্রী গোস্বামীকে ফুল, রিসা, স্মারক দিয়ে সংবর্ধনা প্রদান করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, টিএফটিআইকে আরও বড় পরিসরে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

উল্লেখ্য, প্রখ্যাত চিত্রনাট্যকার বিপ্লব গোস্বামীকে সম্প্রতি রাজস্থানের জয়পুরে অনুষ্ঠিত ২৫তম ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডিয়ান ফিল্ম অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডস অনুষ্ঠানে ''লাপাতা লেডিস'' হিন্দি ফিল্মের জন্য দ্য পপুলার ক্যাটাগরিতে বেস্ট স্টোরি (অরিজিন্যাল) পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী বলেন, ভবিষ্যতে টিএফটিআইতে ৬ মাসের সার্টিফিকেট ও ১ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। বক্তব্য রাখতে গিয়ে চিত্রনাট্যকার বিপ্লব গোস্বামী নিজের এই সফলতার জন্য রাজ্য ও রাজ্যবাসীকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, আইফা অ্যাওয়ার্ড পাওয়া অত্যন্ত আনন্দের বিষয় ও এক বিরল অনুভূতি।

আজকের এই অনুষ্ঠানে তাকে সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সোসাইটি ফর ম্যানেজমেন্ট অব কালচার‍্যাল কমপ্লেক্স''র চেয়ারম্যান নবেন্দু ভট্ট াচার্য্য, রাজ্য সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত চক্রবর্তী, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য্য।

মাতবাড়িতে পুজোর মধ্য দিয়ে জমাতিয়া হদার গড়িয়ার সূচনা

উদয়পুর, ১৫ মার্চ: প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও জমাতিয়া হদা আখড়ার উদ্যোগে এ বছর গড়িয়া পূজার প্রাক মুহূর্তে ত্রিপুরেশ ভৈরব এবং মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী দেবী কে পূজনের মাধ্যমে গড়িয়া পূজার সূচনা করা হয়। আজ প্রথমে উদয়পুর শিববাড়িতে ত্রিপুরেশ ভৈরব মন্দিরে চিড়া এবং চাল ছিটিয়ে গড়িয়া পূজার আহবান করা হয়। তারপর জমাতিয়া হাদার পক্ষ থেকে মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী দেবী কে পূজনের মাধ্যমে গড়িয়ার আহবান করা হয়।এই উপলক্ষে বিশাল সংখ্যক জনজাতি গোষ্ঠীর সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। শিববাড়ি বা মহাদেব বাড়িতে উদয়পুর বিভাগের ব্যবসায়ী সংঘের পক্ষ থেকে আগত ভক্তদের জল, বিস্কুট এবং চকলেট বিতরণ করা হয় । উদয়পুর ব্যবসায়ীর সংঘের পক্ষ থেকে আগত ভক্তদের চকলেট, বিস্কুট ও জল বিতরণে উপস্থিত ছিলেন উদয়পুর পুর পরিষদের পুর পিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার সহ ব্যবসায়ীর সংঘের পদাধিকারী বিধানচন্দ্র সাহা, দিলীপ ভৌমিক ও অন্যান্য ইউনিটের ব্যবসায়ীবৃন্দ।ত্রিপুরেশ ভৈরবকে পূজার মাধ্যমে আহবান করার পর জনজাতি গুষ্টির সনাতনী ভক্তরা মাতাবাড়িতে মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মাকে পূজার মাধ্যমে গড়িয়া পুজোর আহবান করেন।এই উপলক্ষে মাতাবাড়িতে বিশাল সংখ্যক জনজাতি গোষ্ঠীর সনাতনী ভক্তদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।মাতাবাড়ি উন্নয়ন কমিটি পক্ষ থেকে আগত ভক্তদের প্রসাদ হিসেবে পর্যাপ্ত পরিমাণে খিচুড়ির ব্যবস্থা করা হয়। জমাতিয়া হদা ও জনজাতি গোষ্টির সনাতনী ভক্তদের মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী দেবীকে আহবানের পূর্বে প্রথাগত নিয়ম অনুযায়ী মন্দিরের আজকের দিনের পুরোহিত নিত্যনৈমিত্তিক রীতি অনুসারে মায়ের পূজা শেষ করেন। তারপরেই জমাতিয়া হদা এবং জনজাতি গোষ্টির সনাতনী ভক্তরা মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী দেবীকে পূজা করে গড়িয়া আহবান করেন। পরবর্তী পর্যায়ে বা দ্বিতীয় স্তরে গোমতী নদীতে পুজনের মাধ্যমে গঙ্গাকে মানিয়ে গড়িয়ার আহবান করা হবে।আজকে জমাতিয়া হদা ও জনজাতি গোষ্ঠীর ত্রিপুরেশ ভৈরব ও মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী কে পূজনের মাধ্যমে গড়িয়ার আহবান অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক জনজাতি গোষ্টির সনাতনী ভক্তদের উপস্থিতি ছিলো লক্ষ্যনীয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয় এবং ইন্ডিয়ান রেডক্রস সোসাইটির পক্ষ থেকে আগত ভক্তদের যেন কো অসুবিধা না হয় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হয়। এখানে উল্লেখ থাকে যে প্রতিবছর বাংলা চৈত্র মাসের প্রথম দিন জমাতিয়া হদা ও জনজাতি সনাতনী গোষ্ঠীর ভক্তরা গড়িয়া পূজার পূর্বে ত্রিপুরেশ ভৈরব ও মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী দেবীকে পূজন করে থাকেন।

হোলি এবং রমজানের শুভেচ্ছা মেয়র

আগরতলা, ১৪ মার্চ: বাংলাদেশ সীমান্তে গিয়ে হোলি এবং রমজানের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। আজ দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে এবং তার পাশাপাশি আসন্ন ঈদ উপলক্ষে ভারতীয় সীমান্ত প্রহরী, সীমান্ত ব্যাবসায়ী ও বাংলাদেশ সীমান্ত প্রহরীদের সাথে পুষ্পস্তবক, রং এবং সামান্য কিছু উপহার প্রদানের মাধ্যমে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার। পাশাপাশি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ত্রিপুরাবাসীর অবদানকে মনে রেখে দুই দেশের সৌভ্রাতৃত্বতা বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছেন।

অগ্নিকাণ্ড ঘিরে আতঙ্ক, অল্পেতে রক্ষা

আগরতলা, ১৫ মার্চ: বিশালগড় কড়ইমুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় চত্বরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে দমকলকর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণ আনে। গতকাল দুপুরে ওই অগ্নিকাণ্ডে অল্পেতে রক্ষা পেলো পার্শবর্তী বাড়িঘর।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গতকাল দুপুরে বিশালগড় কড়ইমুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় চত্বরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। প্রতিবেশীদের নজরে ঘটনাটি আসতেই তাঁরা দমকলবাহিনীকে খবর দিয়েছেন। দমকল কর্মীদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় অল্পেতে রক্ষা পায় পাশ্ববর্তী বাড়িঘর সহ বিদ্যালয়।

দুই যুবতী সহ চার রোহিঙ্গাকে আটক

আগরতলা, ১৫ মার্চ : ধর্মনগর আন্তঃরাজ্য বাস টার্মিনাল থেকে দুই যুবতী সহ চার রোহিঙ্গাকে আটক করেছে বিএসএফের গোয়েন্দা শাখা (জি ব্রাঞ্চ)।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বিশেষ অভিযান চালিয়ে চার রোহিঙ্গাকে আটক করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, তারা অবৈধভাবে বাংলাদেশ সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করেছিল এবং অন্যত্র যাওয়ার পরিকল্পনা করছিল। বিএসএফ তাদের আটক করে পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়ার জন্য স্থানীয় পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছে। ঘটনাটি নিয়ে নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর মধ্যে সতর্কতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

ধর্মনগর রেলওয়ে স্টেশন নির্মাণ কাজে অনিয়মের অভিযোগ তুলে সোচ্চার ধর্মনগর মন্ডল কমিটি

আগরতলা, ১৫ মার্চ: ধর্মনগর রেলওয়ে স্টেশন নির্মাণ কাজে অনিয়মের অভিযোগ তুলে সোচ্চার হয়েছে ধর্মনগর মন্ডল কমিটি। এরই প্রতিবাদে কমিটির পক্ষ থেকে রেলমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে স্মারকপত্র প্রদান করা হয়েছে। ওই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক তথা ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ব বন্ধু সেন।

প্রসঙ্গত, অমৃত ভারত প্রকল্পে বিগত বছর খানেক আগে দেশের ৫০০টির বেশি রেলওয়ে স্টেশনকে আধুনিকীকরণ করার ঘোষণা দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর মোদি। প্রধানমন্ত্রীর ওই তালিকায় ধর্মনগর রেলওয়ে স্টেশনের নাম রয়েছে। আর প্রধানমন্ত্রীর সেই ঘোষণা অনুযায়ী ধর্মনগর রেলওয়ে স্টেশন আধুনিকরণের কাজ শুরু হয়। কিন্তু নির্মাণ কাজ শুরুর পর থেকেই না না অনিয়ম অব্যাহত রয়েছে। এই অনিয়ম নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে বেশ কয়েকবার আন্দোলন করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঠিকেদারী সংস্থা নির্মাণ কাজে অনিয়ম অব্যাহত রেখেছে। পুরানো ইট ব্যবহার থেকে শুরু করে জং ধরা পুরানো লোহার রড গুলো পর্য্যন্ত নতুন নির্মাণ কাজে লাগানো হচ্ছে।

এবার মন্ডল কার্য্যকর্তাদের সাথে নিয়ে এই অনিয়মের প্রতিবাদে সরব হলেন স্থানীয় বিধায়ক তথা ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন। শুক্রবার তিনি মন্ডল কার্য্যকর্তাদের নিয়ে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের উদ্দেশ্যে একটি স্মারকপত্র প্রদান করেন। এদিন রেলমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে দেওয়া স্মারকপত্রটি ধর্মনগর স্টেশন সুপারিনটেনডেন্ট এর হাতে তুলে দেওয়া হয়।

১.৯৫ কোটি টাকার বিদেশী সিগারেট বাজেয়াপ্ত

আগরতলা, ১৫ মার্চ : গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আসাম রাইফেলস এবং কাস্টম বিভাগের যৌথ অভিযানে ১৯৫ কার্টুন বিদেশী সিগারেট বাজেয়াপ্ত করে। যার বাজারমূল্য ১.৯৫ কোটি টাকা হবে। আসাম রাইফেলসের তরফ থেকে এক বিবৃতি জারি করে একথা জানানো হয়েছে।

বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খোয়াই

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নেশা সামগ্রী সহ এক যুবক আটক

আগরতলা, ১৫ মার্চ: বিপুল পরিমাণে নেশা সামগ্রী সহ এক যুবককে আটক করতে সক্ষম হয়েছে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ। সেই সাথে সাথে ধৃত সুমনের সাথে থাকা নম্বরবিহীন স্কুটি পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। এবিষয়ে তেলিয়ামুড়া থানার ওসি রাজিব দেবনাথ জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তেলিয়ামুড়া থানার অন্তর্গত মহারানীপুর এলাকায় বিশেষ নজরদারি অভিযানের মধ্য দিয়ে এই সফলতা আসে। পুলিশ জানিয়েছে সুমন যখন তার নম্বর বিহীন স্কুটি নিয়ে আসছিল তখন তার স্কুটিকে আটক করে তল্লাশি চালালে স্কুটির ভেতরে রাখা দুই শতাধিক ভায়েলের মধ্যে অবৈধ নেশা সামগ্রী পাওয়া যায়। ওসি শ্রী দেবনাথ আরো জানান, ধৃত সুমনকে খোয়াই আদালতে প্রেরণ করার পর পুলিশ রিমান্ডে এনে পরবর্তী তদন্ত কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। এদিকে যেভাবে গোটা তেলিয়ামুড়া শহর সহ সন্নিহিত এলাকায় এই সময়ের মধ্যে অবৈধ নেশার রমরমা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে এই আটক নিঃসন্দেহে তাৎপর্য্যপূর্ণ।

পদ্ম শিবিরে যোগ দিলেন ৩৩ পরিবারের ৯৭ ভোটার

আগরতলা, ১৫ মার্চ: আজ কল্যাণপুর প্রমোদনগর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত পশ্চিম কুঞ্জবন এডিসি ভিলেজে এক বাজার সভার আয়োজন করা হয়েছে। সভায় এলাকার বিভিন্ন স্তরের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। সভা শেষে বিজেপির শক্তি আরও বৃদ্ধি পায়, কারণ সিপিআইএম কংগ্রেস ছেড়ে ভারতীয় জনতা পার্টিতে (বিজেপি) যোগ দেন ৩৩ পরিবারের মোট ৯৭ জন জনজাতি ভোটার। নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে বিজেপিতে স্বাগত জানান বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, মণ্ডল সভাপতি নিতাই বল সহ অন্যান্য দলীয় নেতৃত্ব। বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী বলেন, ''বিজেপির জনকল্যাণমূলক নীতি ও শক্তিশালী নেতৃত্বের প্রতি মানুষের আস্থা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা এই সমাবেশ আয়োজন করছি এবং এতে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ প্রমাণ করে যে, আগামী দিনে বিজেপি আরও শক্তিশালী হয়ে রাজ্যের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাবে।'

তিনি আরও বলেন, "দেশব্যাপী বিকাশমুখী সরকারের প্রতি আস্থা রেখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে মানুষ দলে দলে বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন। বিজেপি সকলকে নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবে।" স্থানীয় নেতৃত্বদের মতে, শহীদ স্মরণে সমাবেশকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা যাচ্ছে এবং এই সমাবেশ বিজেপির সাংগঠনিক শক্তিকে আরও সুসংহত করবে।

প্রয়াত বামপন্থী শ্রমিক নেতা চঞ্চল মজুমদার

আগরতলা, ১৫ মার্চ: প্রয়াত হলেন বাম শ্রমিক নেতা চঞ্চল মজুমদার। আজ সিপিআইএম রাজ্য দপ্তর এবং সিআইটিইউ-র রাজ্য দপ্তরে প্রয়াত নেতার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়েছে। এদিন নারায়ণ কর বলেন, চঞ্চল মজুমদার সিআইটিইউ-র একজন প্রতিষ্ঠিত শ্রমিক ছিলেন। রাজ্যে শ্রমিক আন্দোলনকে শক্তি প্রদানে আজীবন লড়াই করে গিয়েছিলেন তিনি। আজ সিআইটিইউ এবং সিপিএম একজন নিষ্ঠাবান ব্যক্তিকে হারিয়েছেন।

নির্মীয়মান কভার ড্রেনের কাজ পরিদর্শনে মেয়র

আগরতলা, ১৪ মার্চ: রাজধানীর বটতলা শিববাড়ি থেকে দশমীঘাট পর্য্যন্ত রাস্তার দু'পাশে কভার ড্রেনের কাজ শুরু হয়েছে। কিছু কিছু জায়গায় কাজের গুনগত মান নিয়ে অভিযোগ থাকায় আজ পরিদর্শনে গিয়েছেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। পরিদর্শনকালে তাঁর সঙ্গে ছিলেন কর্পোরেটর তুষার কান্তি ভট্টাচার্য্য, জাহ্নবী দাস চৌধুরী সহ অন্যান্যরা। এদিন তিনি বলেন, রাজধানীর বটতলা শিববাড়ি থেকে দশমীঘাট পর্য্যন্ত রাস্তার দু'পাশে কভার ড্রেনের কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু কর্পোরেটরের কাছে কাজের গুনগত মানের অভিযোগ তোলা হয়েছিল। তাই আজ নির্মীয়মান কাজ পরিদর্শনে গিয়েছেন তিনি। তিনি বলেন, কাজের গুণগত মান ও ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রীর গুণগত মান পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করেন। পাশাপাশি, সঠিকভাবে কাজ সম্পন্ন করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

দক্ষতার উপর প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বান

আগরতলা, ১৪ মার্চ: মুখ্যমন্ত্রী দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে এবং ত্রিপুরা সরকারের দক্ষতা উন্নয়ন অধিদপ্তরের সহযোগিতায় জাপানি ভাষায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৬ জন নার্সিং পাশ করা যুবক ও যুবতিদের আজ সংবর্ধনা প্রদান করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে আয়োজিত এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিল্প ও বানিজ্য মন্ত্রী সান্তনা চাকমা, পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরি, শিল্প ও বানিজ্য দপ্তরের সচিব কিরন গিত্যে, শিল্প ও বানিজ্য দপ্তরের অধিকর্তা মহম্মদ সাজ্জাত পি. প্রমুখ। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের সম্বর্ধনা প্রদান করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নার্সিং পেশা একটি সেবামূলক কাজ। জাপানে নার্সিং কেয়ারগিভার হিসেবে চাকুরি পাওয়া ৬ জন যুবক-যুবতিকে সে দেশে গিয়ে ভালোভাবে কাজ করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, জাপানে নার্সিং পেশায় তারা যদি সুনামের সাথে কাজ করতে পারে তবে আগামী দিনে রাজ্য থেকে আরও ছেলে-মেয়ে সেদেশে নার্সিং এর উপর কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে। তিনি রাজ্যের ছেলে-মেয়েদের মুখ্যমন্ত্রী দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতার উপর প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরামর্শ দেন। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি চাইছেন দেশের যুবরা সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দেশের উন্নয়নে অংশগ্রহণ করুক। রাজ্য সরকারও সেই দিশাতেই কাজ করে চলেছে। 'উল্লেখ্য স্পেসিফাইড স্কিল ওয়ার্কার' প্রোগ্রাম প্রচারের লক্ষ্যে ভারত সরকার এবং জাপান সরকারের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়েছে। এই প্রোগ্রামের অধীনে বিশ্বব্যাপী কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও নার্সিং পড়ুয়াদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ত্রিপুরা সরকারের দক্ষতা উন্নয়ন অধিদপ্তরের সহযোগিতায় একজন নার্সিং পড়ুয়া জাপানে নার্সিং কেয়ার ক্যারিয়ার গড়তে পারবে। ত্রিপুরা সরকারের দক্ষতা উন্নয়ন অধিদপ্তর ২১ জন নার্সিং পড়ুয়াকে দিল্লীতে জাপানি ভাষার উপর প্রশিক্ষণের জন্য পাঠিয়েছে। ইতিমধ্যে ৩ জন নার্সিং পড়ুয়া সফলভাবে জাপানি ভাষায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে জাপানে নার্সিং কেয়ারগিভার হিসেবে যোগদান করেছে। আজ যারা সংবর্ধিত হয়েছেন তারা চলতি বছর জাপানে নার্সিং কেয়ারগিভার হিসাবে কাজে যোগ দেবেন। সেখানে তাদের মাসিক বেতন হবে ১ লক্ষ টাকার বেশি। চলতি বছরে আরও ১২ জন নার্সিং পড়ুয়াকে জাপানে কেয়ারগিভার হিসাবে পাঠানো হবে। আগামী বছর আরও ৬০ জন নার্সিং পড়ুয়াকে জাপানি ভাষায় প্রশিক্ষণ দিয়ে জাপানে কেয়ারগিভার হিসেবে পাঠানো হবে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas